বিজ্ঞাপন।

এই অনুশাসন পর্ব্ব জেলা রাজসাহির অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বলিহার নামক স্থানের অধিকারী আর্য্যকুলগৌরব, দেবদ্বিজ-প্রতিপালক, ধর্ম্মার্থবিৎ, সুবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, দেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী, সুবিখ্যাতনামা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও আনুকূল্যে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই মহোদয়, পরোপকার-ব্রত, পুণ্যশ্লোক, মহাত্মা অসাধারণ পরোপকারিতা, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ও অপরিসীম বদান্যতাপ্রভৃতি সদ্গুণপরম্পরার বশীভূত হইয়া আমার অনুষ্ঠিত মহাভারতের হিতসাধনে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা লিপি দ্বারা লিখিয়া আর কি জানাইব। এক্ষণে মহাত্মা ভারতের সাহায্যবিষয়ে যথাশক্তি দান করিতে নিজ প্রজাবর্গের প্রতি এক আদেশ পত্র প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, ইনি ভারতের একজন প্রধান হিতৈষী ও উৎসাহ দাতা। ইহাঁর দান নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিকদান। এই মহৎ কার্য্যদ্বারা ইনি যে বঙ্গসমাজের এবং ভারত গ্রাহকমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইবেন সে কথা আর বলিতে হইবেনা। প্রার্থনা জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

অনুশাসনপর্ব্বের সূচীপত্র।

আশ্বমেধিক পর্ব্বের সূচীপত্র।

দানশীলা শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবী প্রদত্তা।

(গৌতমী লুব্ধক সংবাদ।)

অনুশাসন পর্ব্বের ১ প্রথম অধ্যায়ে স্থাপিত করিয়া লইবেন ।

মহাভারত।

অনুশাসন পর্ব্ব।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়। ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! আপনি নানাপ্রকার সূক্ষ্ম শমগুণের কথা বর্ণন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। উপস্থিত বিষয় অবলম্বন করিয়া আপনি বিবিধ শান্তি বর্ণন করিলেন। কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছি; অতএব বিবিধ শান্তি শ্রবণ করিলেও কি প্রকারে শান্তিলাভ হইতে পারে। শরসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আপনার গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। উহা দর্শন করিয়া আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। কেবল নিজ দুষ্কর্ম্মই স্মরণ হইতেছে। পর্ব্বত যেমন জলধারা, তেমনি আপনার রক্তাক্ত কলেবর রুধিরধারা স্রাবণ করিতেছে; আপনাকে দর্শন করিয়া আমি বর্ষাকালীন পদ্মের ন্যায় বিষণ্ণ হইতেছি। (১)

---

(১) সিংহ মহোদয় এস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন। "বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মসৃণ ভাব ধারণ করিয়াছি"। অনুবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। মসৃণ শব্দের অর্থ চিক্কণ, অর্থাৎ ধৌতজল, অর্থাৎ নির্ম্মল। অনুবাদক জলসেক দেখিয়াই "মসৃণতা" আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনে নাই যে মসৃণ না হইয়া যুধিষ্ঠির বরং ম্লান হইবেন। বর্ষার জলধারাতাড়নে পদ্ম ম্লান হইয়া থাকে। অতএব এ স্থানে মূল যথা—

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রস্রবন্তং যথাচলং।
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্র সীদে বর্ষাম্বিবাম্বুজং॥

পিতামহ আমার জন্যই রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টের বিষয় কি আছে। এইরূপ অন্যান্য ভূপাল আমার নিমিত্তই পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তদপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে। রাজন! আমরা এবং কৌরবগণ উভয় পক্ষ কালের ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হায়! এই পাপপ্রভাবে আমাদিগের কি গতি হইবে। দুর্য্যোধনকে যে আপনার এই দুর্দ্দশা দর্শন করিতে হইল না, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে হইবে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের অন্তকারক। আপনাকে যন্ত্রনাভোগ করিতে দর্শন করিয়া ইহ সংসারে আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। দুর্য্যোধন দুরাত্মা ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ এবং সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। দুষ্টাত্মাকে আপনার এই সমরশয্যা অবলোকন করিতে হইতেছে না। অতএব এক্ষণে প্রাণ ধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। যদি আমি ইতিপূর্ব্বে সমরে ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইতাম, তাহা হইলে, আমাকে আপনার এইরূপ শরনিপীড়ন ও দুঃখ দেখিতে হইত না। বিধাতা নিশ্চয় আমাদিগকে পাপানুষ্ঠানার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাই, যদি আমাদিগের শুভসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিজে পরাধীন; অতএব বৃথা কেন আত্মাকে কর্ম্মের কারণ বলিয়া স্থির কর। কারণ অতিসূক্ষ্ম; উহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে (১)। এই বিষয়ে ব্যাধ ও সর্পের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যে প্রকার কথোপকথন প্রসিদ্ধ আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে কুন্তীনন্দন! পূর্ব্বে গৌতমীনামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। এক দিন তিনি দেখিলেন সর্প দষ্ট হইয়া তাঁহার

---

(১) এস্থলে সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এই—"তুমি কাল ঈশ্বর ও অদৃষ্টের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ।" কিন্তু ইহাও স্বকপোলকল্পিত। কারণ মূল যথা,—

"পরতন্ত্রং কথং হেতুমাত্মানমনুপশ্যসি।

কর্ম্মণাং হি মহাভাগ সূক্ষ্মং হ্যেতদতীন্দ্রিয়ং॥"

পুত্র মরিয়াছে। অর্জ্জুনকনামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই ভুজঙ্গকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আনয়ন করিল এবং কহিল, মহাভাগে! এই ভুজঙ্গাধম তোমার পুত্রকে নাশ করিয়াছে। এক্ষণে কি উপায়ে ইহার প্রাণ সংহার করিব, শীঘ্র বল। এই শিশুনিহন্তা পাপিষ্ঠের অধিকক্ষণ জীবন রক্ষা হওয়া উচিত নহে; ইহাকে কি অনলে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব।

তখন গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলাভের প্রত্যাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে পাপভরে নিপীড়িত করে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাঁহাদিগের দেহ লঘু হইয়াছে, তাঁহারা জলে ভেলার ন্যায় সংসারসাগরে ভাসিতে থাকেন; কিন্তু পাপভারাক্রান্ত ব্যক্তিরা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া যায়। এই সর্পকে সংহার করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুকে নিষ্কৃতিদান করিয়া, মরণান্তে কে চিরকালের নিমিত্ত স্বর্গলোক ভোগ করিতে না চাহিবে।

তখন অর্জ্জুনক কহিল, দেবি! তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে। আমি জানি যাহারা সকলকে পীড়া প্রদান করে, তাহাদিগের দেহ পাপ ভরে গুরু হয় (১)। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোক বিহীন ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। অতএব আমি এখনই এই দুষ্ট ভুজঙ্গের প্রাণ বিনাশ করিব। শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করেন। তত্ত্বজ্ঞানীরা ঘটনামাত্রেই শোক পরিত্যাগ করেন; আর কালকৃত স্নেহ এবং অনুরাগ থাকাতে লোকে ইষ্টহানির জন্য শোক করে; অতএব আমি ভুজঙ্গ নাশ করি; তোমার শোক দূর হউক (২)।

---

(১) এস্থলেও সিংহমহোদয় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া স্বকপোলকল্পিত উক্তি করিয়াছেন, যথা—"গুরুলোকেরা স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন"। এস্থলে মূল যথা—

"সর্ব্বার্ত্তিযুক্তা গুরবো ভবন্তি"

(২) এস্থলেও সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ সঙ্গত হয় না। তাঁহার

গৌতমী কহিলেন, অর্জ্জুনক! মদ্বিধ ব্যক্তিদিগের দুঃখ নাই। ধর্ম্মাত্মারা নিয়তই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর আমার পুত্র কালের অধীন। অতএব এই সর্পকে বিনাশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই (১)।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কোন বিষয়েই ক্রোধ নাই। ক্রোধ হইতে কষ্ট উপস্থিত হয়। সাধো! তুমি ক্ষমাগুণ আশ্রয় করিয়া এই সর্পকে পরিত্যাগ কর।

অর্জ্জুনক কহিল সুভগে! অরাতিসংহার দ্বারা যে লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। বলবান শত্রুকে বিনাশ করিতে পারিলে প্রধান লাভ হয়। কালে নিশ্চয়ই সে লাভ হইবে বটে, কিন্তু এই অধম সর্প সম্বন্ধে সে লাভ তোমার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে।

গৌমতী কহিলেন, হে সৌম্য! শত্রুকে হস্তগত করিয়া নাশ করিলে কি তৃপ্তি, এবং তাহাকে স্কিনতি প্রদান না করিলেই বা কি ইষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব আমার ভুজঙ্গের উপর ক্ষমতা থাকিবে কেন। আর কেনই বা তাঁহাকে নিষ্কৃতি না দিব (২)।

অনুবাদ যথা—"কিন্তু যাঁহারা প্রতীকার পরায়ণ, উহাঁদিরের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর যাহারা এই উভয়গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুধাবন করিয়া থাকে। অতএব তুমি ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর'। কিন্তু মূল যথা,

"সদা. শুচং ত্বর্থবিদস্ত্যজন্তি।
শ্রেয়ঃ ক্ষয়ং শোচতি নিত্যমোহাৎ
তস্মাৎচ্ছুচং মুঞ্চ হতে ভুজঙ্গে॥"

(১) সিংহ মহোদয় লিখিয়াছেন, "বিনাশ করা আমার উচিত নহে।" কিন্তু ব্যাস লিখিয়াছেন
"তস্মাদশে নাহং পন্নগস্য প্রমাথে।"

(২) সিংহ মহোদয় এস্থলে দ্বিতীয় ব্যাসদেব হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ব্যাধ! এই ভুজঙ্গমকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহার দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফললাভ হইবে। অত-

অর্জ্জুনক কহিল, গৌতমি! এই একমাত্র ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিয়া বহুলোকের জীবনরক্ষা করিতে হইবে। অনেকের জীবনে উপেক্ষা করিয়া একজনের জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ধার্ম্মিকেরা অপরাধীকে আশ্রয় দান করেন না; অতএব তুমি এই সর্পকে সংহার কর; দুষ্কর্ম্ম করা ইহার স্বভাব।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই সর্পকে বিনাশ করিলে, আমার পুত্র কখনই পুনরায় জীবিত হইবে না। ইহার নাশে অন্য কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহাও দেখিতেছি না। অতএব তুমি এই জীবিত ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি দেবগণের অনুকরণ পূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে অচিরাৎ এই শত্রুর বধসাধন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ব্যাধ ভুজঙ্গের বিনাশবাসনায় গৌতমীকে বারম্বার এই প্রকার কহিলেও মহাভাগা পাপাচরণে সম্মত হইলেন না। তখন সেই পাশার্দ্দিত সর্পের শ্বাস প্রায় শেষ হইয়াছিল। সে কিঞ্চিৎ শ্বাস-সংযম পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে মানবভাষায় ব্যাধকে কহিল, রে মূঢ় অর্জ্জুনক! এ বিষয়ে আমার দোষ কি। আমি পরের অধীন; আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। মৃত্যু আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞায় এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছানুসারে বা ক্রোধবশতঃ ইঁহাকে দংশন করি নাই। শিশুর বিনাশজন্য যদি কাহাকে অপরাধী হইতে হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে মৃত্যুই অপরাধী হইবে।

এব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।,, কিন্তু ভারতপ্রণেতা ব্যাস অন্যরূপ লিখিয়াছেন। যথা,

"কাণ প্রীতির্গৃহা শত্রুং নিহত্য
কা কামাপ্তিঃ প্রাপ্য শত্রুং ন মুক্ত্বা।

কস্মাৎ সৌম্যাহং ন ক্ষমে নো ভুজঙ্গে
মোক্ষার্থং বা কস্য হেতোর্ন কুর্য্যাম্॥

ব্যাধ কহিল, ভুজঙ্গ! তুমি যদিও অন্যের বশীভূত হইয়া এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক কারণ; অতএব এ বিষয়ে তুমিও দোষী। যেমন চক্র ও দণ্ডাদিকে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তদ্রূপ তোমাকেও এই শিশু-বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। আমি অপরাধীকেই বধ করিব। তুমি অপরাধী; কারণ, তুমি স্বয়ং আপনাকে এ কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ (১)।

ভুজঙ্গ কহিল, আমি চক্রদণ্ডাদির ন্যায় নিতান্ত পরবশ; অতএব তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারনা। আর যদিও তুমি আমার এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তথাপি আমাকে একাকী দোষী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার উচিত নহে। চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্যকারণ ভাব সংঘটন হইতে পারে। অতএব এরূপ স্থলে আমাকে একাকী দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণনা করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আর যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

ব্যাধ কহিল ভুজঙ্গ! তুমি প্রধান কারণ না হইতে পার, এবং তুমি স্বেচ্ছায় এ কার্য্য করিয়া না থাকিবে, কিন্তু মৃত্যুর কারণ তুমিই। অতএব আমার মতে তোমাকে বধ করা উচিত। আর অধিকই বা কি বলিতেছ, কার্য্য না করিলে কেহ সেই কার্য্য জন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারে না। অতএব তুমি যাহাকে কারণ উল্লেখ করিতেছ, এস্থলে তাহাকে বধ করা যায় না (২)।

---

১ এস্থলেও সিংহমহোদয় মূলের প্রকৃত তাৎপর্য্যগ্রহ করেন নাই। মূল যথা—

"কিল্বিষী চাপি মে বধ্যঃ কিল্বিষী চাপি পন্নগ।
আত্মানং কারণং হ্যত্র ত্বমাখ্যাসি ভুজঙ্গম।

কিন্তু মহোদয় লিখিয়াছেন "অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

(২) এস্থলের মূল এই,

ভুজঙ্গ কহিল ব্যাধ! কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের অসদ্ভাব হইলে ক্রিয়া হয় না একথা সত্য; অতএব কারণ ও কর্ম্ম উভয়ই তুল্য হেতু বটে, কিন্তু আমার মতে কারণেরই বিশেষ দোষ (১)।

ব্যাধ কহিল, রে সর্পাধম! তোর কিছুমাত্র বিবেচনা নাই; তুই নিতান্ত নৃশংস এবং শিশুঘাতী। অতএব তোকে বধ করা উচিত; তবে কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিস্।

ভুজঙ্গ কহিল, লুব্ধক! যেরূপ ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া কোন ফললাভে সমর্থ হন না, তদ্রূপ আমিও এই পাপের ফলভাগী হইব না।

মৃত্যুপ্রেরিত ভুজঙ্গ এই প্রকার কহিতেছে, এমন সময় মৃত্যু সেই স্থানে উপনীত হইয়া ভুজঙ্গকে কহিলেন, হে সর্প! আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি, আমরা কেহই এই জীবিত বালকের বিনাশের হেতু নহি। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ইতস্ততঃ চালন করে, তদ্রূপ আমিও কালের বশীভূত। এই অবনীমণ্ডলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে সকল ভাব আছে, সমস্তই

কারণং যদিনস্যাদ্বৈ ন কর্ত্তা স্যাত্ত্বমপ্যুত।
বিনাশ কারণং ত্বঞ্চ তস্মাদ্বধ্যোঽসি মে মতঃ।
অসত্যপি কৃতে কার্য্যে নেহ পন্নগ লিপ্যতে।
তস্মান্নাত্রৈব হেতু স্যাদ্বধ্যঃ কিং বহুমন্যসে।,

কিন্তু সিংহ মহোদয় বিশেষ চিন্তা না করিয়া ব্যাসের তাৎপর্য্যবিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, "সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখন ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমারে বিনাশ করিব, যদি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র সমুদায় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ড বিধান করিতে পারেন না।"

(১) এস্থলে মূল যথা

কার্য্যাভাবে ক্রিয়া ন স্যাৎসত্যং সত্যপি কারণে।
তস্মাৎসমেঽস্মিন্ হেতৌ মে বাচ্যোহেতুর্ব্বিশেষতঃ।

কিন্তু সিংহ মহোদয় এস্থলেও নিজের ভাব বিন্যাস করিয়াছেন,

কালের বশবর্ত্তী হইয়া অস্তগণে স্ব স্ব কার্য্য সাধন করে। স্বর্গ বা মর্ত্ত্য ভূমিতে যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদায় জগৎই কালময়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি; এবং এই উভয়ের বিকৃতি, সমস্তই কালের বশীভূত। কাল বারম্বার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে সর্প! তুমি এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াও কেন আমাকে দোষী বলিয়া অবধারণ করিতেছ। এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বোধ কর, তাহা হইলে তুমিও দোষী।

ভুজঙ্গ কহিল, হে মৃত্যো! আমি এ বিষয় আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনিই আমাকে এই শিশুবধার্থে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কালের দোষ আছে কি না আমি সে বিষয় কহিতেছি না। তাহাতে আমার অধিকার নাই। কালকেও নির্দ্দোষী বলিতেছি না তোমারও দোষ দিতেছি না, এইমাত্র আমার উদ্দেশ্য।

সর্প মৃত্যুকে এই কথা বলিয়া ব্যাধকে কহিল, লুব্ধক! তুমি মৃত্যুর কথা শুনিলে; অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া পীড়া দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। লুব্ধক কহিল, মৃত্যু! আমি তোমার কথা শুনিলাম; ভুজঙ্গম! তোমারও কথা শুনিলাম। কিন্তু সর্প! তোমার নিরপরাধিতা কোন প্রকারেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি; তোমরা উভয়েই বিনাশের হেতু হইয়াছ। যে প্রকৃত কারণ নহে, আমি তাহাকে কারণ বলিতে পারিতেছি না, তোমরা সাধুগণের দুঃখপ্রদ দুরাত্মা ও ক্রূর। তোমাদিগকে ধিক্! আমি অবশ্যই তোমারে বিনাশ করিব। তুমি কুকর্ম্মশীল এবং এই কুকর্ম্মের হেতু।

মৃত্যু কহিলেন, আমাদিগের স্বাধীনতা নাই; আমরা আজ্ঞা প্রতি-*

---

* যথা "প্রয়োজক কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রয়োজনব্যতীত ক্রিয়া সাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রয়োজনকে আপাতত কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই সিদ্ধবিনাশ বিষয়ে আমি প্রয়োজন বলিয়াই তুমি আমারে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমারে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রয়োজক মৃত্যুরে দোষী বলিতে পার।"

পালন করিয়া থাকিমাত্র। যদি যথার্থ বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে আমাদিগকে দোষী করা তোমার উচিত হয় না।

লুব্ধক কহিল, মৃত্যো! তোমাদিগকে কালের বশীভূত বলিয়া যদি আমি তোমাদের দোষী না করি, তাহা হইলে হর্ষ আর ক্রোধ, এই দুইয়ের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় জানিতে ইচ্ছা করি। (১)

মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে প্রাণীরা যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমরাও দুই জনে কালের বশবর্ত্তী; তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিমাত্র। অতএব আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার উচিত নহে।

ভীষ্ম কহিলেন; যথার্থ বিষয়ে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় কাল তথায় উপস্থিত হইয়া ভুজঙ্গম, মৃত্যু ও অর্জ্জুনক ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। কাল কহিলেন, বনেচর! আমি, মৃত্যু বা ভুজঙ্গম, আমরা কেহই এই প্রাণীহত্যা বিষয়ে দোষী নহি। কার্য্যের প্রয়োজকও আমরা নহি! (২) উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ অন্যে ইহার মরণের হেতু নহে। এ যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাতেই নাশ পাইয়াছে। কর্ম্ম ইহার নাশের কারণ। আমরা সকলেই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্মই লোকের পুত্র এবং কর্ম্মই উহাদিগের সম্বন্ধ। যেমন কর্ম্ম পরস্পরকে কার্য্যে প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে, তেমনি আমরাও করিয়াছি। (৩)

---

(১) এস্থানের মূল এই

> যুবাবুভৌ কালবশৌ যদিমে মৃত্যুপন্নগৌ।
> হর্ষক্রোধৌ যথা স্যাতামেতদিচ্ছামি বেদিতুং॥

আমাদিগের মাননীয় সহযোগী ইহার অতি অপরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা "যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসাও অপকারকের নিন্দা করা বিধেয় নহে।

(২) এই অত্যাবশ্যক অংশটুকু সিংহমহোদয় একবারে ত্যাগ করিয়াছেন।

(৩) সিংহ মহোদয় এ স্থলেও অর্থ বিপর্য্যয় করিয়াছেন। মূল যথা—

কুম্ভকার যেরূপ মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, মনুষ্যও সেইরূপ স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। যেমন ছায়া ও রৌদ্র নিয়ত সম্বদ্ধ, তেমনি কর্ত্তা কর্ম্মযোগে কার্য্যের সহিত নিরন্তর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আমি, মৃত্যু, সর্প, তুমি ও এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, আমাদের মধ্যে কেহই এই বালকবধের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এই শিশু স্বয়ংই স্বীয় বিনাশের হেতু।

গৌতমী কহিলেন, লুব্ধক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রনাশের কারণ নহে। মদীয় পুত্র নিজ কর্ম্মদোষেই যথাকালে নিহত হইয়াছে। আমিও তদ্রূপকর্ম্ম করিয়াছিলাম যাহাতে পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে প্রস্থান করুন, এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন, ব্যাধের দুঃখ দূর হইল, এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিহার পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব এই গল্প শ্রবণ করিয়া তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া শোক শূন্য হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। নৃপতিগণ যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার বা দুর্য্যোধনের অণুমাত্র অপরাধ নাই। তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মবশতঃই কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

—*—

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রই অবগত আছেন। আমি আপনার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আপনার নিকট আরও কিছু ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কোন্ গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাহা আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন (১)।

"যদনেন কৃতং কর্ম্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্ম্মাস্য সর্ব্বে কর্ম্মবশা বয়ম্॥
কর্ম্মদায়াদবংল্লোকঃ কর্ম্মসম্বন্ধলক্ষণঃ।
কর্ম্মাণি চোদয়ন্তীহ য়থান্যোন্যং তথাবয়ম্॥"

(১) সিংহ মহোদয় এস্থলে বলিয়াছেন, "অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্ম-

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয়েও একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি মনুর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকু সূর্য্যসমতেজা একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশম পুত্র ধর্ম্মাত্মা সত্যবিক্রম দশাশ্ব মাহিষ্মতী নগরীর রাজা হইয়াছিলেন (১)। নরপতি দশাশ্বের ঔরসে রাজা মদিরাশ্ব জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাতেজা, মহাশয় মহাবলশালী রাজা দ্যুতিমান্; দ্যুতিমানের পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ত্রিলোক বিশ্রুত ধর্ম্মাত্মা সুবীর, সুবীরের পুত্র শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহামতি সুদুর্জ্জয়। ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সমরবিশারদ অসাধারণবলবিক্রমসম্পন্ন দুর্য্যোধননামক নরপতির জন্ম হইয়াছিল। উঁহার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে জলবর্ষণ করিতেন। ঐ মহাত্মার নগর সর্ব্বদাই নানাপ্রকার ধন, রত্ন, শস্য ও পশুদ্বারা সমাকীর্ণ থাকিত। উঁহার রাজ্যশাসনকালে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রমশালী শ্লাঘাবিহীন, যাজ্ঞিক, দয়গুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমাননবিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গবিশারদ ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষপ্রবর মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনা নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা জন্মে। যুধিষ্ঠির! ঐ কন্যার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী কামিনী আর কখন অবনীমণ্ডলে জন্মে নাই।

দুর্য্যোধন-তনয়ার এবম্বিধ রূপলাবণ্য হইয়াছিল যে, হুতাশন তাহাকে

পরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তরে বর্ণন করুন।" কিন্তু ব্যাসদেব এ কথা বলেন না। তিনি বলেন,

"কেন মৃত্যুগৃঁহস্থেন ধর্ম্মমাশ্রিত্য নির্জ্জিতঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাচক্ষ তত্ত্বেনাপিচ পার্থিব॥"

(১) সিংহ মহোদয় এস্থলেও ইতিবৃত্তের বিপর্য্যয় করিয়াছেন। মাহিষ্মতী নামে চন্দ্র বংশীয়দিগের এক নগরী ছিল, তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধর্ম্ম পরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র।" কিন্তু মূল যথা

"দশমস্তত্র পুত্রস্তু দশাশ্বোনাম ভারত।
মাহিষ্মত্যামভূদ্রাজা ধর্ম্মাত্মা সত্যবিক্রমঃ॥"

বিবাহ করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিয়া কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন না। মহারাজ! তজ্জন্য হুতাশন তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি সৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্গণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যখন কুপুরুষের উপকারের ন্যায় হুতাশন আমার যজ্ঞে নির্ব্বাণ হইলেন, তখন বোধ হয়, আমার বা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষরূপে ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন।

ব্রাহ্মণগণ মহারাজ দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সংযত ও বাগ্যত হইয়া অগ্নির শরণাগত হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন শরৎকালীন সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করি।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ সৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নরপতির সমীপে গমন করিয়া অগ্নির কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্গণের নিকট অগ্নির প্রার্থনা শ্রবণ করত পরম পুলকিত ও কন্যাদানে স্বীকৃত হইলেন। এবং পাবকের নিকট এই শুল্ক যাচঞা করিলেন যে আপনাকে সর্ব্বদা আমার ভবনে অবস্থান করিতে হইবে। হুতাশন তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। তজ্জন্য মাহিষ্মতী নগরীতে ভগবান্ বহ্নি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন; দিগ্বিজয়কালে সহদেব ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন পরম আনন্দিত হইয়া স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। পাবকও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধারার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং পুত্রোৎপাদন বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

ঐ কন্যার গর্ভে অগ্নির এক পূর্ণেন্দুতুল্য সুকুমার সুদর্শন নামে কুমার জন্মিল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই বেদশাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। রাজা ওঘবান স্বয়ং প্রার্থী হইয়া সেই দেবকন্যাতুল্য কন্যা মহামতি সুদর্শনকে সম্প্রদান করিলেন। তখন

বুদ্ধিমান সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে নিতান্ত আসক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন মহামতি অগ্নিনন্দন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক মৃত্যুকে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কখনই অতিথিসেবায় উপেক্ষা করিও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিবে। বলিতে কি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। আমি মনে করিয়াছি সর্ব্বদা এই ব্রত অনুষ্ঠান করিব। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা পূজ্য আর নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিতচিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি, বা না থাকি, যদি আমি তোমার গ্রাহ্য হই, তাহা হইলে, তুমি কখনই অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলি হস্ত মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, কান্ত! আপনি যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিবেন, তাহা কদাচ আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। এদিকে মৃত্যু সুদর্শনকে পরাজয় করিবার বাসনায় রন্ধ্রান্বেষী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন পাবকতনয় কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আবাসে সমাগত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধন করত কহিলেন, বরবর্ণিনি! আমি অদ্য তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি তোমার গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে একান্ত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যথাবিধি সেবা কর।

রাজনন্দিনী ওঘবতী অতিথি ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বেদবিধানানুসারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; এবং তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রয়োজন কি? আপনাকে কি দিতে হইবে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজতনয়ে! তোমাকে আমার প্রয়োজন। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি নিঃশঙ্কমনে আত্ম-প্রদান পূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে যত্নবতী হও। অতিথি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাজনন্দিনী তাঁহাকে অন্যান্য নানাপ্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অতিথি তাঁহাকে ভিন্ন কিছু চাহিলেন না। তখন ওঘবতী আদি হইতে স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতভাবে ব্রাহ্মণের বাক্যে সম্মত হইলেন। অতিথিও হাস্য করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় মহাত্মা সুদর্শন কাষ্ঠ লইয়া স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন মৃত্যু ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া সহচরের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। পাবক তনয় নিজ আশ্রমে আসিয়া "কোথায় গমন করিলে" এই বলিয়া বারম্বার ওঘবতীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তখন তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বোধ করিয়া অতি লজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন কোন কোথা কহিলেন না। সুদর্শন পুনর্ব্বার স্বীয় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়তমা পত্নী কোথায় গমন করিল। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর আমার কিছুই নাই। সেই বিশুদ্ধহৃদয়া পতিপরায়ণা ওঘবতী কি জন্য আজি পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যমুখে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না?

কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অগ্নিতনয়! আপনি আমাকে এক জন ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হউন। আমি অতিথিরূপে আপনার আবাসে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ বাক্যনীয় দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ইঁহার সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তদনুসারে আমার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; একণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন।

একণে সুদর্শন ব্রতভঙ্গ করিলেই উঁহাকে সংহার করিব এই বিবেচনা করিয়া মৃত্যু লৌহমুষল সমুদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিতনয় কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। আপনি সুখস্বচ্ছন্দে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন; এ বিষয়ে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নহি। অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম; একণে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। অতিথি যে গৃহস্থের পূজা পাইয়া গমন করেন, শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন তাঁহার তদধিক পুণ্য নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, অতিথিকে স্বীয় প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমস্তই প্রদান করিব। আমি যাহা কহিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি স্বেচ্ছায় এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ জীবগণের শরীরমধ্যে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগের পাপপুণ্য সমুদায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, উহাঁরা আমার

রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন, নচেৎ এখনই আমাকে ভস্মসাৎ করুন। অনন্তর চারিদিক্ হইতে এইরূপ দৈববাণী হইতে লাগিল যে, একথা সমস্তই সত্য, কোনরূপে মিথ্যা হইবার নহে।

ঐ সময় সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় শরীরপ্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইয়া গম্ভীরস্বরে লোকত্রয় প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার চিত্তপরীক্ষার্থ এখানে আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সত্যনিষ্ঠ দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তুমি এই ব্রতপালন দ্বারা তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু প্রতিনিয়তই তোমার রন্ধ্র অন্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি ইনি ত্বদীয় অসামান্য ধৈর্য্যপ্রভাবে তোমার বশীভূত হইলেন। তোমার এই পতিব্রতা পত্নীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, এমন আর কেহই ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি তোমার গুণনিচয় ও স্বীয় পাতিব্রত্যধর্ম্মদ্বারা সর্ব্বদা পরিরক্ষিত হইতেছেন! ইহাঁর ব্রতভঙ্গ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতঃপর ইনি যাহা কহিবেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী কামিনী আপনার তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে পবিত্র করিবার জন্য ওঘবতী নদী নামে আবির্ভূতা হইবেন। ইহাঁর অর্দ্ধদেহ নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধদেহ তোমার অনুগামী হইবে। যে সকল লোকে গমন করিলে, পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেহে ইহাঁর সহিত সেই সমুদায় নিত্য লোক লাভ করিবে। তুমি গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার পত্নীও সতত তোমার সেবা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব তুমি ও তোমার পত্নী উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূত-ময় লোক সমুদায় লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম অগ্নিতনয় সুদর্শনকে এই কথা কহিলে পর, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সহস্র শুক্লবর্ণ অশ্বযোজিত রথ লইয়া অবিলম্বে তথায় উপনীত হইলেন। এবং সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নীকে ঐ রথবরে আরোপিত করিয়া সুরপুরে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে হুতাশনপুত্র সুদর্শন অতিথিসেবাদ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু আত্মা, লোকসকল, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, চিত্ত, আকাশ, কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি

বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের মঙ্গলচিন্তা করেন, তাহা হইলে, উহা নিঃসন্দেহ শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি কোন গৃহস্থ সদাচার অতিথিকে সদাচার দেখিয়া যথাবিধানে সৎকার না করে, তাহা হইলে, সেই অতিথি তাহাকে স্বীয় পাপ সমুদায় প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া গমন করেন। হে ধর্ম্মরাজ! গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা এই বর্ণন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক; যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যলাভের বাসনা করেন, তিনি এই উপাখ্যান হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই সুদর্শনচরিত প্রতিদিন কীর্ত্তন করিলে, অতি পবিত্রলোক লাভ হয়।

—•*•—

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণত্বলাভে অধিকারী হইতে না পারেন, তবে ক্ষত্রিয়বংশসমুৎপন্ন মহামতি বিশ্বামিত্র কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্বলাভে সমর্থ হইলেন, তাহা বিশেষ করিয়া শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অমিতপরাক্রম মহামতি বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে মহাতপা বশিষ্ঠের শত পুত্রের যুগপৎ প্রাণ সংহার এবং ক্রোধভরে কালান্তক যমতুল্য বহুসংখ্যক রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহাঁ হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুল বিশুদ্ধ কুশিক বংশ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঋচীকতনয় মহর্ষি শুনঃশেফ রাজা অম্বরীষের যজ্ঞে বধার্হ বলিয়া পরিগণিত হইলে, ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎ পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উহাঁর অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষাকুবংশসম্ভূত রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করত অধোবদনে অবস্থান করিলে, ঐ কুশিকবংশচূড়ামণি মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সুরগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত পবিত্র কৌষিকী নদী উহাঁরই তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সুন্দরী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার বাসনায় তদীয় তপোবনে আগমন করিয়া তাঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে ঐ

মহাত্মার ভয়ে মহাতপা বশিষ্ঠ আপনাকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া এক নদী মধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎকাল পরে পাশমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মহামতি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করিলে, তিনি প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশাবতংস মহাত্মা উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণমধ্যে তারারূপে শোভমান হইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যৎপরোনাস্তি কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি। এই প্রভাব ক্ষত্রিয়ের স্বয়ং জাত কি না? ঐ মহানুভব দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন? মতঙ্গ শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশেষরূপ যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণত্বলাভে অধিকারী হন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্র কি প্রকারে উহা লাভ করিলেন, তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা বিশ্বামিত্র যে প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতবংশে আজমীঢ়নামক এক ধার্ম্মিক যজ্ঞনিরত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে এক গুণবান্ পুত্র জন্মে। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবলশালী বলাকাশ্বের উৎপত্তি হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রসমপ্রভ মহারাজ কুশিক ঐ বল্লভের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করেন। কুশিকের আত্মজ শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তানকামনায় বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই বনবাস সময়ে তাঁহার সত্যবতীনাম্নী এক অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। ঐ মহর্ষি চ্যবনের পুত্র তপোনিষ্ঠ ঋচীক গাধির সমীপে সত্যবতীর পাণিগ্রহণার্থ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু গাধি রাজ ঋচীককে দরিদ্রবোধ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। তপঃপরায়ণ ঋচীক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে

উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে শুল্কপ্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যাপ্রদানে সমর্থ হই। তখন মহাত্মা ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমায় তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র বল। মহারাজ গাধি কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমারে চন্দ্রাংশুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেই, আমি আপনাকে কন্যাপ্রদান করিব।

মহারাজ গাধির এইরূপ বাক্যাবসানে, মহাত্মা ঋচীক অবিলম্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া জলেশ্বর বরুণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, হে জলাধিপতে! আমি আপনার নিকট চন্দ্রাংশুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। মহাত্মা ঋচীক এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ভগবান বরুন তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! তুমি যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেখান হইতেই ঐ প্রকার সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে। তখন ঋচীক জলেশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কান্যকুব্জের নিকটবর্ত্তী জাহ্নবীতীরে গমন পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই স্থান হইতে অশ্ব সমস্ত উত্থিত হউক। তিনি এইরূপ চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমুদায় অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া গাধির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। গাধিরাজ তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও শাপভয়ে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া স্বীয় কন্যাকে নানাবিধ ভূষণে বিভূষিতা করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক ও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী ঋচীককে পতিত্বে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর আচার ব্যবহার দর্শনে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব, বর প্রার্থনা কর। তখন সত্যবতী মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্যশ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার পতি আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই বর প্রদান

করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। (১) সত্যবতী জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রতপদসঞ্চারে পতিসমীপে গমন পূর্ব্বক মাতার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর বাক্য শ্রবণ করত কহিলেন, অয়ি-প্রিয়ে! তোমার মাতা আমার কৃপায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। আমি তোমার প্রণয় অন্যথা করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণশালী শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার মাতাকে ঋতুস্নানের পর অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তোমাকে ঋতুস্নাতা হইয়া উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি এই দুইটি চরু মন্ত্রপূত করিয়া প্রদান করিতেছি; এই দুইটি তোমাকে ও তোমার জননীকে ভোজন করিতে হইবে। তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে। মহর্ষি এই কথা বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটি ভোজন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তখন সত্যবতী পরম প্রীতা হইয়া মাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, জননি! মহাতপা ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে দুইটি ভোজন এবং ঋতুস্নানের পর তোমাকে অশ্বত্থ ও আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে।

গাধিরাজমহিষী কন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার আমাকে সর্ব্বাগ্রে পূজা করা উচিত; অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তোমার ভর্ত্তা যে, এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটী আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটী তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর। আর মহর্ষি তোমাকে যে বৃক্ষটী আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যে বৃক্ষটি আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেই বৃক্ষটি আলিঙ্গন করিও। আমি তোমার জননী; যদি আমাকে মান্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা

(১) সিংহ মহাশয় এস্থলে মূলের অনেক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মূল যথা—

"ন গতিঃ কর্ম্মণাংশক্যা বেত্তুমীশস্যতত্ত্বতঃ।
হিরণ্যগর্ভপ্রমুখাঃ দেবাঃ সেন্দ্রা মরুদগণাঃ॥
ন বিদুর্য্যস্য ভবন মাদিত্যাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
স কথং নরমাত্রেণ শক্যো জ্ঞাতুং সতাং গতিঃ॥

হইলে আমি যেরূপ বলিতেছি কর। নিজের পুত্র উৎকৃষ্ট হউক্ ইহা সকলেরই ইচ্ছা। তোমার ভর্ত্তাও নিঃসন্দেহ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভোজন ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে নিশ্চয়ই সংকল্প করিতেছি। তুমিও চিন্তা কর।

তদনন্তর গাধিরাজমহিষী ও তাঁহার কন্যা সত্যবতী উভয়ে চরুর বিপর্য্যাস করিয়া ভোজন এবং বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তাঁহাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। তৎপরে এক দিন তপঃপরায়ণ ঋচীক স্বীয় ভার্য্যার গর্ভলক্ষণ সন্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময়ে তোমার গর্ভে বিশ্বব্যাপী ও তোমার ব্রহ্মতেজ মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয়তেজ সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার জননীর গর্ভে এক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ এবং তোমার গর্ভে এক উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার উৎপন্ন হইবে। যাহা হউক, তুমি মাতার প্রতি স্নেহবশতঃ চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উত্তম কর্ম্ম কর নাই।

পতিপ্রাণা সত্যবতী মহর্ষি ঋচীকের ঐ কথা শ্রবণ করিবামাত্র দুঃখে নিতান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় হঠাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ভর্ত্তৃচরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যেন, আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ সন্তান উৎপন্ন না হয়; বরং আমার পৌত্র যদি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয়, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। তখন মহর্ষি ঋচীক তাহাই হউক বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন। অনন্তর যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজমহিষী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্ত মহাত্মা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিপ্র বংশপরিবর্দ্ধক, তপঃপরায়ণ, বেদবিশারদ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান্ মধুচ্ছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচি, বজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্ষোগ্রীব, বহুনেত্রসম্পন্ন আঙ্ঘ্রিক, শিলাযূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন

অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহ্বণ, আসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরালি, নাচিক, চাম্পের, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভি, ঊর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদি প্রভৃতি মহানুভবগণ বিশ্বামিত্রের পুত্র। উঁহারা সকলেই বেদবিশারদ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল মহাতপা ঋচীকের প্রসাদে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মুনিবর বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর যে সকল বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, বল, আমি তৎসমস্ত দূরীভূত করিব।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আমি অহিংসাধর্ম্ম ও ভক্তিমান্‌দিগের গুণ শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি উহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই স্থলে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষাক্ত বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিদূরস্থিত একটি মৃগকে লক্ষ্য করত স্বীয় বিষলিপ্ত বাণে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু সেই বাণ দৈববশতঃ মৃগের উপর পতিত না হইয়া এক বৃহৎ বৃক্ষের উপর নিপতিত হইল। তখন ঐ বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে লাগিল এবং উহার ফল পত্র সমুদায় ক্রমে ধরাতলে পড়িয়া গেল।

ঐ তরুবরের কোটরে এক ধর্ম্মনিরত কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বহুকাল অবস্থিতি করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়প্রদ বৃক্ষকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহারে পরিত্যাগ না করিয়া অনাহারে তথায় বাস করত তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র বিহগবর শুকের অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়প্রদ বনস্পতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্য-

পশুযোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংসব্যবহার আছে! অথবা মনুষ্য-প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্গুণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। ভগবান্ সুরপতি এই প্রকার চিন্তা করত অবশেষে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া সেই শুকপক্ষীকে কহিলেন, পক্ষিরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে কি কারণে এই শুষ্ক তরু পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে বাস করিতেছ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন ধর্ম্মাত্মা শুক ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, সুররাজ! আমি স্বীয় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনাকে অবগত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র সেই পক্ষিবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করত তদীয় বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পক্ষিরাজ! এই কাননমধ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহাদের কোটরসকল সর্ব্বদা পত্রদ্বারা সমাবৃত আছে; অতএব তুমি কি কারণে ফলপল্লবশূন্য শুষ্ক বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছ? আমার বিবেচনায় এই মৃততুল্য শ্রীবিহীন ক্ষীণসার জীর্ণ তরু পরিত্যাগ করাই তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্মাত্মা শুক সুররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিল, দেবরাজ! দেবাজ্ঞা অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মিয়াছি, এই বৃক্ষেই আমি সদ্গুণ উপার্জ্জন করিয়াছি; এই বনস্পতি আমাকে শিশুর ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এখানে শত্রুরা আমাকে কখন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে আমি এই তরুবরের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া অনৃশংসভাবধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি জন্য আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন। সাধুগণের দয়ার ন্যায় প্রীতিপ্রদ পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত হইলে, দেবতারা আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে বলা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এতকাল জীবন ধারণ করিতেছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কি প্রকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

ভগবান্ পাকশাসন শুকমুখে এইরূপ অনৃশংসতাধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করত তাহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, সুররাজ! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, এই বনস্পতি অচিরাৎ পূর্ব্বের ন্যায় ফলপুষ্প দ্বারা পরিশোভিত হয়। তখন ভগবান্ শক্র মহানুভব শুকের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। তরুবরও পূর্ব্ববৎ মনোহর শাখা, পল্লব ও ফলে সমাকীর্ণ হইয়া অতি রমণীয় শোভা প্রাপ্ত হইল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই বৃক্ষকোটরে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতা ধর্ম্মপ্রভাবে ইন্দ্রালোক লাভ করিল। হে রাজন্! মহানুভব শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে যেরূপ বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তিমান্ সাধুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সকলেরই অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

—০*০—

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রই অবগত আছেন, অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে ব্রহ্মবশিষ্ঠসম্বাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? তখন প্রজাপতি কহিলেন, মহর্ষে! বীজভিন্ন কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজের ও বীজ হইতেই ফলের উৎপত্তি হয়। কৃষকগণ ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হয়, সেইরূপ মনুষ্যেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য স্থানে বীজ বপন করিলে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকারভিন্ন দৈব কদাচ সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতগণ পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল উৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মনুষ্যেরা যে শুভকার্য্যবলে সুখ এবং পাপকার্য্যপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে, ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়; কিন্তু কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে,কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। কার্য্যনিপুণ ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিদিগকে উহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। এই প্রকার প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে, সৌভাগ্য ও বিবিধ ধনরত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে, কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে, কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষ সকল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতা সমুদায় একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা শৌচ, ক্ষত্রিয়েরা পরাক্রম,বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবাদ্বারা সম্পত্তি লাভ করেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমশূন্য ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ কখনই সম্পল্লাভে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহার ফললাভ না হইত, তাহা হইলে, কেহই আর তাহার অনুষ্ঠান করিত না; সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতিসহবাসের ন্যায়, তাহার সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে, ইহলোকে নানাবিধ দুর্দশা উপস্থিত হয়, কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে, পরকালে অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষকারপ্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা অনায়াসে দৈবের অনুগামী হয়; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে দৈব স্বয়ং কদাচ কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান সকল অনিত্য, তখন দেবগণ যে কর্ম্মের অধীন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহলোকে দৈব সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত আপনার পরাভবাশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপা-

দন করে। দেবগণ মহর্ষিগণের তপস্যার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপঃপ্রভাবে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যদিও পুরুষকারকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে হেয়জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ হয়।

যাহাই উক্ত, কেবল দৈবের প্রতি নির্ভর করা কখনই বিধেয় নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আত্মাই মানবগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মনুষ্যদিগের সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। যাহার পুণ্যদ্বারা পাপ ও পাপদ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্যপাপের ফলভোগ করিতে হয় না। পুণ্যপ্রভাবে সমুদায় দেবলোক লাভ করা যায়। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া থাকে। দেখ, রাজা যযাতি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনরায় স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে ঐল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন কৌশলরাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপপ্রভাবে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অশ্বত্থামা ও পরশুরাম আপন আপন কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। মহারাজ বসু দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগবশতঃ রসাতলে গমন করিয়াছেন। বিরোচনপুত্র রাজা বলি বিষ্ণুর পুরুষকারপ্রভাবে দেবগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। রাজা জনমেজয় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে পাদপ্রহার করিতে উদ্যোগ ও বিপ্রপত্নীগণের জীবন বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানতাবশতঃ বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতে পারেন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামী গো প্রদান করিয়া কৃকলাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা ধুন্ধুমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবগণের বরগ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কদাচ দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপমতি জনগণের অধিকৃত হইয়াও অবিলম্বে উহাদিগকে পরিত্যাগ

করে। দৈব কখনই লোভমোহাক্রান্ত নরাধমগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। অল্পমাত্র অগ্নি যেরূপ বায়ুসহকারে অধিক হয়, তদ্রূপ দৈব পুরুষকারদ্বারা সংযুক্ত হইলে অবিলম্বে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তৈলক্ষয় হইলে, যেরূপ দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্মক্ষয় হইলে, দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা অনেক ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও স্ত্রী সমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সকল ভোগ করিতে পারে না; কিন্তু উদ্যোগপরায়ণ ব্যক্তিরা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে সমর্থ হন। দানশীল মহাত্মারা ধনবিহীন হইলেও দেবতারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবগণ মনুষ্যগণের বিবিধ রত্নবিভূষিত গৃহকেও শ্মশানভূমির ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন; সুতরাং দেবলোক নিঃসন্দেহ মনুষ্যলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথগামী হয়, দৈব পুরুষকারের সাহায্যভিন্ন কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্ত পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমস্ত ফল বর্ণন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে দেবলোক লাভ করে।

—•*•—

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যেরা যে সকল শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আপনি সেই সমুদায়ের ফল কীর্ত্তন করুন; আমি উহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা মহর্ষিগণের গোপনীয়। এক্ষণে দেহাবসানে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা আমি বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগব্যতিরেকে কর্ম্ম কখনই বিনষ্ট হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই

কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্যসাধনার্থ নেত্র ও চিত্তকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনার্থ মধুর বাক্য প্রয়োগ আর তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন দান করিলে, বিপুল ফল লাভ হইয়া থাকে। তিন হুতাশনের নিকটে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বস্ত্র ও আভরণ আর যোগাসক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে, নরপতির পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে, সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে, পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোবদনে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি সলিলে বাস করেন এবং যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করা পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংগ্রামে গমন ও সমরশয্যায় শয়ন করিলে, অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। দানদ্বারা ধন, মৌনাবলম্বনদ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যাদ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা জীবন এবং অহিংসাদ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফল মূল ভক্ষণ করেন, তাঁহাদিগের রাজ্য, যাঁহারা কেবল পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বত্রই সুখ লাভ হয়। কেবল শাক ভক্ষণ করিলে, গোধন, কেবল তৃণ ভক্ষণ করিলে, স্বর্গ, স্ত্রী পরিহার পূর্ব্বক প্রত্যহ তিনবার স্নান ও বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে, স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, উৎকৃষ্ট কুল লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ হইয়া জলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে, রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে, স্বর্গ লাভে অধিকারী হন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রতসাধনার্থে ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিলে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলে, দুঃখনাশ, ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। মূঢ়েরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না শরীর জীর্ণ হইবার নহে ও যাহা প্রাণনাশক রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেরূপ সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে স্বীয় প্রসূতির

নিকট গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ব হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমস্ত যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন তাহার চিকুরনিকর জীর্ণ ও দশন সকল শীর্ণ এবং কর্ণ ও নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষয়াভিলাষ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। পিতাকে প্রীত করিলে, ব্রহ্মার এবং মাতাকে প্রীত করিতে পারিলে, পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন করা হয়। উপাধ্যায়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে, ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটী বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সমুদায় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়, আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করে, তাহার সমুদায় কর্ম্মই বিফল হইয়া যায়।

মহামতি ভীষ্ম এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লমনে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ দক্ষিণাদানব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্রব্যতীত হোম করিলে, যে পাপ সংঘটিত হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে, নিশ্চয়ই সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। হে জনমেজয়! এই আমি মহামতি ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে শুভাশুভপ্রাপ্তিবিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

—০*০—

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

মহানুভব ভীষ্ম এই প্রকার ধর্ম্মসঙ্গত কথা কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে কে পূজনীয়? আপনি কাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন? কে আপনার প্রিয়তর? এবং বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, কাহার প্রতি আপনার চিত্ত ধাবমান হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাঁহারা তপস্যা ও স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অনায়াসে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই পরম প্রিয়তর বিবে-

চনা করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মধুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতিসুখাবহ শুভজনক বাক্য সভামধ্যে রাজার সমক্ষেই সমুচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সকল গুণবান্ ব্যক্তিগণকেও প্রিয়তর বিবেচনা করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রীতিসম্পাদনার্থ পবিত্রচিত্তে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রিয়পাত্র। সমরে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কিন্তু অসূয়াবিহীন হইয়া দান করাই কঠিন। এই জীবলোকে মহাবলবিক্রমশালী অসংখ্য বীর বিদ্যমান আছেন; কিন্তু তন্মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! শমসংযুক্ত ধর্ম্মনিরত তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা কি বলিব, আমি যদি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনারে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম! অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক আর কি বলিব, আমি ব্রাহ্মণদিগকে যে প্রকার প্রিয়তর বিবেচনা করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য সহৃদ্গণকেও সেরূপ বিবেচনা করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ সান্তনু যে সমুদায় লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সমস্ত লোকপ্রাপ্তি হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্পই হউক বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজি শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমারে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে পরমপ্রীতি লাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস; এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্ত কালের জন্য পবিত্রলোক সমস্ত প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীলোকের যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষীয় আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকে পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন

পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে স্বীকার করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উহাঁদিগের আদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উহাঁদিগের অর্চ্চনা করিবে। বিশুদ্ধস্বভাব, সত্যবাদী, সাধুশীল, সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে রোষোদ্ধত পন্নগের ন্যায় নিরীক্ষণ করা বিধেয়। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ানক। তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহা হইলে অক্লেশে শত্রুবিনাশাদিবিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল ও তপোবল প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক গোসমূহকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেরূপ পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়। ৯।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! যে দুর্ম্মতিরা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, তাহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, প্রতিশ্রুত হইয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির পুত্রকামনার ন্যায় তাহার সমস্ত আশা নিষ্ফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞপ্রভৃতি যে সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই বিফল হইয়া যায়। শ্যামবর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদানব্যতিরেকে ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এক্ষণে আমি এই স্থলে শৃগালবানরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদিন এক শৃগাল শ্মশানমধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত শব ভোজন করিতেছিল। এক বানর তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হওয়াতে কহিল,

শৃগাল ! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানমধ্যে মৃতজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে ? শৃগাল কহিল, কপিবর ! আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান করি নাই, সেই নিমিত্ত আমাকে এই নিকৃষ্ট শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে। এক্ষণে তুমি কি কারণে বানরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা বল। বানর কহিল, শৃগাল ! আমি পূর্ব্বে লোভপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম; সেই নিমিত্তই আমারে বানরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না। তাহাদিগের সহিত বিবাদ ও করিবে না। যাহা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ তাহাদিবে।

হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে মনুষ্যজন্ম ঐ বানর ও শৃগাল উভয়ের পরস্পর সখ্যভাব ছিল। এক্ষণে উহারা স্ব স্ব কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ প্রতিনিয়ত আমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণকে সতত ক্ষমা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও তাঁহারে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্রে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে, ব্রাহ্মণ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠদহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে যুগপৎ ভস্মীভূত করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি সতত অপার আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সতত সর্ব্ববিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহার পুত্র, পৌত্র বন্ধু বান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পিতৃলোক ও দেবলোককে পরিতৃপ্ত করা হয়; অতএব ব্রাহ্মণগণকে দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণই দানের যোগ্যপাত্র। ব্রাহ্মণ, যে সময়েই হউক্ গৃহে আগমন

করিলে, তাঁহাকে অর্চ্চনা না করিয়া বিদায় করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

—০*০—

দশম অধ্যায়। ১০।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম। মনুষ্যেরা সততই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে, দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। অতএব উহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষিগণের নিকট এই বিষয়-সংক্রান্ত যাহা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কদাচ উচিত নহে। যে ব্যক্তি হীনকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি শাস্ত্রানুসারে অপরাধী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে হিমাচলপার্শ্বস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসমীপে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানবিভূষিত, বিবিধ তরুলতাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য্যানলসদৃশ তেজস্বী নিয়মব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্ব্বক সতত বেদপাঠ করিতেন। একদিন এক পরম দয়ালু শূদ্র ঐ আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন দেবতুল্য ও অসামান্য তেজঃসম্পন্ন সন্দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি শূদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস! শূদ্রজাতি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অধিকারী হইতে পারে না। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি এইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভে সমর্থ হইবে। শূদ্র কুলপতির এই কথা শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেই আমার অভিলাষ হইয়াছে। অতঃপর

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিছুদিন বিবেচনা করিয়া দেখি, পরে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করা যাইবে। ধর্ম্মনিরত শূদ্র এইপ্রকার স্থির করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন। আর স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া অনেক কাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবগণের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিগণের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে বহুদিবস অতিক্রান্ত হইলে, এক দিন এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে আগমন করিলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার বিধানানুসারে সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তিদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির অতিশয় সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তখন তিনি দিন দিন উহাঁর আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন।

একদিন শূদ্র সেই মহর্ষিকে কহিলেন, তপোধন! পিতৃকার্য্য করিতে আমার বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনাকে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন মহর্ষি শূদ্রের এইরূপ অনুরোধে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদপ্রক্ষালনার্থ সলিল প্রদান পূর্ব্বক ওষধি,দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন করিলেন এবং পরে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেখিয়া শূদ্রকে কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্র উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘাদি সংস্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় বহুকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। আর সেই মহর্ষিও যথাসময়ে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিত কুলে সমুৎপন্ন হইলেন।

এই প্রকারে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে অন্ন পরিগ্রহ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বেদ সমুদায়, কল্পপ্রয়োগ জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করিলে, প্রজাবর্গ একত্র সমবেত হইয়া রাজ-কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজপুত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পৌরহিত্যে বৃত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে রাজার দৃষ্টিগোচর হইলেই নৃপতি হা! হা! শব্দে হাস্য করিয়া উঠিতেন।

এইরূপে নরপতি বারম্বার হাস্য করাতে পুরোহিতের অন্তঃকরণে ক্রোধসঞ্চার হইল। তখন তিনি একদিন রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ-কার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, যদি আপনি সরলভাবে উহা আমার নিকট ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি। রাজা কহিলেন, মহাত্মন্! এক বিষয়ের কথা কি, আপনি যে যে বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মানবশতঃ আপনার নিকট কিছুই আমার অবক্তব্য নাই। পুরোহিত কহিলেন, রাজন্! কেবল একটী বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার করুন যে, আপনি আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না।

ভূপতি ব্রাহ্মণের ঐ রূপ বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্যবিষয় জ্ঞাত থাকি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই প্রকাশ করিব। তখন পুরোহিত কহিলেন, রাজন্! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করত হাস্য করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব ঐ বিষয়ের গূঢ় মর্ম্ম সরলভাবে আমার সমীপে ব্যক্ত করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; একণে তাহার অন্যথা করিবেন না।

নরপতি কহিলেন; ব্রহ্মন্! আমি আপনার যে প্রকার আগ্রহ দেখি-

তেছি; তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট ব্যক্ত করা আমার উচিত। একণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত আমার বিদিত আছে। পূর্ব্বজন্মে আমি তপোনিরত শূদ্র ছিলাম। আর আপনি উগ্রতর-তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন আপনি ইহজন্মে পুরোহিত হইয়াছেন; আর আমি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা? আপনি আমারে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণে আপনাকে দর্শন করিবামাত্র হাস্য করিয়া উঠি। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম; আর আপনি ঋষি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে একমাত্র উপদেশ প্রদাননিবন্ধন আপনার তাদৃশ ঘোরতর তপস্যা যে, একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, আপনি একণে পৌরহিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট জন্মলাভের সবিশেষ চেষ্টা করুন। আর আপনাকে যেন, ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। একণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

দ্বিজবর ভূপতির এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মণগণকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান এবং তাঁহাদের অনুমতিক্রমে কঠোর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বহুতর তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য বিবিধ ধন দান করিয়া পবিত্রতা লাভ করিলেন এবং অবশেষে স্বীয় আশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা আশ্রমবাসিগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধ হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এই প্রকার ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল; অতএব নিকৃষ্ট জাতিকে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণের কখনই উচিত নহে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে উপদেশ প্রদান করিলে, কদাচ দোষভাগী হন না;

কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম; পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে পারে না। ঋষিগণ, পাছে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, এই ভয়ে বাঙনিষ্পত্তি-পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্য-সরলতাদি গুণবিষ্ট হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগদ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কখনই উচিত নহে! কেন না, উপদিষ্ট ব্যক্তি দৈবাৎ যদি উপ-দেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপ-দেষ্টাকে সেই পাপে নিপতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ জনগণের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ধন লোভের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেই রূপ উপদেশ দেওয়াই উচিত। নিকৃষ্ট জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে, মহাকষ্টে নিপতিত হইতে হয়; অতএব নিকৃষ্ট জাতিকে উপদেশ দেওয়া কোন-মতেই উচিত নহে। এই আমি তোমার সমীপে তোমার প্রশ্নানুযায়ী কথা কীর্ত্তন করিলাম।

—০✱০—

একাদশ অধ্যায়। ১১।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! লক্ষ্মী কি প্রকার স্ত্রী ও কি প্রকার পুরুষের নিকট অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! একদিন পরম রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মী নারায়ণের উৎসঙ্গে বসিয়া আছেন; তদ্দর্শনে কন্দর্পজননী রুক্মিণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিভুবনেশ্বরি! তুমি কোন কোন স্থানে ও কি প্রকার ব্যক্তির নিকটে অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে বর্ণন কর।

তখন চন্দ্রাননা লক্ষ্মী নারায়ণের সমক্ষে রুক্মিণীকে মৃদু মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! যাহারা প্রত্যুৎপন্নমতি কার্য্যনিপুণ, ক্রোধ-বিহীন, দেবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত, আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়প্রকৃতি, কপট এবং বলবীর্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশশূন্য, যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই,

যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থপ্রাপ্ত হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সকল ক্ষুদ্রচেতা জনগণের নিকট কদাচ অবস্থান করি না। আমি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ বৃদ্ধসেবাসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকটেই অবস্থিত থাকি। যে নারীগণ গৃহের উপকরণ সমুদায় নানাদিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, যাহাদিগের কার্য্যানুষ্ঠানকালে কিছুই বিবেচনা থাকে না, যাহারা সর্ব্বদা ভর্ত্তার প্রতিকূলবাক্য প্রয়োগ করে, পরগৃহে অবস্থান করিতে যাহাদিগের একান্ত বাসনা, যাহারা অতিশয় অভীরু নির্লজ্জ, নির্দ্দয়, অপবিত্র, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। যে নারীগণ ভর্ত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যান, কন্যা, অলঙ্কার, যাগযজ্ঞ, জলযুক্ত জলদ, বিকসিত কমলকানন, শরৎকালীন তারকামণ্ডল, গজ, গোষ্ঠ, আসন, প্রফুল্লপদ্মসমাকীর্ণ সরোবর, হংসবকাদির স্বরনিনাদিত বৃক্ষবিরাজিত হস্তিহস্তালোড়িত সিদ্ধতাপসনিষেবিত নদী, মত্তমাতঙ্গ, বৃষভ নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালনতৎপর ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, শুশ্রূষানিরত শূদ্র আমার বাসস্থান। যে ভবনে প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, সেই ভবন আমার কখনই পরিত্যজ্য নহে। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার; এই কারণে আমি একান্ত চিত্তে অভিন্নদেহে উঁহার কলেবরে অবস্থান করিয়া থাকি। নারায়ণব্যতীত আর কোন স্থানেই আমি সশরীরে অবস্থান করি না। আমি দয়া করিয়া যাহার নিকট অবস্থান করিয়া থাকি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সহবাসসময়ে ঐ উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর স্পর্শসুখ অনুভব করে ইহাতে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই বিষয়ে ভঙ্গাস্বন নৃপতির পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভঙ্গাস্বননামক এক ধর্ম্মশীল ভূপতি ছিলেন। তাঁহার সন্তান সমুৎপন্ন হয় নাই; তন্নিবন্ধন তিনি ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার এক শত পুত্র জন্মে। দেবরাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্রলাভ বাসনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া সতত তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না।

কিছুকাল অতীত হইলে, এক দিন মহারাজ ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার মানসে স্বীয় রাজধানী হইতে বিনির্গত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্রও "এই প্রকৃত অবসর" বিবেচনা করিয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত পরিশেষে এক সলিলপূর্ণ অতিমনোহর সরোবর দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সরোবর দেখিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে তুরঙ্গকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তৎপরে স্বয়ং সেই সরোবরজলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হইল। তখন তিনি স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমার অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রভাবে একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আমি তাহাদিগের নিকট গিয়া কি বলিব এবং আমার পত্নী, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিনটি এবং পুরুষের ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটি প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্বনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণলাভ হইয়াছে; অতএব আমি কি প্রকারে পুরুষের ন্যায় অশ্বারোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন এইরূপ চিন্তা করত সরোবর হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং বহুযত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও

নগরবাসীরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিস্মিত দেখিয়া কহিলেন, আমি অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গমন পূর্ব্বক মোহবশতঃ এক নিবিড় কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তথায় আমার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া যায়। যখন আমি একাকী অশ্বারোহণে শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করত হংসসারসগণসমাকীর্ণ অতি মনোহর এক সরোবর দেখিতে পাইলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশও স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন এই কথা বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ স্বীয় নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ! এক্ষণে তোমরা পরস্পর সৌভ্রাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে গমন করিব।

স্ত্রীরূপী মহারাজ ভঙ্গাস্বন আত্মজগণকে এই বলিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন এবং তথায় এক তাপসের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে, ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার এক শত পুত্র সমুৎপন্ন হইল। সেই সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদা ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন আত্মজগণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা আমার পুরুষাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বন করত এই রাজ্য উপভোগ কর।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে, তাঁহার পূর্ব্বতনয়গণ তাঁহার বাক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনে স্ত্রীত্ববিধান করিয়া উহার অপকার করি নাই, প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইল। পুরন্দর এইরূপ অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরেরা একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোর-

তর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা এক শত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে, তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈতৃক রাজ্যে অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষই বিনষ্ট হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম; সেই অবস্থায় আমার ঔরসে একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদা আমি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সরোবর অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ এইরূপ অসম্ভব নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক এই তপোবন আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পুরাতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছি।

ভঙ্গাস্বন করুণবাক্যে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে পরুষবাক্যে

কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। পূর্ব্বে তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমাকে যার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন; আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থার ঔরসপুত্রগণ ও এখনকার গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে কোন্‌গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না; এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই। দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বন

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আমি আর পুরুষত্বলাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করিতেছি। সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্বলাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

—০-০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে, উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ; অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন, এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ; এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও দেববাক্যে অশ্রদ্ধা, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়। ফলতঃ ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

—০::০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন; এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিৎ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতনাথ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব তুমি তাহা উঁহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাসপ্রভৃতি মহানুভব মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, হে শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ যাঁহার কার্য্যগতি জানেন না এবং আদিত্যগণ যাঁহার অধিষ্ঠান অবগত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য মাত্রই কিরূপে উহা সর্ব্বপ্রকারে অবগত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরবিনাশী ভগবান যজ্ঞপতির যৎকিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া বিশুদ্ধচিত্তে আচমন পূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল অবলম্বন করিয়া যে প্রকারে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে আপনাদিগের নিকট তাহা নিবেদন করিয়া, পরে তাঁহার নাম সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শাম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শন করত পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি অচিরাৎ আমাকে একটী মহাবল পরাক্রান্ত আপনার সদৃশ গুণশালী পরম সুন্দর পুত্র প্রদান করুন। লোকত্রয়মধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি মনে করিলে, নূতন লোক সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। আপনি পূর্ব্বে যে প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চীর্ণ হইয়া ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ সুচারু চারুবেশ, যশোধর চারুশ্রবা চারুযশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপে আমাকে ও একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে।

আমি এইরূপে জাম্ববতী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! আমি ত্বদীয় বাক্যানুসারে ভগবান্ মহেশ্বরের আরাধনার্থ গমন করিলাম; তুমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি কর। জাম্ববতী কহিলেন, গমন করুন আপনার জয় ও মঙ্গল হউক। ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, নদী ও দেবগণ আপনার বাসনা পূর্ণ করুন্ এবং ক্ষেত্র, ওষধি অগ্নি, বেদ, ঋষি, পৃথিবী, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো চন্দ্রসূর্য্য, হরি সাবিত্রী ব্রহ্মবিদ্যা ঋতু, বৎসর ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগ সমুদয় আপনাকে শান্ত্র রক্ষা ও আপনার সুখ বিধান করিবেন আপনি যাদব সাবধান হইয়া নির্ভয়ে যাত্রা করুন। আপনি কোন স্থানে কোনপ্রকার বিপদে পতিত হইবেন না।

রাজতনয়া জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে, আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলাম। তদনন্তর আমি গদ ও বলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে তপ-

স্যার ফল প্রাপ্ত হও। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। সে আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইল। তখন তাহাকে বিদায় দিলাম। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অত্যাশ্চর্য্য ভাব সমুদায় দর্শন করিতে করিতে ব্যাঘ্রপাদনন্দন মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম অবলোকন করিলাম। সেই আশ্রম নিরন্তর বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও বেদগণে পরিপূরিত, এবং ধব, অর্জ্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল, বট, বরুণ, বৎসনাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, মাধবীলতা, মধুক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য বহুবিধ বন্য বৃক্ষে সমাকীর্ণ। উহার কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোনস্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়স্বরূপ বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য সরোবরে, এবং কোন স্থান বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। বৃক, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপী, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধস্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও মাতঙ্গগণ্ড স্খলিত মদগন্ধে সুবাসিত এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সুমধুর সংগীতে পূর্ণ হইয়া অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নির্ঝরনিকরের ঝঝররব, মাতঙ্গসংঘের বৃংহিত শব্দ, কিন্নরগণের সুমধুর ধ্বনি, ও সামবেদজ্ঞদিগের মনোহর বেদধ্বনি দ্বারা ঐ আশ্রম সতত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পবিত্রসলিলা জাহ্নবী উহাতে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্মবল্কলধারী হুতাশনসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ বাতাহারী, অম্বুশায়ী, জপ্যনিত্য, সংপ্রক্ষাল, ধ্যাননিত্য, ধূমপায়ী, উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচারী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচি, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থ ফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত সেই আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ নিরন্তর উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন; এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ অহিকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগগণের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গবিশারদ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমপদের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জটাজুটমণ্ডিত চীরধারী তপঃপরায়ণ তেজঃপ্রদীপ্ত-

কলেবর শিষ্যগণপরিবৃত শান্তস্বভাব যুবা উপমন্যুকে অবলোকন করিয়া অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে দর্শন করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে, আমার পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে, আমাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছ, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ নির্ব্বিঘ্নে আছে ত? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের কুশল ত?

আমি এইরূপ কুশল প্রশ্ন করিলে, মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অচিরাৎ স্বীয় অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ শূলপাণি দেবী পার্ব্বতীর সহিত সতত বিহার করিয়া থাকেন। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর লাভ করিয়াছেন। তিনি তেজ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাব সমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহার করত দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থিতি করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে দেবরাজ পুরন্দরের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শন চক্র ও দেবরাজের ভীষণ বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরসংহারার্থই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনসদৃশ নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেবভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসামান্যতেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকে বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে শত বজ্রও অস্ত্রব্যথা জন্মাইতে পারে নাই।

দেবগণ ঐ দুর্দান্ত দানব কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ-প্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। তাঁহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি মহাদেবের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের সন্তোষসাধনার্থ শত বৎসরেরও অধিক কাল স্বীয় দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তিদর্শনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপকারসাধন করিব, প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার অত্যা-শ্চর্য্য যোগবল এবং চিরস্থায়ী শরীরবল হউক্। তখন ভগবান্ শূলপাণি তাহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভার্থ তিন শত বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। দেবগণ কহিয়া থাকেন যোগে-শ্বর পরম ধার্ম্মিক যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই অতুল যশোলাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বালখিল্য গণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহারা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহেশ্বর বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা তপোবলে এক পক্ষীন্দ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে। সে দেবরাজকে পরাজিত করিয়া অমৃত আহরণ করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাদেবের ক্রোধপ্রভাবে সলিল সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছিল। তদ্দর্শনে দেবগণ ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে "আর আমি ভর্ত্তার বশীভূত হইব না "এই স্থির করিয়া ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন

করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার তাদৃশী ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট সমাগমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরপ্রভাবে স্বামিসহবাসভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত হইয়া অভিলষিত খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে। মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন! জিতেন্দ্রিয় সাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবের আরাধনা করিলে, তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণদ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে, এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণি নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ভক্তি-সহকারে মহাদেবের আরাধনা করাতে দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, নারদ! ইহলোকে তোমার সদৃশ তেজস্বী, ও যশস্বী আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি নিরন্তর গীত বাদ্যদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।

হে কেশব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যে প্রকারে মহাদেবকে দর্শন ও তাঁহার নিকট যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তোমার নিকট সেই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি মদীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। উহা দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাবপ্রযুক্ত আমার দুগ্ধপানের অভিলাষ হইল। তখন আমি ধৌম্যের সহিত জননীসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব। আমি ঐ কথা কহিলে, জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞোপলক্ষে

পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে, উহার আস্বাদ বিলক্ষণ বিদিত ছিলাম, সুতরাং সেই জননীর প্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম, মাতঃ! আপনি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, ইহা ত দুগ্ধ নয়। আমি এই-রূপ কহিলে, জননী দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবনযাপন করিয়া থাকি। বাল-খিল্যপ্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রামবাসীদিগের ন্যায় আহারসুখ অনুভব করেন না; ইহাঁরা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই জীবন যাপন করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও তপশ্চরণ করাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনা-য়াসে অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! মহাদেব কে? তিনি কি প্রকারে প্রসন্ন হন? কোন্ স্থানে অবস্থান করেন? কি রূপে তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারা যায়? কি রূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সন্তোষ-লাভ হয়? তাঁহার রূপ কি প্রকার? কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যায়। তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললো-চনে কাতরবচনে আমাকে কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ সেই দুরারাধ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুর্লক্ষ ভগবান্ দেবাদিদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বহুপ্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ব্বে যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, সেই সমস্ত কেহই সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ নহে। সেই সর্ব্বান্তর্যামি বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সকল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ

ব্রাহ্মণগণের প্রতি দয়া করিয়া সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলুক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বা বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত এবং অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন গাত্রে ভস্ম মাখেন, কখন চন্দ্র সূর্য্যের ভূষণ করেন। কখন ঋষি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণ গণের রূপ ধারণ করেন। সেই সর্ব্বভূতাত্মক সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ববাদী, ভগবান্ শূলপাণি এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেকে অবস্থিতি করিতেছেন। পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ এবং অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি তাহা নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গলাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ানিরত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীতধারী হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন মত্ত বা উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ, জৃম্ভণপরিত্যাগ ও রোদন করেন; কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোচনদ্বারা প্রাণি-গণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে থাকেন। কখন বা জাগরিত থাকেন; কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন, কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে অনুরক্ত হন। কখন বেদি, যুপ, কাষ্ঠ ও অনলমধ্যে অবস্থিতি করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ,

কখন বা যুবারূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীললোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ, কখন বা বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদ্যরূপী নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইলেও সর্ব্বাচ্ছাদক নামে উক্ত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগরূপী মহাত্মা মহাদেব প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবনরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই ত্রিনেত্র পঞ্চানন কখন বাদ্যকর, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, কখন বা বহুবক্ত্র হন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তদগতচিত্ত হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; অবশ্যই অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

মাতৃসমীপে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তি উৎপন্ন হইল। তখন আমি তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে দেবমানের শতবৎসর কাল বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর ও ফলমাত্র ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। এইরূপে একশত বৎসর অতীত হইলে, পুনরায় এক শত বৎসর জলপায়ী এবং তদনন্তর সপ্তশত বৎসর পবনাশন হইয়া সেই দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ত্রিলোকপতি মহাদেব প্রসন্ন ও পরম পরিতুষ্ট হইলেন; এবং আমি তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিতকর্ণ, চতুর্দ্দন্ত মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তিনি আমার সম্মুখীন হইলে, তখন তাঁহার কলেবর হইতে তেজঃপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজমণ্ডলে কেয়ূরালঙ্কার পরম শোভা বিস্তার করিতেছিল। অপ্সরোগণ তদীয় শিরোভাগে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে মধুরস্বরে গান করিতেছিল।

অনন্তর তিনি আমার সম্মুখে সমাগত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি এক্ষণে স্বীয় অভিমত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি সেই মহেন্দ্ররূপধারী মহাদেবের বাক্যে তাদৃশ পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবরাজ! আমি নিশ্চয়

বলিতেছি যে, আমি মহাদেবভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের বাসনা করি না। একমাত্র মহেশ্বরের বাক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতার বাক্যে সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখাসুসম্পন্ন বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু অন্য কোন দেবের বরপ্রভাবে ত্রিলোকের একাধিপত্যও প্রার্থনা করি না। মহাদেবের প্রতি দৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন হইয়া যদি আমাকে চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, বরং তাহাও শ্রেয়; কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া আমার স্বর্গলাভও শ্রেয়োজনক নহে। যাহাদিগের সুরাসুরগুরু বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি নাই, জল বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও, তাহাদিগের দুঃখহ্রাসের সম্ভাবনা কি? কিন্তু যাঁহারা একমাত্র শঙ্করের চরণ স্মরণ করিয়া সর্ব্বকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মা পুরুষগণের নিকট অন্য কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত অন্য কথার উল্লেখ করাও নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত শঙ্করের প্রতিই ভক্তিমান্ হওয়া নিতান্ত বিধেয়। একমাত্র মহাদেবে দৃঢ় ভক্তি থাকিলেই সংসারভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহাদেব যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন না হন, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের কখনই এক দিবস, অর্দ্ধদিবস, এক মুহূর্ত্ত, এক ক্ষণ এক লবের জন্যও হরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। ফলতঃ হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যাবৎ ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি তাবৎ জন্ম মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখ সম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে এই ভবভূমিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে ভগবান্ শঙ্করের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমন্যো! তুমি অন্যান্য দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র মহাদেবের নিকটেই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ, অতএব

জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেবই যে সকল কল্পনার কারণ ও সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, মহেন্দ্র! ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, এক অথচ বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াই তাঁহার নিকটেই বর প্রার্থনা করিতেছি। তিনিই এক-মাত্র আদ্যন্তবর্জ্জিত ও মধ্যরহিত। তিনিই অচিন্তনীয় জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতেই নিত্যসিদ্ধ অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য সমুদিত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ং কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, তথাপি সমস্ত বীজের সৃজন করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির অতীত, জ্যোতিঃস্বরূপ ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের অবিষয়ীভূত। তিনি পরিজ্ঞাত হইলে শোক তাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক, অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ। হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপিত হয় না। তিনি মোক্ষপ্রদ ও তত্ত্ববেত্তাগণের আরাধ্য। তিনি তোমারও আত্মা, সমস্ত সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবগণের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা সমুদায় ব্যাপ্ত করত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ফলতঃ তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, মন, বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বকে সৃজন করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভবানীপতিই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় সমুদয় ও ইন্দ্রিয়গণের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে পিতামহ পদ্মজ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উদাহৃত হন, তিনি ঐ মহা-ত্মাকেই আরাধনা করিয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক-মাত্র ঐ মহাত্মার বরপ্রভাবেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উৎকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ সেই ত্রিলোকনাথ পরাৎপর ব্যতিরেকে আর কেহই দানবগণের আধিপত্য মোচন করত শাসন করিতে সমর্থ নহেন। দিক্, কাল, অনিল, সলিল, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ সমস্তই সেই আদি-পুরুষ শঙ্কর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরা-সুরের উৎপত্তিবিনাশের একমাত্র কারণ। তিনি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বকামদাতা ও দৈত্যরাজ্যাপহারক। হে সুরেন্দ্র! তাঁহার মহিমার বিষয় অধিক আর কি কহিব, একমাত্র তাঁহারই অনুকম্পায় সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষি-গণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারই প্রসাদে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি

সমুদায় লোকের বাহ্যে ও অন্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যখন সেই শঙ্করের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তাঁহারা অন্য কোন ব্যক্তিকে শিবতুল্য দর্শন করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাগত হইতেন, সন্দেহ নাই। সেই অতুলপরাক্রম অমিততেজা অদ্বিতীয় মহাত্মা ভয়ঙ্কর সঙ্গরে দেব, যক্ষ ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে, পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাত কবচগণকে একবার বর প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হুতাশন মুখে অগ্রে তাহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃ প্রভাবে হেমময় অচলের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর ও অনঙ্গদর্পহারী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে কাহারই ঐশ্বর্য্য সুচিরস্থায়ী হয় না। তাঁহার অনুচর তাঁহার তুল্য বল লাভ করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ তিনি ব্যতিরেকে কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন, আর কেই বা তেজঃ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহা হইতে সমস্ত ওষধি উৎপন্ন হইতেছে। তিনিই সমুদায় ধনের ভাণ্ডার স্বরূপ। তিনি ব্যতিরেকে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকেন? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ও যোগিগণ জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই পরম পুরুষেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। আমি এই সকল কারণেই তাঁহাকেই বিশ্বের একমাত্র কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়ীভূত, সূক্ষ্ম স্থূল, উপমারহিত ও সগুণ এবং নির্গুণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি স্বরূপ। কি বিদ্যা; কি অবিদ্যা, কি কার্য্য, কি অকার্য্য, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম সমস্তই সেই দেবদেব হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। আমি সেই সনাতন ঈশ্বরেই সকলের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। সেই দেবাদিদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি মদীয় জননীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে,একমাত্র মহাদেবই সৃষ্টির একমাত্র কারণ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে,অবিলম্বে সেই রুদ্রদেবের শরণাগত হউন। ব্রহ্মাদিদেবগণ পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকভূমি তাঁহারই লিঙ্গবিনিঃসৃত বীর্য্য-

দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অসুরগণ তাঁহারই প্রসাদে পূর্ণকাম হইয়া তাঁহাকেই অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদ মধ্যে তাঁহারই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এই সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাঁহারই উপাসনা করিতেছি। যখন সমগ্র সুরলোক সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গার্চ্চনা করিতেছেন তখন একমাত্র তিনিই যে সকল কারণের কারণ ইহাতে আর কারণ নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক নাই। দেবগণ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের লিঙ্গ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও লিঙ্গপূজা করেন নাই ও করিতেছেন না, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু কি আপনি, কি অন্যান্য দেবগণ সকলেই যখন সেই একমাত্র মহেশ্বরের লিঙ্গই অর্চ্চনা-করিয়া থাকেন, তখন তিনিই যে সকল দেবের অগ্রগণ্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম, বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান থাকিতে ও প্রজারা যখন আপনাদিগের কাহারও চিহ্নে চিহ্নিত না হইয়া সেই হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনি চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, তখন যে তাহারা, সেই শঙ্করশঙ্করী হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সমুদ্ভূত হইয়া যোনিচিহ্ন ও পুরুষগণ মহেশ্বরের অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়া লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা উক্ত উভয় চিহ্নের মধ্যে একটী চিহ্নেও চিহ্নিত নহে তাহারা ক্লীব পদ বাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহলোকে স্ত্রীগণকে পার্ব্বতীর অংশভূত ও পুরুষগণকে শঙ্করাংশ সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে। ফলতঃ এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড হর ও পার্ব্বতীর দ্বারাই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবদেব হইতে কি উৎকৃষ্ট বর, কি নিধন আমার উভয়ই প্রার্থনীয়। ফলতঃ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই। অতএব হে মহেন্দ্র! এক্ষণে আপনার অবস্থান বা প্রস্থান, যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

আমি দেবরাজকে এইরূপ কহিয়া হায়! আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও তথাপি ভূতভাবন ভগবানের প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইলাম না। আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, সেই মহেন্দ্রবাহন ঐরাবত ক্ষণমধ্যে, হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণব সদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, মদরক্তনেত্র, বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, ঈষৎ বক্রাগ্র তীক্ষ্ণধার শৃঙ্গদ্বারা মেদিনী বিদারণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারে সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে।

মুখ; নাসা, কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার বিশালস্কন্ধদেশ ককুদ দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভগবান্ ভবানীপতি ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষারধবল গিরিসন্নিভ শুভ্র জলদজালসঙ্কাশ বৃষোপরি আরোহণ করত পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন। তদীয় দেহপ্রভা হইতে অনলরাশি বিনির্গত হইয়া সহস্র মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন করত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তখন সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড হুতাশন ভূতসংহারে সমুদ্যত হইয়াছেন। আমি ভগবান্ শঙ্করের সেই ত্রিলোকব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ তেজোরাশি অবলোকন করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয় ও চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই মহেশ্বর শঙ্করের মায়াপ্রভাবে সেই দিঙ্মণ্ডলব্যাপী তেজোরাশি একবারে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। তখন আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখিলাম যে, সেই ভগবান্ ভূতভাবন অষ্টাদশবাহুসম্পন্ন, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, শুভ্রধ্বজ, শুভ্র বসন, শুভ্রমালায় পরিশোভিত ও শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নির্ধূম হুতাশনের ন্যায় বৃষোপরি শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা ভগবতী পার্ব্বতী তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদীয় আত্মসদৃশ পরাক্রমশালী অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতেছে। মস্তকে নবোদিত চন্দ্রের মুকুট। বর্ণশুভ্র, যেন শরচ্চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। তিননেত্র তিন সূর্য্যের ন্যায় আভাবিস্তার করিয়াছে। শুভ্রকান্তি গাত্রে বিচিত্র ভূষিত সুবর্ণ পদ্মের মালা শোভা পাইতেছে। গোবিন্দ আমি অমিততেজস্বীর সর্ব্বতেজোময়মূর্ত্তিমান অস্ত্র সকল ও দেখিলাম। পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণ দশন বিষপূর্ণ বিষধর উঁহার জ্যা গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অপর হস্তে কল্পান্ত হুতাশনের ন্যায় ও ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় পাশুপত মহাস্ত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ অস্ত্র একপদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র বাহু, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র লোচনসম্পন্ন। উহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন ঐ মহাস্ত্র অনবরত অনলোদ্গীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র কি ব্রাহ্ম, কি বৈষ্ণব, কি ঐন্দ্র, কি আগ্নেয়, কি বারুণ সকল অস্ত্র হইতেই শ্রেষ্ঠতম। উহার প্রভাবে সমস্ত অস্ত্রই নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান ভবানীপতি ঐ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে উহা দ্বারা অর্দ্ধ নিমেষমধ্যে ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ফলতঃ কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নহে। আমি তৎকালে

তাঁহার হস্তে শূলনামক আরও একটি দিব্য অস্ত্র সন্দর্শন করিলাম। উহা পাশুপতের তুল্য বা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। ভগবান্ পিনাকপাণি ঐ ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে অনায়াসেই স্বর্গমর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহার্ণব শুষ্ক ও বিশ্বসংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে ঐ দিব্যাস্ত্রবলে রক্ষঃকুলসম্ভূত বীরাগ্রগণ্য লবণ ইন্দ্রতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বসুত মান্ধাতাকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিয়াছে। তখন সেই শূল দর্শনে আমার বোধ হইল যেন, সেই মহাশূল ক্রোধে ভ্রুকুটি বদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে এবং নির্দ্ধূম অনল ও কল্পান্তকালীন সহস্ররশ্মি সমুদিত হইয়াছে। ভগবান্ শূলপাণি সেই শূল ধারণ করত যেন কালান্তক পাশ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে পরশু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষত্রিয়কুলভীষণ মহাস্ত্রপ্রভাবে সমরে মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে পরশুরাম কর্ত্তৃক ধরিত্রী একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা হইয়াছিলেন, সেই প্রজ্বলিত ভীম হুতাশনসদৃশ পরশুও সেই দেবদেবের হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কেশব! আমি সেই পরমপুরুষের হস্তে, ইহা ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সন্দর্শন করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে কেবল এই গুলিই প্রধান বলিয়া আমি এই গুলির বিষয়ই বর্ণন করিলাম।

হে মাধব! ঐ সময় সর্ব্বলোকপিতামহ হংসসংযুক্ত মনোজবগামী দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সেই পরম পুরুষের দক্ষিণে, শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইয়া বামে, শক্তি ও ঘণ্টাধারী কার্ত্তিকেয় ময়ূরারূঢ় হইয়া পার্ব্বতীর সন্নিকটে, শিবসদৃশ পরাক্রান্ত নন্দী শূলহস্তে সেই দেবদেবের পুরোভাগে এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তদীয় চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত বিবিধ স্তুতিবাদ, ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং মহেন্দ্র শত রুদ্রীয় পাঠ করিতেছেন। তৎকালে ঐ তিন মহাত্মাকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উহাঁদের মধ্যভাগে রুদ্রদেবকে অবলোকন করত বোধ হইল, যেন সহস্ররশ্মি শরন্মেঘ হইতে বিনির্গত হইয়া পরিবেশমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। হে মধুসূদন! আমি সেই ত্রিলোকপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি মহেন্দ্রসদৃশ বজ্রপাণি, তুমি পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূলধারী। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত। কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয় ও তুমি কালীমূর্ত্তিপ্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, শুক্লভস্মদিগ্ধাঙ্গ ও একান্ত বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রিয়। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর রক্তধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর, পীতছত্র ও পীত কিরীটধারী। তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, বাহুতে অর্দ্ধকেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিয়াছ। তুমি পবন-সদৃশ বেগে গমন করিয়া থাক। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমাল্য ধারণ করিয়া থাক। ত্বদীয় অর্দ্ধাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও অর্দ্ধাঙ্গ মাল্যভূষিত। তুমি আদিত্যবদন, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ, আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবদন, সৌম্যমূর্ত্তি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধ পাণ্ডুর, অর্দ্ধনারীশ্বর, স্ত্রীপুংময়, বৃষভবাহন, গজেন্দ্রগমন, দুষ্প্রাপ্য ও সর্ব্বত্রগামী। এমন স্থানই নাই যাহা তোমার অগম্য। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও তোমার অনুগমন করিয়া থাকে। তুমি তাহাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। তুমি তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তুমি কখন শ্বেতজলদ সঙ্কাশ ও কখন বা সন্ধ্যারাগ তুল্য মূর্ত্তিধারণ কর। তোমার নামের নিরূপণ নাই। ত্বদীয় শিরোভাগে বিচিত্র কুসুম মালা ও ললাট প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্র পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিনয়ন, অগ্নিরূপী, শশাঙ্কনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও দুর্লভ। খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গম স্বরূপ তুমি দিগম্বর, দিব্যাম্বর, জগন্নির্মাণ এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। তোমার মস্তকে কেয়ূর সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে মনোহর ও গলে সর্পহার নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রভূষণ, ত্রিনেত্র, অসংখ্যনেত্র, যোগী, সাংখ্যশাস্ত্র, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব; তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ব্ববেদস্বরূপ; তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহারী, বহুমায়াময়, তোমার স্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর; তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব বিশ্বপতি, পবনসদৃশ বেগশালী ও পবন স্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী, দৈত্যগণের পূজনীয় ও প্রচণ্ডবেগবান্। তুমি পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ ও মহিষকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি ত্রিরূপধারী হইয়াও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুর হন্তা, যজ্ঞবিনাশন, মদনবিঘাতী, কালদণ্ডধারী এবং কার্ত্তিকেয়, বিশাখ ও ব্রহ্মদণ্ড স্বরূপ। তুমি ভব, শর্ব্ব, বিশ্ব, ঈশান, ভগঘ্ন, অন্ধকনাশন। তুমি

চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াময়, পরম গতি ও হৃদয় স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, সাংখ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমিগণের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহগণমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুগণমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, পশুগণমধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পাবন, পক্ষিগণমধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গমগণমধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদমধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরম হংসমধ্যে সনৎকুমার, সাংখ্যবেত্তাগণের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমূহের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতিসমূহের মধ্যে মোক্ষ, সাগর সমুদয়ের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারক ও কাল স্বরূপ। তুমি সর্ব্বতেজঃশ্রেষ্ঠ, ভক্তবৎসল ও যোগেশ্বর। হে ভূতভাবন করুণাময়! আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার উপাসনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। হে সর্ব্বদেবেশ্বর। যদিও অজ্ঞানবশতঃ আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে স্বদীয় ভক্তজ্ঞান করিয়া তাহা ক্ষমা করুন। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াই তোমাকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করি নাই।

এইরূপে আমি ভক্তিভাবে মহাদেবের স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি নিবেদন করিলাম। তখন আমার মস্তকোপরি শীতলসুকণসংযুক্ত দিব্যগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। অনন্তর পার্ব্বতীসমবেত ভূতভাবন মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে কহিলেন, ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার একান্ত ভক্ত হইয়া কেমন স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ মহাদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করত কহিলেন, নাথ। আপনি সর্ব্বেশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভবানীপতি হাস্যমুখে কহিলেন, বৎস!

তুমি আমার রূপ দর্শন কর। আমি তোমার প্রতি বহুপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যে আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত, আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া তোমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব এক্ষণে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। আমি তোমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিব।

আমি দেবদেব ভগবান্ ভবানীপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন ও ভূতলে জানুদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম,হে দেবাদিদেব! আপনি অদ্য আমার সম্মুখে অবস্থিতি করাতে বোধ হইতেছে, অদ্যই যেন আমি এই জীবলোকে অভিনব জন্ম গ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও যে পরমারাধ্য অমিতপরাক্রম মহাত্মাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হন,আজি তিনি আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন ; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য ব্যক্তি আর কে আছে ? যোগিগণ যাঁহারে পরম তত্ত্ব, নিত্য, ষড়্‌বিংশ, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদিদেবতা। তুমি সৃষ্টির প্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মারে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুরে সৃজন করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজা রুদ্রদেব কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূতগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বত্রগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারে বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমারে কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার প্রদত্ত বরপ্রভাবে জরামরণরহিত, যশস্বী, বিপুলতেজা, শোকদুঃখবিবর্জ্জিত ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ তুদীয় সাক্ষাৎকারলাভ করিতে সতত তোমার নিকট আগমন করিবেন। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সুশীল, সর্ব্বগুণাধার, প্রিয়দর্শন, স্থিরযৌবন ও হুতাশনপ্রভ হইয়া কালাতিপাত করিবে। তুমি যখন যে স্থানে ক্ষীরসাগরের সমাগম বাসনা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই ঐ মহাসমুদ্র আবির্ভূত হইবে

এক্ষণে তুমি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পরম সুখে স্বেচ্ছানুসারে দুগ্ধান্ন ভোজন কর; অনন্তর কল্পৈক অতীত হইলে, আমার নিকট আগমন করিবে। তোমার কুল, গোত্র ও বন্ধু বান্ধবগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি সতত বিদ্যমান থাকিবে। আমি নিরন্তর তোমার এই আশ্রমে অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠা-রহিত হইয়া পরম সুখে অবস্থান কর। তুমি আমার স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার সম্মুখে সমাগত হইব। কোটিসূর্য্যসমপ্রভ দেবদেব উমাপতি আমারে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক তথায় অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে সেই ভগবান্ ভবানীপতির দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমারে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি। ঐ দেখ, সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্ ভূত-ভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে কহিলাম, তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃত-পুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকীনাথ কি আমারে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?

উপমন্যু কহিলেন, কেশব! অনতিকালমধ্যেই আমার ন্যায় তুমি সেই দেবদেবকে দর্শন করিতে পারিবে। আমি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সততই তাঁহাকে দর্শন করিতেছি। তুমি ছয়মাস তাঁহার আরাধনা করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতে আটটি ও ভগবতী ত্রিলোকজননী পার্ব্বতীর নিকট হইতে ষোলটি বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই প্রভাবে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিগণের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়াছেন, তখন তোমাকে কেন উপেক্ষা করিবেন? বিশেষতঃ তুমি ব্রহ্মপরায়ণ, অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং সমস্ত দেবগণই তোমার সহিত সমাগমবাসনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি তোমাকে একটী মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্রপ্রভাবে অচিরাৎ সেই দেবদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি সেই অসুরহন্তা মহেশ্বরের

সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। হে ধর্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিশার্দ্দূল উপমন্যুর সহিত শঙ্করবিষয়ক বাক্যালাপ করত অষ্টাহ মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। তখন ঐ মহাত্মা উপমন্যু আমার মস্তকমুণ্ডন এবং আমারে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ ও ঘৃত ভক্ষণ* করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন।

প্রথমমাস ফলাহার, দ্বিতীয় মাস সলিলাহার এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মাস জলে বাস করিয়া। পরে ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধপাদ হইয়া একমনে অবস্থিতি করিলাম। অনন্তর দেখিলাম, নভোমণ্ডল সহস্র সূর্য্যের তেজঃ দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে এবং সেই তেজোমধ্যে নীলবর্ণ পর্ব্বতসদৃশ এক খণ্ড মেঘ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মেঘ ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুন্মালাদ্বারা মণ্ডিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে এবং বকশ্রেণী উহার অনুগমন করিতেছে। ভগবান্ ভবানীপতি ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত ঐ মেঘমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তখন আমি পুলকিতগাত্র হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাতা মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই দেবাদিদেব কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, তীক্ষ্ণদণ্ড, অঙ্গদ ও নাগযজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। বিবিধবর্ণ দিব্য মালা গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হওয়াতে শরৎকালীন পরিবেশগত চন্দ্রসদৃশ এবং প্রমথগণ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করাতে পরিবিষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য মরীচিমালীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। একাদশ শত রুদ্র, সূর্য্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সম্বৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, সপ্ত মনু, সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতেছেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায়

---

*"মূল যথা—দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি।
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃত॥"

ভূত কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ সময় ভূতভাবন মহাদেব আমার নিকট অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না।

অনন্তর সেই দেবাদিদেব সর্ব্বভূতেশ্বর শঙ্কর আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। এই ত্রিজগতে তোমার ন্যায় আমার পরম ভক্ত আর কে আছে?

দেবাদিদেব শঙ্কর আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগজ্জননী দেবী ঈশানী আমাকে শিবচরণে নিপতিত দেখিয়া আমার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবাদিদেবের স্তব করত কহিলাম, হে বিশ্ববিধাতঃ! হে সনাতন পরমেশ্বর! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদাধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা কর্ত্তৃক এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ তোমারে সমুদায় মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও সপ্তার্চ্চিঃস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সমস্ত স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদয় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্তনীয়, সূর্য্য, জ্যোতর্ম্ময়, সর্ব্বগুণের আদি ও জীবগণের লয়স্থান। পদার্থবেত্তা পণ্ডিতগণ তোমাকে, মহত্তত্ত্ব আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতিস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে এইরূপ জানিয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ সর্ব্বদা তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার পাণি, পাদ, মুখ চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদয় লোক

পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ! তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও মরীচি, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতি, অব্যয় এবং বুদ্ধি মতি ও লোক সমুদয়ের আশ্রয়স্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয় ও যোগানুষ্ঠাননিরত। প্রাজ্ঞ মহাত্মাগণ নিরন্তর তোমারই শরণ গ্রহণ করেন। যে সমস্ত জনগণ তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী, পরম পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও ধীমান্দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগ বিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তোমাতেই লীন হইয়া থাকে।

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান শঙ্করের স্তব করিলে, জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও মদীয় মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ভগবান্ মহেশ্বর পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন করত আমাকে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আটটী বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; তুমি আমার নিকট স্বেচ্ছানুসারে আটটী বর প্রার্থনা কর।

—•:::•—

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এইরূপ কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লমনে কহিলাম, প্রভো! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা, সমরে শত্রুবিনাশশক্তি, নির্ম্মল যশ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। ভগবান্ মহাদেব আমার বাক্য শ্রবণ করত কহিলেন, কেশব! মদীয় বরপ্রভাবে তোমার সমুদয় প্রার্থনাই সফল হইবে। অনন্তর জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস কেশব। ভগবান্ শঙ্করের বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটী বর প্রার্থনা কর, আমি প্রীতমনে তোমাকে তাহা প্রদান করিব। তখন

আমি সেই মহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, মাতঃ! আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আট বর প্রার্থনা করি। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! ত্বদীয় প্রার্থিত অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। এতদ্ভিন্ন তুমি অমর-সদৃশ প্রভাবশালী হইয়া সত্যানুবর্ত্তিত্ব, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদি-গের অনুরাগ, অক্ষয় ধন ধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর কলেবর লাভ করিবে। তোমার গৃহে প্রতিদিন সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।

ভগবান্ মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক আমারে কহিলেন, কেশব! দেবাদিদেব ভবানীপতির সদৃশ দেবতা, আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।

—০*০—

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনোপলক্ষে আমারে কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বর্ষ সমাধি অব-লম্বন করত ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি তণ্ডি সমাধিদ্বারা দশ সহস্র বর্ষ পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও যোগিগণ যাঁহারে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের কারণ, দেব, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, আমি সেই অনা-দিনিধন মহাদেবের শরণাগত হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবা-মাত্র ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণের বিষয়ীভূত এবং যোগি-গণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ব্রহ্মা ও

বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহারে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভগবান্ ভবানীপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার বিবিধ স্তুতিবাদসহকারে কহিতে লাগিলেন, হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্দিগের পরম গতি, তেজস্বীদিগের উত্তম তেজ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। দেবরাজ ইন্দ্র তোমারে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীক সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমারে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কি প্রকারে তোমারে অবগত হইতে পারিব। এই বিশ্বসংসার তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল, পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমারে অবগত হইতে পারিলেই মুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরম ভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। যাহারা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহারা ইহলোকে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে এবং তোমার কৃপা না থাকিলেই তাহাদিগকে উহা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধ ও ঊর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্ত্বা, অসত্ত্বা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ, সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মাগণ যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমায় দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যাঁহারে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এতকাল

তাঁহারে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি! যাঁহারে পরিজ্ঞাত হইলে, মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ ভবানীপতি দেব, অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সমস্তভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্রগামী। ইহাঁর মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইহাঁর কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ; আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করেন। ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যুবিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবনসমুদায় উৎপাদন পূর্ব্বক অষ্টবিধ মূর্ত্তিদ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায় পদার্থ ইহাঁ হইতে সমুৎপন্ন, ইহাঁতেই অবস্থিত ও ইহাঁতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকমধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইহাঁরে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। সেই জন্য দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইয়া ইহাঁর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। যাঁহারা ভক্তিসহকারে ইহাঁর শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাঁরে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতবর্গ ইহাঁরে লাভ করিলে, আর কোন বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁকাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবিষ্ট হন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে বহুবিধ স্তব করিয়া ইহাঁর নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদবেত্তারা ঋক্‌বেদদ্বারা ইহাঁর মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে

আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইহাঁর উদ্দেশে সামবেদ গান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ্ণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর; দিবা রাত্রি ইহাঁর চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ; পক্ষ ও মাস ইহাঁর মস্তক ও বাহুস্বরূপ; ঋতু ইহাঁর বীর্য্যস্বরূপ; তপস্যা ইহাঁর ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইহাঁর গুহ্য, উরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র; বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহাতত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদায় ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমিপ্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহেশ্বরের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধুগণের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শান্তি সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইহাঁরে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাঁরে লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইহাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে দেবা দিদেব! যজ্ঞকারিগণ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমিই সেই স্বর্গাদি লোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর ব্রতনিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীত-স্পৃহ মোক্ষার্থিগণ যে মোক্ষ লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং মুক্ত মহাত্মাগণ যে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরা-ণাদিতে এই পঞ্চ গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তুমি প্রসন্ন হইলে, ঐ পঞ্চ গতি লাভ করা যায়, অন্যথা কদাচ ঐ সকল লাভের সম্ভাবনা নাই। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি ইন্দ্র, কি বিশ্বদেব এবং কি মহর্ষি কেহই তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে সমর্থ হন নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতির স্তুতিবাদ করত বেদপাঠ করিলে, দেবাদিদেব মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার প্রসা-দবলে এক পুত্র লাভ করিবে। তোমার সেই পুত্র যশস্বী তেজস্বী দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবেক। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার

অভিলষিত অন্য বরও প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রতি সর্ব্বদা যেন আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান্ থাকে। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভবানীপতি তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অনুচরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপ তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তদীয় বরপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করিয়া পুনরায় আমাকে কহিলেন, কেশব! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদান করত দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাত্মা তণ্ডি আমার আশ্রমে সমাগত হইলেন এবং আমার নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করত পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ও শাস্ত্রে উঁহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

—০*০—

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু মৎসমীপে দেবাদিদেবের নামাবলি কীর্ত্তন করিতে সমুৎসুক হইয়া আমাকে কহিলেন, কেশব! তুমি ভগবান্ ভবানীপতির প্রধান ভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি ত্বৎসন্নিধানে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূতহিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ শঙ্করের স্তব করিব; তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিতরূপে সেই মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও দেবাদিদেব মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হয়? তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি

তখনই তাঁহার স্তব করিয়া থাকি। পূর্ব্বে পদ্মযোনি হিরণ্যগর্ভ অনাদিনিধন জগদাদিকারণ বিশ্বরূপী ব্রহ্মা ভবানীপতির যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। যেরূপ ঘৃত দধির, সুবর্ণ পর্ব্বতের, মধু পুষ্পের ও মণ্ড ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সমস্ত নাম যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল নাম মঙ্গলজনক, পুষ্টিকর, বিঘ্নবিনাশক ও পরম পবিত্রতাসম্পাদক। শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্ত ব্যক্তিকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য; অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে উহা প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ অন্তকালেও ঐ পাপবিনাশন, যজ্ঞাদিফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদয় জ্ঞাত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রকার দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ সকল নামকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজনামে জগতীতলে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়; তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে আনীত ও প্রচারিত করেন। এই জন্য উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান্, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্; যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির যোনি ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোক সমুদায়ের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবাদিদেবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশী, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপিষ্ঠপীড়ক, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকার, বৃষরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গর্দ্দভি, পবিত্র, মহানু

দানশীলা শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্তা

উদ্দালক নাচিকেত সংবাদ।)

অনুশাসন পর্ব্বের ৭১ এক সপ্ততিতম অধ্যায়ে স্থাপিত করিয়া লইবেন।

নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগবাণার্পণ, শরত্যাগী, অনঘ, মহাতপা, ঘোরতপা, অদীন, দীনসাধক, সম্বৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরম তপস্যা, যোগী, যোজ্য, মহাবীজ, মহারেতা, মহাবল, সুবর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরম মন্ত্র, জগৎকারণ সংহারক, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী খড়্গহস্ত, পট্টিশধারী, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজ, তেজস্কর, শিব, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উর্জ্জিতরূপ, বিনয়ান্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুণ্ড, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, উর্দ্ধরেতা, উর্দ্ধলিঙ্গ, উর্দ্ধশায়ী নভঃস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চা, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, বাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপা, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রকর, বিনয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামবিনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীরবলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থ, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণ, দংষ্ট্রা, বৃকবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, রণবিশারদ, বিজয়কালজ্ঞ, জ্যোতিষ্মান্দিগের গতিপ্রকাশক শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীথলী, কালমায়াচ্ছেদনকারী, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অমুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহস্রষ্টা, মেঢ়জ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি, বালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখরসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যসংহারী, শক্রনাশন, সাংখ্য-

জ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলবিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মফলাধার, সর্ব্বাবলম্বনস্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহানেত্র, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অন্তরস্থ হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যরশ্মি, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুলতেজা, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগবান্, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগসম্পন্ন, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভবিচারক, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কামবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থাধার, কীর্ত্তিদ, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সর্ব্বাদি, ত্রিলোকাক্রমণক্ষম, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারহীন, মূঢ়, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়স্থ, বসন্ত, পিঙ্গলাক্ষ, বৃহস্পতির আধার, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়াবস্থিত পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দম্ভ, অদম্ভ, দম্ভহীনের প্রাপ্য ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথ্বীস্রষ্টা, ভোগহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিরহিত, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শক্রবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অনলপ্রভ, মহাতেজা, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবিভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহানাদ, মহাহস্তী মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু,

মহানাশ, মহাবর্ত্ত, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহা-দংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামমুখ, ঋক্লোচন, যজুঃপাদভুজ, উপনিষদস্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ডবেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশ সূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাম, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পপাদপ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুক্ল, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃ-করণ, নিরাময়, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ুঃ, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলসমাবৃত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, সংসারপাশবন্ধনকর্ত্তা, বন্ধনমোচক, যজ্ঞহন্তা, কাম-নাশন, মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী, নিধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তনাগস্বরূপ, অনিল-সদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্ব-ন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষঙ্গু, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণ প্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ত্ত, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণো-দ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ত্তধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, বাধাকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্নবেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয়বাসী, কূল-হারী, কূলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাজত্রু, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন,

প্রভাবাত্মা, জগদ্‌গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিব্রাজক, সারঙ্গপক্ষী, নবচক্র, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূতগৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী ভব, অঘোর, সংবত্ত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান্‌, দক্ষ, সংস্কৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগিশরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহার্ষি, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীত, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতু, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মা, সহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়, সর্ব্বসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, অসুরদিগের ধনদাতা, বসুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্ম-শিরোহর্ত্তা, বিশেষ বিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্ব-সংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদচিহ্ন, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, শুভদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বাচরণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরম পদারোহণাভিলাষী, পরম পদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশা, সৈন্যগণের পরাক্রমস্বরূপ, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহা-রূপ, গজাসুরহন্তা মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাযুক্ত, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরবপু, মণিময়কুণ্ডলধর, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান্‌, সুখাভিভূত, গান্ধার দেশে ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্‌, সকলকর্ম্মাধার, বিশ্ব-মথনক্ষম, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তাল, কাল, করতালী দৃঢ়কলে-বর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধর, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমস্তক, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপ মন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকারী, শতঘ্নীপাশশক্তিশালী, ব্রহ্মা, মহাগর্ত্ত, একার্ণবজলসম্ভূত, রশ্মিমান্‌, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণতেজা, স্বয়ম্ভু, নিরুপাধি, পশু-পতি, মারুতবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্ররূপ, সুরভি-

কি গমন, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষপ্রয়োগ সকল সময়েই ভক্তি-ভাবে কায়মনোবাক্যে সেই শাশ্বত শঙ্করের স্তবপাঠ, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অপরের নিকট উহা কীর্ত্তন দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হন। জনগণ অসংখ্য জন্ম এই সংসারমধ্যে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পাপবিহীন হইতে পারিলেই শিবভক্তিলাভ করত ক্রমশঃ সেই সর্ব্বকারণ পিনাক-পাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে সমর্থ হয়। কি দেবলোক, কি নরলোক সর্ব্বলোকেই এই নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শশিশেখর প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তিসংস্কারে মহাদেবের শরণাপন্ন হন, দীনবৎসল ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে অবশ্যই সংসারপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া থাকেন। দেবদেব মহেশ্বরভিন্ন আর কোন দেবতারই মানবগণকে সংসার হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যা-প্রেরণ প্রভৃতি অনার্য্য দ্বারা জনগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন; এই জন্যই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবগণের উপাসনা না করিয়া এইরূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন মহেশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা মহেশ্বরের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বকলুষনা-শন স্বর্গযোগমোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত পরম গতিলাভে সমর্থ হন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভগবান্ মহাদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে, অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনি আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে, পরে ইন্দ্র মৃত্যুকে, মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপা তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈব-স্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন; তদনন্তর মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধন বেদসম্মত পবিত্র স্তব তোমাকে অর্পণ করিলাম। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও অহিগণ কদাচ ইহার বিঘ্নাচরণে সমর্থ নহে। যিনি ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

—০*০—

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা ভীষ্মের সমীপস্থ অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবদেবেশ শঙ্করের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রকামনায় সুমেরুশৈলে ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম, ইহার প্রভাবে আমি অভীষ্ট ফললাভ করিয়াছি। অতএব ইহা পাঠ করিলে, তুমিও অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

দেবপূজিত সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া জন্মজন্ম মহাদেবের আরাধনা করাতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে এই সংসারবন্ধননাশন পরম বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আনন্দায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, হে অজাতশত্রো! আমি গোকর্ণতীর্থে এক শত বৎসরকাল তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবের প্রসাদে লক্ষ বৎসরজীবী জরাক্লেশবিরহিত ধর্ম্মজ্ঞানসমন্বিত দমগুণশালী অযোনিসম্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ সমুপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপবিমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া "তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে" বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোব্যাপ্তকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে সংহার করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তবে প্রসন্ন হইয়া আমারে পরশুপ্রভৃতি নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম; কেবল সেই ভগবান্ পিনাকপাণির কৃপাবলে এই দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছি।

মহামতি অসিতদেবল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার সমুদয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছিল; ভগবান্ ভবানীপতি ভূতনাথ আমার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমারে সেই ধর্ম্ম, যশ ও ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজের প্রিয়সখা বৃহস্পতিসদৃশ মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে দেবরাজের সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতেছিলাম; ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, তোমার এ সামবেদপাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না; এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞদূষিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; এই বলিয়া তিনি রোষাবিষ্টচিত্ত আমারে শাপ প্রদান করত পুনরায় কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি জলবায়ুবিহীন, মৃগাদিপশুবিবর্জ্জিত, সিংহ ও রুরুপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ, অযজ্ঞীয় পাদপপূর্ণ কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্টশত বৎসর অবস্থান করিবে। ভগবান্ বশিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমাকে কহিলেন, বৎস! তুমি অজর, অমর ও পরম সুখী হইবে; দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ ভবানীপতি এইরূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সুখদুঃখের বিধাতা, ধারণকর্ত্তা ও কায়মনোবাক্যের অগোচর। তাঁহার প্রসাদে আমার সদৃশ পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি অতিকঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করাতে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহু সহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমারে আজ্ঞা-

প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বরপ্রার্থনা করিলে, তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্নসহকারে আমারে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব সরস্বতীতীরে আমার মনোযজ্ঞদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান, সহস্র ঊরুজ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশলক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার প্রসাদাৎ আমার যেন এক মহাতপা, মহাতেজা, মহাযোগী, মহাযশা, বেদবিভাজক, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্র স্বভাব, পরম পণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হয়। আমি এইরূপ চিন্তা করিলে, সেই ত্রিলোকপতি আমার অভিলাষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলষিত পুত্র প্রাপ্ত হইবে। তোমার সেই পুত্র বেদবেত্তা, ইতিহাসরচয়িতা, জগতের ক্ষেমঙ্কর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত দেবরাজের পরম বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে মৎপ্রভাবে জরামরণবিহীন হইবে। ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলোপরি সমারোপিত হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে শঙ্করের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তবে পরম প্রীত হইয়া আমারে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মদীয় কৃপাবলে অবিলম্বে শূল হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইবে। কি মানসিক, কি শারীরিক কোনপ্রকার পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তোমার এই দেহ সত্যসমুৎপন্ন, সুতরাং এই জীবলোকে তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি

নিষ্কণ্টকে সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। ভক্তবৎসল শূলপাণি আমাকে এইরূপ কহিয়া প্রমথগণের সহিত তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

গালব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম; অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, মহর্ষির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। তৎকালে আমার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করত পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি অত্যন্ত বালক; অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। আমি জননীর এই কথা শ্রবণ করত পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্তমনে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ ভবানীপতি আমার ঐকান্তিক ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্ন হইয়া আমার সমীপে সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই পিতার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভবানীপতি আমারে এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুমতি করিলে, আমি গৃহে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন পূর্ব্বক যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও ফল গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহারে সন্দর্শন করিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুলিতনেত্রে কহিলেন, বৎস! আমার পরম সৌভাগ্য! আজি আমি তোমারে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সন্দর্শন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন মহর্ষিগণের মুখে মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া অশুভ কার্য্যপরম্পরাদ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কদাচ মহাদেবকে লাভ করিতে পারে না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি নিরন্তর ভূতভাবন মহেশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালযাপন করেন, তিনি যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী

মুনি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। মহাত্মা মহাদেব প্রসন্ন হইলে, অবলীলাক্রমে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, ইন্দ্রত্ব, ত্রৈলোক্যাধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও মহাদেবের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহ তড়াগাদির উচ্ছেদ ও জনগণের প্রাণ হরণ করিয়াও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে, তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণহীন পাপিষ্ঠগণও ভগবান্ বিরূপাক্ষের অর্চ্চনাদ্বারা সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হয়। কীট, পক্ষী পতঙ্গপ্রভৃতি প্রাণিগণও মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ শশিশেখরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মহাত্মা বাসুদেব অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাত্মা উপমন্যুর এইরূপ বাক্যপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আদিত্য, শশাঙ্ক, অনিল, অনল, ব্যোম, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদ সমুদয়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞ, বর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষানিয়ম, সমুদয় স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্টস্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদয়, সুযাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপত্তদৃষ্টিপনামক দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযমনা, মহর্ষিসমুদয়, বিশুদ্ধ কার্য্য, নির্ম্মাণনিরত দেবতাগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্তাদ্যোতপ্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু, সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদয় পদার্থই সেই ত্রিলোকীনাথ দেবদেব মহাদেব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যে সমুদায় দেবতা আকাশাদি পদার্থনিচয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভূতভাবন ভূতপতি হইতে উৎপন্ন হইয়া, এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্র তত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ মহেশ্বর আমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমারে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যোগনিরত ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব

এক মাস নিরত পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফললাভে সমর্থ হন। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা এই সর্ব্বদোষনাশন পবিত্র স্তব পাঠপূর্ব্বক ভগবান্ দেবদেব মহেশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্ব স্ব রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হন।

—*—

একোনবিংশতিতম অধ্যায়। ১৯।

মহাত্মা বাসুদেব এই প্রকারে ভগবান্ পিনাকপাণির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণিগ্রহণসময়ে বেদশাস্ত্রানুসারে বর ও কন্যাকে "তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর" বলিয়া অনুমতি প্রদান করা হয়। একণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বর ও কন্যারে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন সকল প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। আর যখন রমণীগণ পরপুরুষের অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় সুখসাধন করিতেছে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন, তাহাই বা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনা হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি যথাসম্ভব উহার যাথার্থ্য কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভানাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উহারে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি একবার

উত্তরদিকে গমন করত এক জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস; তাহা হইলেই আমি তোমারে কন্যা দান করিব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাত্মন্! উত্তর দিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কীর্ত্তন করুন। আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন, এক্ষণে আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসপর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাপ্সরাগণসম্পন্ন পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আহ্লাদসহকারে তানপ্রদান করত নৃত্যগীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। কৈলাসাচলের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতপতি স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়ত তথায় অবস্থান করিতেছেন। ভগবতী পার্ব্বতী ভগবান্ ভূতনাথকে লাভ করিবার নিমিত্ত তথায় অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান তাঁহাদের উভয়েরই সন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেব ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই ভগবান্ ভূতনাথের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক রমণীয় বন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন করত পরম যত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগত হইলেই আমি তোমারে কন্যাদান করিব। এক্ষণে যদি তুমি এই নিয়ম প্রতিপালনে সম্মত হও, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিলেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণসেবিত হিমাচলে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম প্রদায়িনী বাহুদা নদীর পবিত্র সলিলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন; পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অনল প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি আহুতি-প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হর-পার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় মহাত্মা কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদল-সমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীষণবলশালী নিশাচরগণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমুচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! তোমরা শীঘ্র ধনপতির নিকট আমার আগমনসংবাদ প্রদান কর। তখন রাক্ষসগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনার আগমন-বৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জশরীর ভগবান্ যক্ষরাজ স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।

নিশাচরগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন; তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন।

মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আসন ও পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। সেই সময় মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে উপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র মধুরবাক্যে তাঁহারে কহিলেন, যক্ষরাজ! অতিথি-সৎকার তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে, বিবিধ বেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্র বাদন আরম্ভ করিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে, মহাতপা ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দৈবপরিমাণে এক বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা যক্ষরাজ কুবের মহর্ষি অষ্টা-

বক্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ।

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকারদ্বারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার সদৃশ শিষ্টাচারশালী ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমি মহর্ষির আদেশক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিব। তোমার বুদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক, আমি চলিলাম।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরুপ্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন; তৎপরে কিরাত-রূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করত পবিত্র হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সর্ব্বপ্রকার পুষ্পফলপরিপূর্ণ রমণীয় কানন তদীয় দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল; ঐ অরণ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্নভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ সমুদয় উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চন পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল। মন্দার কুসুম-সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণি সমুদয় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল, ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত বিবিধ মুক্তাজালজড়িত মনোহর গৃহ সমুদয় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ সমস্ত দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? পরে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আসিয়া আমার সমুচিত সৎকারবিধান কর।

অষ্টাবক্র এই কথা বলিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা অতিথির অভ্যর্থনার্থ বহির্গত হইল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটী কন্যার মধ্যে যাহারে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল। তিনি তাঁহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র তাহাদিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত অভিলাষী হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় এক শুভ্রবস্ত্রপরীধানা পর্য্যঙ্কনিষণ্ণা সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা বৃদ্ধারে দর্শন করিয়া, মঙ্গল হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই বর্ষীয়সী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখলাভ করিয়া সেই সমস্ত রমণীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে রমণী অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, তিনি এই স্থানে অবস্থান করুন। অপর সকলেই স্বেচ্ছানুসারে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করুন।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বিনিক্রান্ত হইল। কেবল সেই বৃদ্ধা সেই গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র এক দুগ্ধফেননিভ মনোহর শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর। বৃদ্ধা সেই তপোধনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সেই বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে স্বীয় শয্যায় সমাগত দেখিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করত তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহারে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষস্পর্শে নারীদিগের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনারে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ

করুন। আমি আপনারে দর্শন করিয়া অবধি কুসুমায়ুধের একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি যে এতকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার অভিলাষ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে এই ধনরত্নাদি যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি সেই সকলের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে, আমিও আপনার সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে, লৌকিক ও অলৌকিক বিবিধ সুখভোগে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীগণের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীগণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলে, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তখন প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপরিভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এই প্রকার অনুচিত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহারে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচ পরস্ত্রী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই কার্য্যকে অতি দূষনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মতঃ পুত্রলাভ করিলে, আমার নিশ্চয়ই শুভলোক সমুদয় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্! রমণীগণ স্বভাবতই রতিপ্রিয়; পুরুষসংসর্গ উহাদিগের যেরূপ প্রীতিজনক, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবগণও উহাদিগের সেইরূপ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সহস্র নারীমধ্যে কথঞ্চিৎ একটী পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তখন উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুই অপেক্ষা করে না; কেবল আপনার ইষ্টসাধনেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। হে মহর্ষে! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট সেই সমস্ত সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলাম।

বৃদ্ধা এই কথা কহিলে, মহাতপা অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! কার্য্যের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইলেই তাহাতে লোকের

প্রবৃত্তি হয়। আমি বিষয়সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি; এই নিমিত্তই তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্যভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, বল। তখন বর্ষীয়সী কহিল, ভগবন্! আপনি এই স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করুন; কালক্রমে সম্ভোগসুখের আস্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বৃদ্ধা এই প্রকার অনুরোধ করিলে, অষ্টাবক্র তদীয় বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার যত দিন ইচ্ছা হইবে, আমি তত দিনই এই স্থানে অবস্থান করিব, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধারে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ অবলোকন করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ রমণীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহের দেবতা! এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে? যাহা হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মহর্ষি এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এক দিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে, বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বলুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থে সলিল আহরণ কর। আমি এখন স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব।

—০*০—

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়াদিল। তৈল মর্দ্দন সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানগৃহে গমন করিয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধাও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া ঈষৎ উষ্ণ সলিলদ্বারা তাঁহারে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার করস্পর্শদ্বারা পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্নান

করিতে করিতে যে সমুদয় রজনী অতিক্রান্ত হইল, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ ভাস্কর সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল। অথবা যথার্থই প্রভাতকাল উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর অনতিকালবিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীভূত হইলে, তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধারে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব। তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে দিবা অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! এক্ষণে আপনি শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহারে শয়ন করাইয়া স্বয়ং স্বীয় শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্রসময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় উপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি শীঘ্র এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

বৃদ্ধা অষ্টাবক্র কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখিতমনে তাঁহারে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে, আপনাকে পরদারমর্দনজন্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবেক না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীজাতিমাত্রই পরাধীন।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় একান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার মনোরথসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপনাকে পাপভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারীরা কাম ক্রোধাদিদোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণের বশবর্ত্তী হইয়া কামাদি রিপু সমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি। অতএব তুমি অচিরাৎ স্বীয় শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনারে কহিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় ভার্য্যাভিন্ন অন্যস্ত্রীসংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা

হইলে, আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি; আপনি অচিরাৎ আমার পাণিগ্রহণ করুন; তাহা হইলে, আপনি আমার সংসর্গজনিত দোষে কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ফলতঃ আমি স্বতন্ত্রা; আমি স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমারে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কারসাধন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! এই লোকত্রয়মধ্যে কোন রমণীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, স্ত্রীজাতিকে কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং স্ত্রীজাতির কদাপি স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থাপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছি। আমি কন্যা; অতএব আপনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিলেন। তখন তিনি তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমি কি প্রকারে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

অষ্টাবক্র সেই রমণীরে এই কথা কহিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই কামিনী ইতিপূর্ব্বে অতি জীর্ণা ছিল, এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণভূষিতা কন্যার রূপ ধারণ করিয়াছে। না জানি, অতঃপর আবার কোন্ রূপ ধারণ করিবে! যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সর্ত্ত পালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

—:০:০:—

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ কামিনী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উহাঁর শয্যায় গমন করিল, তখন উহার ঐ মহাতেজা মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? এবং মহর্ষি অষ্টাবক্রই বা কিরূপে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন? আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই কামিনীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহারে কহিল, মহর্ষে! কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত সকল লোকের স্ত্রীপুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তর দিক্। তোমারে রমণী চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও মদনপীড়ায় সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক স্বীয় বাঞ্ছিত কন্যারে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর; আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমারে প্রসন্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্মানরক্ষার্থই তোমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এইকথা কহিলে, মহাত্মা অষ্টাবক্র তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহারে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, সেই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, মহর্ষি বদান্য তাঁহারে কহিলেন, বৎস! তুমি কন্যাদা-

নের উপযুক্ত পাত্র; তোমারে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র যথাবিধি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখসাধনস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

—•*•—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্নসম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চিহ্নবিশিষ্ট হউন বা না হউন, স্বধর্ম্মনিরত হইলেই তাঁহারে দান করা উচিত। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্যসাধন সময়ে কি নিমিত্ত উহাঁদের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসম্পন্ন হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার প্রয়োজন নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, পিতৃকার্য্যসাধনসময়ে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না, অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত, অসম্পর্কীয়, বিবিধ

বিদ্যাবিশারদ, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল, তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাশীল, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের যথার্থ পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারিজনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিব্যাদি চারি জন সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃৎপিণ্ড যেরূপ মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে, অবিলম্বেই নিমগ্ন হয়, সেইরূপ নিশ্চয়ই যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাঙ্গবেদ, সাংখ্য, পুরাণ ও কৌলিন্য কদাচ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানী প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছানুসারে স্বীয় বিদ্যাবলে অন্যের যশ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তিনি কদাচ অক্ষয় লোকলাভে সমর্থ হন না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশমাত্র হয় কি না, সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে যুধিষ্ঠির। পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফল লাভ হয়, কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ-বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিতৃউদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রতলোপ হয়; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও

ছয়বগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি মীমাংসা করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সরলতা এই কয়েকটী ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিমুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংসভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগমোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহারপ্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি? শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কি? আপনি এই সমুদয় আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মদ্য মাংসপরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য; বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থোপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয়ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্ণে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্ণে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অপরাহ্ণে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর সতত নির্ভর করিয়া থাকা গৃহস্থ ব্যক্তির কখনই উচিত নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, রাজগণের নিকট শঠতা, গুরুজনসমীপে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; গোহত্যা ও রাজাকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে মহাফল লাভ

হয় এবং কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা অহঙ্কারপরিশূন্য, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্র গুণ ফললাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্র একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য বিবিধ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে, পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণশালী সাধু ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

—*—

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সুরর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালে যে বস্তু প্রদত্ত হয়, তাহা রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুতদ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্র ক্রিয়া ও আহুতিপ্রদানব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে বঞ্চনা করিয়া অন্ন ভোজন করিলে, রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে রাজন্! তোমার নিকট এই আমি রাক্ষসীয় ভাগ কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অকর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মারোগসমাক্রান্ত, অপস্মার রোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথা নিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতনভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাচ বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগ্রহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রী জপনিরত, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াশালী, অহিংস্র, অল্পদোষযুক্ত, অনাস্তিক ও শুষ্কতর্কপরাঙ্মুখ, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিক্‌বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পরে যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা অসদ্বৃত্তির অনুষ্ঠানদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহাদিগকেও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রণ করা যায়। ব্রতপরায়ণ, গুণসম্পন্ন ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন এবং স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা তদ্দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে, যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসমাপ্ত্যুচিত স্বধাদি বাক্য উচ্চারণ না করেন, তিনি পাপভাগী হইয়া থাকেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়ন্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য এবং শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণের প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহ বাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হয়। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণনির্ম্মিত মেখলা ধারণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে, যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আট গুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্য স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে, বৃথা প্রাণিহিংসার সম্পূর্ণ পাপ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে, এই পাপের অর্দ্ধাংশভাগী হন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গৃহে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্যাপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাঁহাদের সকলেই গোগ্রহণার্থ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগকারীর তুল্য পাপভাগী হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কোন্ ব্যক্তিদিগকে দান করিলে, মহাফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহাদিগের ভার্য্যাগণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষাকারী কৃষিজীবীর ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল সচ্চরিত্র, দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল প্রয়োজনানুসারে অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজনের ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতাপ্রযুক্ত আগ্রহসহকারে দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লবনিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সকল ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সম্পাদনার্থ ধনলাভবাসনায় উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা বলশালী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে, মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দানবিষয়ক মহৎ ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয়নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ

করে, যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরের দোষকীর্ত্তন করে, যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে, যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগকে বঞ্চনা করে, যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রভাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুগণের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃত্তিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা আশাগ্রস্ত, নির্দ্দিষ্ট লাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে ক্রমে স্বামীর নিকট হইতে নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথিগণকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, যাহারা বেদবিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে, যাহারা আশ্রমচতুষ্টয়ের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া দুষ্কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশবিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা, যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলাশঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ অবরুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সকল ভূপাল প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ষড়ভাগ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, চিরসহচর ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।

হে বৎস! যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, নরকগামী হইতে হয়, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হয়, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে, পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট হয়; অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণের অবমাননা না করেন, যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ-

দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত বিমুখ হন, যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ হন, যাঁহারা মদ্য মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত না হন, যাঁহারা কূপ, আশ্রয় ও নগর গ্রামাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়প্রদাতা হন, যাঁহারা মাতাপিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহারা অতুল, অর্থশালী মহাবেগ পরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন, যাঁহারা অপরাধীর প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল, যাঁহারা শুশ্রূষাদ্বারা অন্যের সুখসাধনে যত্নবান্ হন, যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক, যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোপযুক্ত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাসদাসী প্রদান করেন, যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন, যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করেন এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোন কুলে হউক উৎপন্ন, বহুপুত্রসম্পন্ন ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহাদিগেরই নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ হয়। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর দৈব ও পিত্র্য কার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষিনির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

—:০:—

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণবিনাশব্যতিরেকে আর কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর

প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। একদা আমি মহাত্মা ব্যাসের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; আমাকে তত্ত্ব উপদেশ করুন। ব্রাহ্মণবিনাশব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ পরাশরনন্দন আমারে সুস্পষ্টভাবে তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিলেন কহিলেন, হে শান্তনুতনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরে নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, জানিবে, সে ব্রহ্মঘাতী। যে নির্ব্বোধ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে, যে ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর গোসমূহের জলপানের বিঘ্নোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, যে নরাধম, না জানিয়া শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে, যে ব্যক্তি স্বীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যারে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, যে অধার্ম্মিক মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রদান করে, যে ব্যক্তি চক্ষুবিহীন পঙ্গু ও জড় ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রাম মধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলেই ব্রহ্মঘাতী।

—:•:—

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ২৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তীর্থদর্শন, তীর্থে স্নান ও তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়স্কর বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান আছে, আপনি সেই সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা যে তীর্থপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি অবহিতচিত্তে তাহাই শ্রবণ কর। তাহা হইলে, নিঃসন্দেহ তুমি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! তীর্থসমুদায় পবিত্র কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তীর্থ সমুদায়ে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথাতত্ত্ব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

অঙ্গিরা কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে, মুনিবৎ পবিত্র হয়।

কাশ্মীরদেশে যে সকল নদী মহানদ সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অবগাহন করিলে, সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবীকা, ইন্দ্রমার্গ, ও স্বর্ণবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য দেবলোকে গমন করেন; এবং অপ্সরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা প্রভাতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে। হিরণ্যবিন্দুতে কুশেশয় ও দেবস্তু তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে অভিবাদন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদনসমীপস্থ ইন্দ্রতোয়ায় ও কুরঙ্গ তীর্থে করতোয়ায় অবগাহন করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখল তীর্থে অবগাহন করিলে নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করে। ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যবাক্ ও হিংসাশূন্য হইয়া সলিলহ্রদতীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান; যে ব্যক্তি একমাস উপবাস পূর্ব্বক ঐ স্থানে অবগাহন করে সে দেবগণের সাক্ষাৎ পায়। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে যাহার পুনর্জ্জন্ম হয়, সে সুধা ভোজন করিতে পায়। যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া একমাস উপবাস পূর্ব্বক মহাশ্রমতীর্থে স্নান করেন, তিনি ঐ একমাসেই নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। লোভরহিত হইয়া ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে মহাহ্রদতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকাপ্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশ ও কীর্ত্তিলাভ হয়। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনীতীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজোলাভ হয়। উপবাস করিয়া মহাগঙ্গা, তীর্থে কৃত্তিকা ও অঙ্গারক একপক্ষ স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করে। কিঙ্কিনীকাশ্রম ও বৈমানিক তীর্থে স্নান করিলে কামচারী ও অপ্সরোগণের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য কালিকাশ্রমে গমন করত ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিনরাত্রি বিপাশাতীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রমতীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ ও অর্চ্চন দ্বারা মহাদেবের তুষ্টিসাধন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। তিনরাত্রি উপবাস করিয়া মহাপুর তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে মুক্তি পাইতে পারে। দেবদারুবনতীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া পবিত্র হইয়া তথায় সপ্তরাত্রি বাস করিলে

দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্ম-পদ তীর্থে নির্ঝরজল সেবন করে, অপ্সরোগণ তাহার সেবা করে। উপবাস করিয়া, চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনীতীর্থে অবগাহন করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রমতীর্থে গমন করিয়া একপক্ষ উপবাস, অবস্থান ও স্নান করিলে দূরশ্রবণাদি গুণলাভ করিতে পারা যায়। কৌশিকীতীর্থে গমন করত লোভ বিহীন হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিলে একবিংশতি দিনে স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়। মাতঙ্গবাপীতে যিনি স্নান করেন, তাঁহার এক রাত্রিতে সিদ্ধি হয়। সনাতন অনালম্ব ও অন্ধক তীর্থে এবং নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাস অবগাহন ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে, নরমেধের ফললাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলবন তীর্থে একমাস অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গা যমুনা সঙ্গম ও কালঞ্জর গিরি তীর্থে একমাস অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ষষ্টিহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফল-লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিনকোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। পবিত্র হইয়া মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করে। মরুদ্গণ ও পিতৃগণের আশ্রম ও বৈবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্র হয়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে একমাস উপবাস করত স্নান, পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোকে গমন করে। দ্বাদশ দিন উপবাসী থাকিয়া উৎপাতক তীর্থে অবগাহন ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিলে নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে, এককালে ঐ ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। কলবিঙ্ক তীর্থে অবগাহন করিলে, প্রায় কোন বিষয়ই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিকন্যাপুরে বাস হয়। করবীরপুরে স্নান এবং বিশালাতীর্থে তর্পণ দেবহ্রদে স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসক আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় স্নান করিলে, অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া নন্দনোদ্যানে সেবত হয়। কার্ত্তিক মাসে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও নিয়ম পূর্ব্বক লৌহিত্য তীর্থে অবগাহন করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয়। দ্বাদশ দিন উপবাসী থাকিয়া রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে, কিছুমাত্র পাপ থাকে না। উপবাস করিয়া অতি পবিত্র

মনে একমাস মহাহ্রদে স্নান করিলে জমদগ্নিতুল্য সম্পত্তি লাভ হয়। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাবিহীন হইয়া শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া বিনীতভাবে বিন্ধ্যাচলে একমাস তপস্যা করিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উপবাসী থাকিয়া নর্ম্মদা ও সূর্পারক সলিলে একপক্ষ অবগাহন করিলে রাজবংশে জন্মলাভ হয়। সমাহিতচিত্তে সংযত হইয়া তিনমাস জম্বুমার্গে স্নান করিলে রাজার পুত্র হইয়া জন্মে। কোকামুখে অবগাহন করিলে এক দিনে সিদ্ধি লাভ হয়। চাণ্ডালিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কৌপীন ধারণ ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে, দশটী কুমারী লাভ হয়। যিনি কুমারিকাহ্রদের উপকূলে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করেন। যিনি সমাহিতমনে অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে অবগাহন করেন, তিনি সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভে সমর্থ হন। উজ্জালক তীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গার আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যাতীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি অশ্বমেধের ফললাভ করিতে পারেন। পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্রভাবে এক রাত্রি বাস করিলে, পর দিন প্রাতে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্যপরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া পবিত্র দেহে অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। কাম জয় করিয়া একমাস মৈনাক পর্ব্বতের তীর্থে স্নান ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধজনিত ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি শতযোজন হইতে বালাদক নন্দিকুণ্ডে ও উত্তর মানসে গমন করিলে ভ্রূণহত্যাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাপ থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধি আছে হিমাচল অতি পবিত্র; ভগবান্ ভূতপতির শ্বশুর; সকল রত্নের আকর, ও সিদ্ধচারণগণ নিষেবিত। যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শরীরকে অনিত্য বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবগণের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া তথায় বিধি পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাম ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ স্থানে অবস্থিতি করেন, তীর্থপর্য্যটন প্রভাবে তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সমুদয় তীর্থ নিতান্ত বিষম ও দুর্গম, সেই সমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কারণ সর্ব্ব তীর্থ দর্শন করা উচিত। এই তীর্থগমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গ-

ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। রহস্য ও পরম পবিত্র তীর্থযাত্রা উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতৈষী সাধু সুহৃদ্ শিষ্যগণের ও অনুগতের কর্ণে উপদেশ করিবে। এই তীর্থযাত্রা উপাখ্যান মহর্ষি কশ্যপ অঙ্গিরার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, লোকে প্রত্যহ ইহা জপ করিলে পবিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরা কীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করত জাতিস্মর হন।

—:•:•:—

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, প্রভাকরের ন্যায় তেজস্বী, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আহত ভূরিতেজা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন, তখন অগ্নি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা সম্বর্ত্ত, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জামদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভূ ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্ম বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুরবাক্য শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে ও পাণ্ডবদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। মন্ত্রবিৎ ঋষিগণ প্রসন্ন মনে গমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গঙ্গানন্দনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্ সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের মন একবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা

ঋষিদিগের উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদিগের বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কথাবসানে যুধিষ্ঠির মস্তকদ্বারা ভীষ্মের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, পিতামহ! কোন্ দেশ কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন সময়ে এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায় ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহাগত অবলোকন করিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তদীয় আবাসে পরম সুখে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে পরম পবিত্র বলা যাইতে পারে, আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে কহিলেন, মহর্ষে! ভগবতী ভাগীরথী যে সকল দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, সেই সমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবগণের ভাগীরথীর আরাধনাদ্বারা যে গতি লাভ হয়, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভ হইবার নহে। গঙ্গাসলিলে সিক্ত হইয়া যাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কখন স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া পরে ভাগীরথীর সেবা করে, তাহারা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারে। ভাগীরথীর পরম পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে, যেরূপ গতি হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তদ্রূপ গতি হয় না। যাহার যত অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করে। সূর্য্যদেব যেরূপ উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য ভাগীরথীসলিলসিক্ত হইয়া পাপ দূর করত বিরাজিত হইয়া

থাকে। যে প্রদেশে বা দিকে পবিত্র গঙ্গাসলিল প্রবাহিত না হয়, সেই প্রদেশ বা দিক্ চন্দ্রমাশূন্য রজনী, পুষ্পহীন মহীরুহ, দিবাকরবিরহিত অন্তরীক্ষ পর্ব্বতবিহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের তুল্য গঙ্গা ব্যতিরেকে জগৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম এবং সোমরস বিহীন যজ্ঞসদৃশ। এই ত্রিলোকস্থ সকল প্রাণীই পবিত্র ভাগীরথীসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে, পরম তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। সূর্য্য কিরণসন্তপ্ত গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক হইতেও শুদ্ধতাসাধন করে। একজন শত চান্দ্রায়ণ করিয়াছে; পরে এক জন গঙ্গাজল পান করে, এই দুই জনের পুণ্য সমান হয় কি না হয়, সন্দেহ। অন্যত্র সহস্র যুগপর্য্যন্ত যাস এক পদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফল লাভ হয়, একমাস কাল গঙ্গাতে অবস্থিতি করিলে, বোধ হয়, তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করে, ঐ উভয়ের মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোরব্রতপরায়ণ অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়। যেমন তুলারাশি অনলে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ গঙ্গাস্নানকারীর সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল মানব শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়প্রাপ্তির অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। যেরূপ ভুজঙ্গগণ গরুড়কে দর্শন করিয়া বিষহীন হয়, তদ্রূপ মানবগণ গঙ্গাদর্শনমাত্রেই পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাবিহীন, এক মাত্র ভাগীরথীই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল নরাধম বিবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, তাহারা ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে পরকালে উদ্ধার করেন। যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সমকক্ষতা লাভ করেন। যাহারা বিনয়াচারবিহীন ও অমঙ্গলনিদান তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মঙ্গলময় হয়। দেবগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগগণের সুধা যেরূপ প্রীতিপ্রদ, গঙ্গাসলিল, মানবগণের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকগণ যেরূপ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া জননীর উপাসনা করে, সেইরূপ শ্রেয়োলাভার্থী মানবগণ ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেরূপ সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভাগীরথী সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেরূপ দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য, ভাগীরথী সেইরূপ পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীর উপজীবনস্বরূপ বলিয়া

অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। দেবগণ যেরূপ সত্রাদিযুক্ত চন্দ্রসুধাসংস্থিত অমৃত পান করেন, মানবগণ তদ্রূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীপুলিনস্থিত বালুকা দেহে লিপ্ত করিলে, মনুষ্য আপনাকে দেবের ন্যায় সুন্দর দর্শন করে। যে ব্যক্তি গঙ্গামৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, তাহার তমোনাশক সুনিশ্চল সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল রূপ হয়। গঙ্গাজল সংযুক্ত বায়ু যখন যাহাকে স্পর্শ করে, সে তখন তাহার সকল পাপ নাশ করে। মানবগণ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া গঙ্গা দর্শন করিলে, তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হয়। ভাগীরথী হংস ও কোক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীতশব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীর ভূমি দ্বারা পর্ব্বত সমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমসমাকীর্ণ গোকুলপরিপূর্ণ ভাগীরথীকে দর্শন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। ভাগীরথীতীরে অবস্থিতি করিলে যেমন প্রীতি লাভ হয়, সুরলোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ সুখসম্ভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিলেও গঙ্গা দর্শন করিলেই পবিত্রতালাভে সমর্থ হয়, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে, তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত এবং তদতিরিক্ত পুরুষের সদ্গতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনের অভিলাষ, গঙ্গাসলিল পান, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিল স্পর্শ ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিল স্পর্শ, গঙ্গাসলিল পান, গঙ্গা নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত সহস্র সহস্র পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে, যেরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তদ্রূপ ফল লাভ হয় না। যাহারা সামর্থ্যসত্ত্বে কল্যাণদায়িনী বিশুদ্ধসলিলা গঙ্গাকে সন্দর্শন না করে, তাহাদিগকে পঙ্গু, মূক ও জন্মান্ধ ব্যক্তিগণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ত্রিকালবিৎ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ গঙ্গাসন্নিকটে বাস করেন, এবং গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা গঙ্গাকে আশ্রয় করেন। কোন্ ব্যক্তি সেই গঙ্গায় বাস করিতে ইচ্ছা না করিবে? যে ব্যক্তির প্রাণনাশ হইতেছে, সে যদি পণ্ডিতবচনানুসারে মনে মনে গঙ্গাকে চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার পরম গতি লাভ হয়। ভাগী-

রথীর আরাধনা করিলে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু, রাজা ও পাপ হইতে যাবজ্জীবন কিছুমাত্র ভয় থাকে না। জাহ্নবী গগনমণ্ডল হইতে যখন পতিত হন, তখন ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাকে বহুপুণ্যবলে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ ইঁহার আনুগত্য করিয়া থাকেন। গঙ্গা তিন ধারায় তিন লোক সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। যিনি সেই ভাগীরথীর জল পান করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যেমন দেবগণমধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণমধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যগণমধ্যে নরপতি উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ সমুদায় তরঙ্গিনীমধ্যে ভাগীরথী শ্রেষ্ঠ। গঙ্গাবিহীন হইলে, মনুষ্যগণের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, পুত্র ও স্ত্রী এবং ধননাশ হইলেও তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পুণ্যদর্শনা ভাগীরথীকে অবলোকন করিলে, অসীম আহ্লাদ জন্মে। কাননদর্শন এবং অভীষ্ট বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনতুল্য প্রীতি লাভ হয় না। গঙ্গাদর্শনে চন্দ্র দর্শনের ন্যায় লোকের নয়ন তৃপ্ত হয়। গঙ্গাগতচিত্ত, গঙ্গাগতমন, গঙ্গানিষ্ঠ ও গঙ্গাপরায়ণ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক যিনি গঙ্গার আনুগত্য করেন, তিনি গঙ্গার প্রিয় হয়। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট প্রাণী সকলেরই গঙ্গাজলে অবগাহন করা কর্ত্তব্য। সাধুদিগের ইহাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ভগবতী ভাগীরথী ভস্মীভূত সগরসন্ততি সমুদায়কে স্বর্গে প্রেরণ করাতে পবিত্র বলিয়া সর্ব্বলোকে উহাঁর খ্যাতি হইয়াছে। যাহাদের শরীর গঙ্গার পবনসমস্তুত সুন্দর বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া থাকে। যাহারা সুন্দর জলপূর্ণা প্রশান্তমূর্ত্তি দুরবগাহা বেগবতী ভাগীরথীতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্য লাভ করিয়াছেন। অন্ধ, জড় ও দরিদ্রগণ ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য পুরুষগণ নিষেবিতা যশস্বিনী বিশ্বরূপা সুরধুনীর প্রসাদে অনায়াসে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা কর্ম্মফলদায়িনী অমৃতজলা ত্রিপথগা গঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যে মনুষ্য গঙ্গাতীরে বাস এবং গঙ্গা দর্শন করেন, দেবতারা তাঁহাকে ইহলোকে সর্ব্ব সুখ এবং দর্শন স্পর্শন দ্বারা তুষ্ট হইয়া পরলোকে অভীষ্ট গতি দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বলোকজননী দেবমাতা বেদময়ী দূরবাহিনী মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বভোগময়ী, সুনির্ম্মলা, প্রভাময়ী, সর্ব্বভূতনিবাসা গঙ্গার তীরে বাস করিয়া আছেন, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বকালে

সাগরোদ্ধারসময়ে যাঁহার খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্বিদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, মনুষ্যেরা সেই সরিদ্বরা গঙ্গার উদক পান করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। গুহ এবং সুবর্ণের জননী, ইহলোকে ত্রিবর্গদায়িনী, অমৃতবাহিনী, কলুষনাশিনী, সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা গঙ্গানামে প্রসিদ্ধ হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বর্গ এবং পৃথিবী-স্বরূপা অচলরাজদুহিতা হরের ভার্য্যা সুদর্শনা সর্ব্বভোগময়ী গঙ্গা সর্ব্বলোককে পুত্র দান করিয়া থাকেন। মধুস্রাবিনী, ঘৃতধারাবাহিনী অর্চ্চিষ্মতী উত্তালতরঙ্গমালা সঙ্কুলা ও বিহগগণে শোভিতা, ত্রিদিবজননী গঙ্গা যৎকালে স্বর্গ হইতে পতিত হন, তৎকালে মহাদেব তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন। পরে অচলরাজ হিমাচল হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উৎপত্তিভূমি পূজনীয়া সুনির্ম্মলা সূক্ষ্মরূপা আশ্রয়স্বরূপা অনন্ত কাল বারিবাহিনী যশস্করী বিশ্বময়ী দর্শনে ইষ্টসিদ্ধি কারিণী গঙ্গা সংসারে গঙ্গাস্নানকারীদিগের গতিস্বরূপ হইয়া থাকেন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষা-বিষয়ে পৃথিবীর এবং তেজের সূর্য্য ও অনলের তুল্য, ব্রাহ্মণেরা সতত সেই ভাগীরথীর আরাধনা করেন এবং ব্রাহ্মণের হিতকারিণী বলিয়া গুহ তাঁহার নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা মহর্ষিগণপূজ্যা পুণ্যসলিলা পুরাতনী ত্রিপথগার শরণাগত হন, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকলাভে সমর্থ হন। জহ্নুতনয়া জননীর ন্যায় সমুদায় লোককে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব মোক্ষার্থী মহাত্মাদিগের গঙ্গাবেষণাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিশ্বভোগপ্রদা জগন্মাতা সাধুজনাশ্রয়া ভগবতী ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা ভগীরথ ঘোরতর তপস্যা করত সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন। মনুষ্যেরা সতত সেই গঙ্গার শরণাগত হইলে, উত্তরলোকে নির্ভয়চিত্তে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়।

এই আমি যথাবুদ্ধি পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার নিকট ভগবতী ত্রিপথগার গুণের বিন্দুদংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণগ্রাম পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। সুমেরুর রত্ন সমুদায় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, কিন্তু গঙ্গাজলের গুণ সমুদায় পরিমাণ বা কীর্ত্তন করা যায় না। অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্ম দ্বারা জাহ্নবীর এই সমস্ত গুণের সমাদর করা মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিলে,

তোমার যশঃসৌরভে ত্রিলোক আমোদিত হইবে এবং তুমি অচিরাৎ দুষ্প্রাপ্য পরম সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অভীষ্টলোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার ধর্ম্ম বুদ্ধি দেখিয়া যেন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা সিদ্ধ ধীমান্ শিলবৃত্তির নিকট গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে বিধিপূর্ব্বক ভগবতী ভাগীরথী আরাধনা করিয়া অবিলম্বে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও পরম ভক্তিসহকারে গঙ্গাদেবীর আরাধনা কর, তাহা হইলে, উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতে! ধর্ম্মনিরত মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের নিকট এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবসংবলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ২৭।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার মহাত্মা ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আপনার বিলক্ষণ প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও উচ্চ কুল এবং বিবিধ সদ্গুণ আছে; এই জন্য আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রমধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাঁহার নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়। অতএব এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইচ্ছা হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এতন্মধ্যে কোন্‌টী ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযোগী, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণ্য লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; ইহা সর্ব্বভূতের উৎকৃষ্ট পদ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ হইয়া

জন্মে। এই উপলক্ষে আমি মতঙ্গগর্দ্দভীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের এক সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ বিবিধ সদগুণসম্পন্ন ছিলেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে যজ্ঞ করাইতে প্রেরণ করিলেন। মতঙ্গ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র গর্দ্দভশিশুযুক্ত বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি যেখানে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সে দিকে না গিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসিকায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া, দীনভাবে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না, রথে এক চণ্ডাল বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ কখনই এরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সর্ব্বভূতের আচার্য্য ও উপদেষ্টা; তিনি কেন প্রহার করিবেন? এই ব্যক্তি অত্যন্ত পাপস্বভাব; শিশু দেখিয়াও দয়া করিতেছে না। এই নিন্দনীয় যেরূপ ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কর্ম্ম হেতুর অনুযায়ী হইতেছে।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর এইরূপ কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যে প্রকারে দূষিত হইয়াছেন ও যাহাতে তুমি আমাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিলে এবং যে নিমিত্ত আমার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত সুস্পষ্টরূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামাতুরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই জন্য তোমার ব্রাহ্মণ্য তিরোহিত হইয়াছে এবং তুমি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

মতঙ্গ এই কথা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে যজ্ঞ করাইতে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তুমি গুরুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলে; তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি জন্য প্রতিনিবৃত্ত হইলে? তোমার কোন অমঙ্গল ত হয় নাই?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চণ্ডালজাত বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? ইনি যাহার জননী, তাহার কুশল কোথায়? এই দেখুন গর্দ্দভী কহিতেছে

যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণ্য লাভের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিব। মতঙ্গ এই কথা বলিয়া অবিলম্বে বনগমন করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ্যলাভ বাসনায় যত্নসহকারে ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতারা তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার মনের ইচ্ছা কি?

মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণ্যলাভবাসনায় এই তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেই গৃহে প্রতিগমন করিব।

তখন দেবরাজ সেই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব বাসনা করিতেছ, তাহা নিতান্ত দুর্লভ। যাঁহাদিগের সুকৃত নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তুমি দুর্ব্বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব কামনা করিলে নষ্ট হইবে। অতএব শীঘ্র ইহা হইতে বিরত হও। তপস্যা করিলে বলিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার অবমাননা করা যায় না। অতএব তুমি অচিরাৎ এই দুরাশয় পরিত্যাগ কর। লোকত্রয়মধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডাল হইয়া কখন তাহা লাভ করিতে পার না।

—:০:—

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮।

তপস্বী মতঙ্গ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া এক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দেবরাজ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে; তুমি যাচ্ঞা করিলেও পাইবে না। তুমি এই পরম পদ প্রার্থনা করিলে নষ্ট হইবে। পুত্র! এরূপ দুঃসাহস করিও না। তোমার এ ধর্ম্মপথ নহে। তোমার বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। ইহলোকে ব্রাহ্মণত্ব পাইবে না। যাহা পাইবার নহে, তাহা প্রার্থনা করিলে, অচিরে ধ্বংস হইবে। মতঙ্গ! আমি তোমাকে

ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তিবিষয়ে বারম্বার নিষেধ করিতেছি। তথাপি যদি তন্নিমিত্ত চেষ্টা কর, তবে সিদ্ধ হইবে না; জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তাহার বৈশ্যত্ব; বৈশ্যত্ব লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর ঐ যোনিতে ভ্রমণ করিলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর ঐ যোনিতে ভ্রমণ করিলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তদনন্তর সে সেই পতিত ব্রাহ্মণ-কুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত শত কোটি বৎসর ঐ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ অভিমান ও বৃথা বাক্যপ্রয়োগ তাহারে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি রিপুগণকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়, তবেই সে সদ্‌গতি লাভ করে, আর যদি সে ঐ সমুদায় রিপুর বশীভূত হয়, তবে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমায় যে কথা কহিলাম, ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে।

—:*:*:—

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়। ২৯।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, মতঙ্গ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ না হইতে হইতে, বৃত্রাসুরবিঘাতী দেবেন্দ্র পুনরায় তথায় আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বাক্য কহিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতেছে না?

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তোমার ব্রাহ্মণ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর তুমি বৃথা পরিশ্রম করিও না।

তখন মতঙ্গ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক শত বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐ রূপ ঘোরতর তপস্যা করাতে তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরাসমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার ভূতলে নিপতিত হইবার উপক্রম হইল। তখন সর্ব্বভূতহিতেরত বরদাতা ইন্দ্র দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন করত তাঁহারে ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! দেখিতেছি; ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ বিবিধ বিঘ্নে জড়িত থাকাতে ব্রাহ্মণত্ব আরও দুর্লভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে, বিবিধ দুঃখ এবং পূজা করিলে, বিবিধ সুখলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলপ্রদ। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের মনোমধ্যে যখন যাহা উদিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বর প্রার্থনা কর, কদাচ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিবে না।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে, তপঃপরায়ণ মতঙ্গ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ। আপনি আর কেন আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িত পীড়ন ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। তুমি যদি ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া সে পদ রক্ষা করিতে বিমুখ হও, তাহা হইলে তোমার জন্য দুঃখ হয় না; কিন্তু অনেক মনুষ্য ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু লোকসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিরা ও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ ও অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি জন্য ব্রাহ্মণ্য লাভে অসমর্থ হইব? হায়! আমি কি

মন্দভাগা! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও আমার একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুর্দ্দশা সংঘটিত হইল। যখন আমি এতাদৃশ চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পৌরুষদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমায় অগত্যা ব্রাহ্মণ্যলাভের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়া থাকে এবং যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে অন্য অভীষ্ট বর প্রদান করুন।

তপস্বী মতঙ্গ এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অচিরাৎ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন। তখন মতঙ্গ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমায় এইরূপ বর প্রদান করুন যেন, আমি কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হইয়া ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের পূজনীয় হইতে পারি এবং আমার কীর্ত্তি যেন চিরস্থায়ী হয়। তখন ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া অঙ্গনাগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিভুবনমধ্যে অপরিসীম খ্যাতি লাভ করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর দান করিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা মতঙ্গও অবিলম্বে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে।

—•*•—

ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন দ্বারা বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। শুনা যায় পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, উহা দুর্লভ। আরও শুনিতে পাই, রাজা বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বিভো! এক্ষণে ইহাই শ্রবণ করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাযশা রাজা বীতহব্য যে প্রকারে লোকসংকৃত দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপালনতৎপর মহাত্মা মনুর শর্য্যাতি নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশের ঔরসে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুই রাজা জন্মগ্রহণ

করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। হৈহয়ের দশ ভার্য্যা ছিল। তিনি তাহাদের গর্ভে মহাবলশালী এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রেরা সকলেই তুল্য রূপবান্, রণবিশারদ, বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বেদবেত্তা ছিলেন।

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক জয়শীল প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন; তিনি দিবোদাসের পিতামহ। বীতহব্যের মহাবল পুত্রেরা গঙ্গা যমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সংহার পূর্ব্বক নির্ভয়ে বৎস-বংশীয়দিগের নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনরায় তথায় উপনীত হইয়া তাঁহারও প্রাণ বিনাশ করিল। সুদেবের পুত্র মহাত্মা দিবোদাস রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দিবোদাস বীতহব্যপুত্রগণের বলবিক্রম জ্ঞাত হইয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণা অনেক দ্রব্য পরিপূর্ণা সমৃদ্ধ বিপণ ও আপান শালিনী বারাণসী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনরায় তথায় আগমন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল রাজা দিবোদাসও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় শত দিন ঘোর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন, হতযোধ ও ক্ষীণকোষ হইয়া নিতান্ত দৈন্য দশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাগত হইলেন। বৃহস্পতিনন্দন মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশীরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এখানে আসিবার কারণ কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব।

দিবোদাস কহিলেন মহাত্মন্! বীতহব্যের পুত্রগণ সমরস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে, এক্ষণে আমি একাকী নিতান্ত কাতর হইয়া, আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশের মধ্যে আমারেই কেবল অবশিষ্ট রাখিয়াছে।

মহাপ্রতাপশালী মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণে

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না, আমি তোমার এরূপ পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ করিব যে, তুমি সেই পুত্র দ্বারা বীতহব্যের বংশবিনাশ করিতে পারিবে।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই কথা বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া তাঁহার পুত্রকামনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে রাজা দিবোদাস প্রতর্দ্দননামে এক পুত্র লাভ করিলেন। ঐ প্রতর্দ্দন জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমস্ত বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার দেহে স্থাপন করিলেন। তখন তিনি বর্ম্মিতদেহে ধনুর্দ্ধারণ করত দেবর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলশালী দিবোদাসপুত্র শরাসন, খড়্গ চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় পিতৃসমীপে গমন করিলেন। দিবোদাস স্বীয় পুত্রকে অবলোকন পূর্ব্বক অপার আনন্দানুভব করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই আমার প্রিয়তম পুত্র প্রতর্দ্দন দ্বারাই বীতহব্যের পুত্রেরা নিশ্চয়ই নিহত হইবে। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করত আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিছু দিন অতীত হইলে, মহারাজ দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অচিরাৎ বীতহব্যের পুত্রগণের প্রাণ সংহার কর। প্রতর্দ্দন পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীতহব্যের পুত্রেরা প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নগরাকার রথসমূহে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া, হিমাচলোপরি জলধরের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর সায়কনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অমিতৌজা প্রতর্দ্দন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বীতহব্যপুত্রগণের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অবিলম্বে বজ্রাগ্নিসন্নিভ সায়কনিচয় দ্বারা তাঁহাদের মস্তক সকল দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। বীতহব্যাত্মজগণ প্রতর্দ্দনশরে ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতার্দ্রগাত্রে কুঠারচ্ছিন্ন কিংশুকতরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

তখন নরপতি বীতহব্য পুত্রগণের নিধনদর্শনে স্বীয় নগর পরিহার

পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহাত্মা ভৃগুও তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। রাজা বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলে, দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতি-বিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহর্ষি ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অচি-রাৎ মহর্ষিকে আমার আগমনবার্ত্তা প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছি। দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু অবিলম্বে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারে আম-ন্ত্রণ পূর্ব্বক সৎকার করিলেন এবং উহাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বল।

মহাবীর প্রতর্দ্দন কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার আশ্রমে ক্ষত্রিয় বীত-হব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার পুত্রেরা আমার বংশ বিনষ্ট এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বীর্য্যগর্ব্বিত শত পুত্র সংহার করিয়াছি; এক্ষণে উহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। তখন ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া প্রতর্দ্দনকে কহিলেন, মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ।

মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার চরণবন্দন পূর্ব্বক হৃষ্ট-চিত্তে কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়া ভীতচিত্তে আপনার শরণাপন্ন হওয়াতে, আপনি তাহাকে ব্রহ্মণত্ব প্রদান করিতে-ছেন। অতএব এক্ষণে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমারই বীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিভ্রষ্ট হইল। আমি ইহাদ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করি-তেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। এইরূপে মহাবীর প্রতর্দ্দন মনুষ্যের প্রতি সর্পের বিষত্যাগের ন্যায় বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও মহর্ষি ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

এই প্রকারে নরপতি বীতহব্য মহামুনি ভৃগুর বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রেই ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ মহাত্মার রূপলাবণ্য অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল।

একদা দৈত্যেরা উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋক্‌বেদমধ্যে উঁহার গুণ কীর্ত্তিত আছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মার সুচেতা নামে এক পুত্র জন্মে; মহাত্মা সুচেতার ঔরসে বর্চ্চার জন্ম হয়। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য, বিহব্যর পুত্র বিতত্য, বিতত্যের পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত, সন্তের পুত্র শ্রবা শ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের উৎপত্তি হয়। সেই শুনকের পুত্র মহাত্মা শৌনক, ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে মহীপাল বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহামুনি ভৃগুর প্রসাদে সবংশে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশাবলি ও তাঁহার ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করিলাম। অতঃপর যাহা শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল।
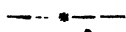
একত্রিংশত্তম অধ্যায়। ১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিভুবনমধ্যে কোন্ মনুষ্যেরা পূজ্য, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন। আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হইতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয়ে আমি নারদবাসুদেবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন নারদ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, দেখিয়া মহাত্মা কেশব কহিলেন, ভগবন্! আপনি পরম ভক্তিসহকারে কাহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন? যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে, ব্যক্ত করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার ন্যায় শ্রোতা আর কে আছে? হে বিভো! যাঁহারা বরুণ, বায়ু, আদিত্য, পর্জ্জন্য, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করেন, যাঁহারা বেদজ্ঞ ও বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সত্য, ধর্ম্ম, ক্ষিতি ও গাভীর পূজা

করেন, যাঁহারা সঞ্চয়বিমুখ হইয়া অরণ্যমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করত তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবায় সমাসক্ত হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্য সংসাধন করেন, যাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাঁহারা অসূয়াবিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করেন, যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠাননিরত, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্য কব্য অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা ভিক্ষ বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, গুরুগৃহে থাকিয়া কষ্ট সহ্য করেন, সুখ কামনা করেন না; যাঁহারা অকিঞ্চন, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপরিশূন্য, সর্ব্বদা দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া বাগ্মিতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণে অলংকৃত, যে সকল গৃহস্থ কপোতবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ুভক্ষণ, জল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে নিযুক্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্র ব্রতপালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সকল ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উহাঁদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উহাঁরা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বলোকের অজ্ঞানরূপ তমোনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণ পূজিত হইলে, উভয়লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমারে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত আসক্ত, যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষা বিহীন, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা কৌমারব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করেন, যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথানিয়মে ভোজন বস্ত্র প্রদান

পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা যথাবিধি সোম-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কেশবকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথি-গণকে পূজা কর। তাহা হইলে, অনায়াসে তোমার সদ্গতি লাভ হইবে।

—০*০—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্র জানেন এবং আপনার প্রজ্ঞা অপরিসীম; আমি আপনার নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা শরণাগত জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে আমি একটি প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেন পক্ষী কর্তৃক তাড়িত হইয়া, ভীতচিত্তে নভোমণ্ডল হইতে পতিত হইয়া শিবিরাজার শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপল সদৃশ শ্যামবর্ণ রক্তনয়ন প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণার্থ ক্রোড়ে আগমন করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গম! তুমি ভীত হইও না, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এ স্থানে উপনীত হইয়াছ, তাহা প্রকাশ কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে; এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে পারিবে না। অতএব তুমি বিশ্বস্তমনে অবস্থান কর; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি তোমার রক্ষাবিধানার্থ সমুদায় কাশিরাজ্য ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরি-ত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ নহি।

মহীপতি শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাসিত করিতেছেন, এমন সময়ে

সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমাগত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য; আমি বহুযত্নে ইহাকে লাভ করিয়াছি; এক্ষণে এ পলাইয়া আসিয়াছে; অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কদাচ উচিত নহে। এই কপোতের মাংস, শোণিত, মজ্জা ও মেদ আমার পথ্য এবং প্রিয়। আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কাপোতকে পরিত্যাগ করুন, আমি ক্ষুধা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি ইহার অনুসরণ পূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষত বিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র শ্বাস অবশিষ্ট আছে; বৃথা কেন ইহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মনুষ্যগণেরই প্রভু, তৃষার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশবিহারী বিহঙ্গমগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে। আর যদি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া খেচরদিগেতেও প্রভুত্ব স্থাপন করেন, তাহা হইলেও আমার প্রতিও আপনার কৃপাদৃষ্টি করা উচিত; কারণ আপনি ধর্ম্মকামী।

মহারাজ শিবি শ্যেন পক্ষীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, বিহঙ্গম! অদ্য আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষ প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ কর। আমি কদাচ শরণাগতপ্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোনক্রমেই মদীয় উৎসঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতেছে না।

তখন শ্যেন কহিল, মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না; সুতরাং ঐ সমুদায় জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন নাই। দেবতারা কপোতগণকেই আমাদিগের ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আর সকলেরই ইহা বিদিত আছে যে, শ্যেন পক্ষীরা কপোতদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।

মহারাজ শিবি শ্যেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহাকে কহিলেন, বিহঙ্গম! অদ্য তুমি আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া আমার প্রতি

নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; আমি অচিরাৎ তোমাকে এই কপোত-পরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেন পক্ষীকে এই বলিয়া তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অন্যদিকে স্বীয় গাত্রমাংস ছেদন করত প্রদান করিতে লাগিলেন। বিবিধ রত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী অঙ্গনাগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার শব্দ করত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের রোদনধ্বনিতে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় ভূপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে আকাশমণ্ডল জলদারত ও বসুন্ধরা বিকম্পিত হইল। মহাত্মা কাশিরাজ ক্রমশঃ পার্শ্বদ্বয়, বাহুযুগল ও ঊরুযুগল হইতে মাংস সকল ছেদন করিয়া তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন। কিন্তু তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাত্রাবশিষ্ট হইল, তখন তিনি স্বয়ং শোণিতার্দ্র কলেবরে তুলাদণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন।

সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন। দেবতারা ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করত তদীয় শিরোদেশে মুহুর্মুহুঃ অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাত্মা শিবি সেই সৎকার্য্যপ্রভাবে হেমময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভসম্পন্ন বিমানে অধিরূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি সেই শিবিরাজার ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হও। ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতগণকে রক্ষা করিলে, পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখলাভ হইয়া থাকে। যে সচ্চরিত্র নরপতি শিষ্টাচারসম্পন্ন হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। সেই বিশুদ্ধাত্মা সত্যপরাক্রম কাশিরাজ স্বীয় সৎকার্য্য দ্বারা লোকত্রয়মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে ভরতসত্তম! যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তিনি নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সতত শিবিরাজার এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র ও পাপ ধ্বংস হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতিগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! যে মহীপাল সুখলাভের প্রার্থনা করেন, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করা তাঁহারা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই নরপতিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। নরপতি বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ রাজার নগরে বা জনপদে বাস করিবেন, তাঁহাদিগকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান, তাঁহাদের প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কার্য্যই নরপতির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে সতত প্রতিপালন করিবেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। ইহাঁদিগের স্বভাব উগ্র ইহাঁরা কুপিত হইলে অভিচারাদি উপায় এবং তেজোদ্বারাও দাহ করিতে পারেন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা নিতান্ত আবশ্যক। মেঘমণ্ডল যেরূপ জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন পূর্ব্বক লোকের জীবনরক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়াদ্বারা ইহাঁদিগের বধসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাঁদের গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। কাননমধ্যে বহ্নিশিখা যেরূপ সমুদায় বন দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে পারেন। উহাঁদিগকে দর্শন করিলে, অতি সাহসিক ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয়। উহাঁরা অসীম গুণসম্পন্ন। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে ও কেহ কেহ বা নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাবে অবস্থান করেন। কেহ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি অতি অকপট। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ সতত কলহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এই প্রকার নানাবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই নানাধর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবী ব্রাহ্মণগণেরমধ্যে সাধুদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণগণ পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজনীয়। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাহারা উঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়,তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বিদ্বেষীদিগের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন; আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অচিরাৎ পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের কৃপাদৃষ্টি না পাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ; তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কখনই উচিত নহে। সর্ব্বজন্তুবধের পাপ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর। মহর্ষিরা ব্রাহ্মণহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের নিন্দাবাক্য শ্রবণ করা কখনই উচিত নহে। যে স্থলে ব্রাহ্মণগণের নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তথায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই বিধেয়। এই জীবলোকে অদ্যাপি এমন লোক জন্মে নাই ও জন্মিবেও না যে, ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধোৎপাদন পূর্ব্বক পরম সুখে জীবনযাপন করিতে পারে। মুষ্টিদ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্রস্পর্শন ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।

—:০:০:—

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৪।

ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণেরা সকলকেই সুখদুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীব-

গণের মঙ্গল লাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহাবল ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্ সমুদায় ব্রাহ্মণদেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপিষ্ঠের গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃলোক কদাচ তাহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ করেন। যাঁহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করেন, তাঁহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূল কারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, তাহা ব্রাহ্মণেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূতভবিষ্যৎ বিষয় সমুদায়ই অবগত আছেন। ব্রাহ্মণের আদেশানুবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে কোথাও পরাভূত হইতে হয় না। তাহারা চরমে পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও বল নিবারণ করিতে সমর্থ হন। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরাবংশীয়েরা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে হুতাশন যেরূপ গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, সেইরূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, শ্রবণ এবং যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়, তৎসমস্তই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে পৃথিবীবাসুদেবসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ধরিত্রীকে কহিলেন, হে শুভে! গৃহী ব্যক্তি কোন্ কর্ম্ম দ্বারা পাপ ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পৃথিবী কহিলেন, বাসুদেব মহাত্মা নারদ আমাকে কহিয়াছেন যে,

ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণসেবায় আসক্ত হয়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের কীর্ত্তি, বুদ্ধি, সম্পত্তি ও মহারথিত্ব লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সদ্বংশজাত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমপবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই বিধেয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা যাহাকে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, সে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং সুররাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে প্রথমে সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রলোচন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আদেশানুবর্ত্তী হওয়া সকলেরই উচিত।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী বসুমতী মহাত্মা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের পূজা কর; তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৫।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ জন্মহেতুই সর্ব্বভূতের নমস্য। তাঁহারা অতিথিরূপে সুপক্ক অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলের মুখস্বরূপ। তাঁহাদের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। তাঁহারা পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুগণ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করেন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে; ইহাই তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী

লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কখনই উচিত নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে, নিশ্চয়ই ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে; আর স্বাধ্যায়-সম্পন্ন হইলে, শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা, দেবগণোদ্দেশে হুতাশনে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের পরম সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে, গৃহস্থ শিশুগণের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় বাসনাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোকমধ্যে যে সমুদায় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ তপঃপরায়ণ, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়; কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ বা সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্বশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব চৌল, শবর, কিরাত ও যবনপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের রোষপ্রভাবেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের পরাক্রম-নিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতুবন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত সুকঠিন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন ভূপতিই পৃথিবী শাসন করিতে পারে না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবতারও দেবতা। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা ধরিত্রীর উপভোগ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণগণের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য

কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মতেজের শমতা হইয়া-থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুলরক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

—•*•—

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৬।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর ইন্দ্রশম্বরসংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক সময় পুরন্দর জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত শরীর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কি প্রকার ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়গণকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথাযথরূপে কীর্ত্তন কর।

শম্বর কহিলেন, মহাত্মন্! আমি কদাচ ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে, আমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করি না। আমি সতত ব্রাহ্মণগণকে সাদর সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি। তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি। আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমারে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টমনে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমস্তই গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের বদননিঃসৃত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত

হয়, তাহারা অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা কিরূপে সিদ্ধ হইলেন ?

চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বাক্যবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুন্ধরা সমরবিমুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃতা, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী এবং কন্যকা গর্ভবতী হইলেই লোকসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মহিমা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া, অচিরাৎ দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

—:•:—

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানের যথার্থ পাত্র কে, বলুন। যাহাকে পূর্ব্বে দান করা যায় নাই, না যে চিরকাল পরিবারমধ্যে বাস করিতেছে, না যে দূরদেশ হইতে আসিয়াছে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তাঁহাদের সকলকেই সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ভৃত্যগণকে কষ্ট দিয়া দান করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি ভৃত্যগণকে কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই কষ্টভোগ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও ধর্ম্মহিংসা না করিয়া কাহাকে দান করিলে, উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মাননাভাজন ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবান্ ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবিচলিতচিত্তে মানবগণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম, এই সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কদাচ কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমস্ত গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানাস্পদ হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্য নির্দ্দেশ, শাস্ত্র লঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়মভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কানুরক্ত, আক্রোশ-নিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতগণ ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগজাল বিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্ট ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

—:০:০:—

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীলোকেরা লঘুচিত্ত ও সর্ব্বদোষের মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদিগের স্বভাব, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে

দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মলোকের অপ্সরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পঞ্চচূড়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুমধ্যমে! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, তুমি তাহার উত্তর দাও।

পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অবশ্যই যথাশক্তি তাহার উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমাকে ত্বদীয় অবক্তব্য বা অসাধ্যবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীলোকের স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

অপ্সরোত্তমা পঞ্চচূড়া নারদের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি স্বয়ং নারী হইয়া কিরূপে স্ত্রীলোকের নিন্দা করিব? আপনি স্ত্রীজাতির স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

নারদ কহিলেন, ভদ্রে! নারী হইয়া স্ত্রীজাতির নিন্দা করা যে অকর্ত্তব্য, তাহা সত্য বটে; কিন্তু মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষভাগী হইতে হয়; আর সত্য কহিলে, কিছুমাত্র দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করা তোমার কর্ত্তব্য।

চারুহাসিনী পঞ্চচূড়া নারদকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সম্মত হইল এবং স্ত্রীজাতির সহজ দোষ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। নারীগণ সদ্বংশজাতা, রূপলাবণ্যবতী ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহারা অপেক্ষা অধিকতর পিষ্টা আর কেহই নাই। উহারা, সর্ব্বদোষের আকর। উহারা অবসর পাইলেই ধনবান্, রূপবান্, বশবর্ত্তী পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগ অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে পতির বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা

করে না ; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কখনই ভর্ত্তার বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাসনা করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও, উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের ন্যায় কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনোগত ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অনলের, অসংখ্য নদীদ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষদর্শনে উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া যেরূপ উহাদের প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের এক দিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অন্য দিকে স্ত্রীজাতিকে সন্নিবেশিত করিলে, স্ত্রীজাতি কদাপি ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সকল ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীজাতির দোষসৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষগণ দৈবসৃষ্ট মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীগণের প্রতি এবং স্ত্রীগণ পুরুষগণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে এই সংশয় জন্মিয়াছে যে, পুরুষেরা স্ত্রীগণকে সর্ব্বদোষের আকর জানিয়াও কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা যে কোন্ পুরুষের প্রতি আসক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হয়, তাহা আমি

বুঝিতে পারি না। অতএব পুরুষ কি প্রকারে স্ত্রীদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। উহারা ক্রীড়াকৌতুকদ্বারা পুরুষগণকে বিমোহিত করে। উহাদের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে বাসনা করে, সেইরূপ তাহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি, কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমস্তই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে, উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীগণ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্য সমুদায় দর্শন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতিই সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার অবলোকন করিয়া, পূর্ব্বতন ধর্ম্মনিরতা কামিনীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, উহাদিগকে পরপুরুষ সংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; অতএব এক্ষণে কিরূপে স্ত্রীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।

—:•:—

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪০।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি কামিনীবিষয়ক যাহা যাহা কহিলে, তৎসমস্তই যথার্থ বটে। এক্ষণে পূর্ব্বে মহামতি বিপুল যে প্রকারে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও প্রজাপতি ব্রহ্মা যে জন্য সর্ব্বজনমোহিনী নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পাপ-

শীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অনল, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবতারা তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া, শঙ্কিতচিত্তে ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মানবগণের মোহোৎপাদনার্থ সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কামিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা পতিব্রতা ছিল ; ভগবান্ কমলযোনি এই যে সকল স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন, ইহারা অসতী।

ভগবান্ প্রজাপতি এইরূপে ঐ প্রকার মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সকল স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা ইন্দ্রিয়-বিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্ত্রীজাতিকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ ও রতি এই সমুদায়ের আসক্তি প্রদান করিয়াছেন। বধ, প্রহার, বন্ধন, অথবা নানাবিধ ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। কিন্তু আমি পূর্ব্বে ইহাও শুনিয়াছি যে, মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম রুচি। রুচি অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। দেবদানব ও গন্ধর্ব্বগণ বিশেষতঃ ইন্দ্র তাঁহার অমানুষিক রূপলাবণ্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্ত্রীলোকের চরিত্র ও ইন্দ্রের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার অভিলাষে, স্থানান্তরগমনের বাসনা করিয়া কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয় শিষ্য বিপুলকে কহিলেন, বৎস। আমি

যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই পাপিষ্ঠ মায়াপ্রভাবে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব তুমি সাবধান হইয়া সতত ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভ জিতেন্দ্রিয় মহাতপা ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী বিপুল মহাত্মা দেবশর্ম্মার এইরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গুরু প্রস্থান করিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিয়া আগমন করেন এবং তাঁহার কলেবর ও তেজই বা কিরূপ, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি দেবশর্ম্মা কহিলেন, বিপুল! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে; কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিত, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন সিংহ, কখন ব্যাঘ্র, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন স্থূল, কখন কৃশ, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা, কখন অন্যান্য বিবিধরূপ, কখন বা মশকাদি বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাক্, যিনি এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ স্থির করিতে পারেন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে, কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা উহারে অবলোকন করিতে পারা যায়। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক কৃশমধ্যা রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উঁহারে দূষিত করিতে না পারে।

মহাত্মা দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। তখন মহাতপাঃ বিপুল গুরুবাক্যশ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি প্রকারে আমি গুরুপত্নীকে ইন্দ্র হইতে রক্ষা করি। ইন্দ্র অতিশয় মায়াবী ও মহাবলসম্পন্ন, আমি আশ্রম বা উটজদ্বার রোধ ও পৌরুষ প্রকাশ করিয়া, কোনরূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে সমর্থ হইব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে

আক্রমণ করিবে আর সে বহুবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উঁহাকে রক্ষা করাই আমার উচিত। যদি গুরু আজি উঁহারে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে, রোষবশতঃ নিশ্চয়ই আমারেও শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা আমার নিতান্ত আবশ্যক। যদি আজি আমি যোগ-বলে গুরুপত্নীর দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দু যেরূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি রজোগুণ নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কদাপি দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজি আমি উঁহার শরীরমধ্যে এইরূপে অবস্থান করিব।

হে বৎস! মহামতি বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণ পূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে নিজলোচনদ্বয়ের তেজ উঁহার লোচনদ্বয়ে সংযুক্ত করিয়া বায়ু যেরূপ আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং লিঙ্গ দ্বারা লিঙ্গ এবং বদন দ্বারা বদনে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া ছায়ার ন্যায় চেষ্টা-শূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে গুরুপত্নীর সমুদয় শরীর স্তব্ধ করিয়া মহাত্মা গুরু যতদিন প্রত্যাগমন না করেন, ততদিনের জন্য তাঁহার রক্ষা করণে নিযুক্ত হইলেন।

— * —

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪১।

এই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র লোচনলোভনীয় অতি মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহর্ষি দেবশর্ম্মার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন মহাত্মা বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিয়া-ছেন এবং রুচিরাপাঙ্গী পীনশ্রোণিপয়োধরা পদ্মপত্রবিশালাক্ষী পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা রুচি তাঁহার সকাশে অবস্থান করিতেছেন। দেবরাজ আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রুচি তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে

বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত উঠিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু মহাত্মা বিপুল শরীর স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অতএব পারিলেন না। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে কহিলেন, শুচিস্মিতে! আমি ইন্দ্র; আমি তোমার জন্য বহু দিন অবধি অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; দেবরাজ এইরূপ কহিতেছিলেন, বিপুল গুরুপত্নীর শরীরে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। মুনিপত্নী রুচি ও স্বীয় দেহস্থিত বিপুলের প্রভাবে তদীয় বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া যোগবলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদয় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সলজ্জ-ভাবে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন।

ঋষিপত্নী তাঁহাকে আসুন আসুন বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুল তাঁহার বাক্যের বিপর্য্যয় করিলেন। তাঁহার চন্দ্রবদন হইতে "হে ইন্দ্র! তুমি এখানে কি জন্য আগমন করিয়াছ।" এইরূপ সংস্কৃত বাক্য বিনিঃসৃত হইল। হঠাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে নির্গত হওয়াতে, রুচি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, রহিলেন। দেবরাজও সম্পূর্ণ চিন্তা করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। পরিশেষে দেবরাজ দিব্যচক্ষুদ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহ-মধ্যে অতুলতেজঃসম্পন্ন মহাত্মা বিপুলকে দর্শন করিলেন। ঘোরতপস্বী বিপুলকে দর্শন করিবামাত্র অভিশাপভয়ে তদীয় কলেবর বিকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন মহাত্মা বিপুল অচিরাৎ গুরুপত্নীর শরীর হইতে স্বী... প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তা দোষনিবন্ধন অতি অল্পকালমধ্যেই দেব মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন হইয়া আবার তাঁহার পুরুগ্রহেই মুক্ত হইয়াছিলি তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করিতেছি। অতএব তুই অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কর। আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে, এইক্ষণ কি

তোকে দগ্ধ করিতাম না। তুই শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর্; নচেৎ আমার গুরু মহর্ষি দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত চক্ষুঃদ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কদাচ এরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস্, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই।

দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা বিপুলের এইরূপ গর্হিত বাক্যশ্রবণে কিছুমাত্র না বলিয়া যার পর নাই লজ্জিত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহর্ষি দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয় শিষ্য মহাত্মা বিপুল গুরুকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদীয় ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহাতপা দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা ইন্দ্র এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমি গুরুপত্নীকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন তপোধন দেবশর্ম্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে। দেবশর্ম্মা এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অনুপম তপস্যা আচরণ করিলেন। মহাত্মা দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই নির্জ্জন কাননে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

—০*০—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪২।

অনন্তর মহাতপা উক্ত অদ্ভুত কার্য্যসাধন এবং পরে বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক "আমি সিদ্ধিলাভ ও উভয় লোকপরাজয় করিয়াছি" এই মনে করিয়া মহাস্পর্দ্ধাসহকারে নিঃশঙ্কচিত্তে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া নভোমার্গে গমন করিতেছিল; তাহার অঙ্গ হইতে কতকগুলি দিব্যগন্ধ-যুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে বনমধ্যে নিপতিত হইল। চারুলোচনা রুচি ঐ সমুদয় কুসুম গ্রহণ করিলেন। এই সময় অঙ্গরাজ্য হইতে নিমন্ত্রক তাঁহার নিকট আগমন করিল সুন্দরী নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল পুষ্পকেশে ধারণ করিয়া অঙ্গরাজের ভবনে গমন করিলেন। অঙ্গ-রাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি এই পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; অনন্তর রুচি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। ঋষি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অচিরাৎ এইরূপ পুষ্প আহরণার্থ গমন কর। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প পতিত রহিয়াছে; তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান দিব্যগন্ধযুক্ত পুষ্পগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পা নগরীতে প্রত্যা-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময় পাদ পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি জন্য তুর্ণ গমন করিলে? সে কহিল, আমি আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি; শীঘ্র গমন করি নাই। এই-রূপে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এইরূপ শপথ করিল যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাতপা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষন্নবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি অতি কষ্টে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্য শ্রবণে বোধ হইতেছে যে, আমার নিতান্ত দুর্গতি লাভ হইবে। ঐ নর-মিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষন্ন-মনে স্বীয় দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে

অন্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষদ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী অবধারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিনের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার লিঙ্গে এবং বদন দ্বারা তাঁহার বদনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু গুরুর নিকট উহা প্রকাশ করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া চম্পানগরীতে আগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথানিয়মে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

—০*০—

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩।

তখন তপোধন দেবশর্ম্মা প্রিয় শিষ্য মহাতপা বিপুলকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মহারণ্যে যে যে পদার্থ অবলোকন করিয়াছ, আমি তৎসমস্ত জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে প্রকারে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমি, জানি। রুচি এবং অরণ্য মধ্যে তুমি যাহাদিগকে দেখিয়াছ তাহারা ও সকলে জানে।

বিপুল কহিল, ভগবন্! আমি মহারণ্যে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে অবলোকন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কি প্রকারেই বা মদীয় কার্য্য সকল জানিতে পারিল, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

দেবশর্ম্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবনে যে নরমিথুন দেখিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়ায় ব্যাপৃত দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদের অগোচর নাই। তাহারা চক্রবৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপাচরণ করিয়া "আমার এই দুষ্কার্য্য কাহারই বিদিত হইবে না" এইরূপ মনে করা কাহারও উচিত নহে। পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ নির্জ্জনে যে সকল দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে; দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমস্তই দর্শন

করে। তুমি যে প্রকারে রুচির রক্ষাবিধান করিয়াছিলে, তাহা আমার সকাশে প্রকাশ কর নাই; এই জন্য পরলোকে তোমার দুর্গতিলাভ হইবে। তুমি ভয়বশতঃ আমার নিকট স্বীয় কার্য্য গোপন করিয়া "উহা কেহই জানিতে পারে নাই" এইরূপ বিবেচনা করত হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে বলিয়া সেই অরণ্যস্থিত নরদেহধারী দিবারাত্রি ও ঋতু সমুদায় তোমারে তোমার দুষ্কৃত তদীয় স্মৃতিপথে সমুদিত করিয়া দিয়াছে। মনুষ্যেরা শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবারাত্রি ও ঋতুসমুদায় তৎ সমুদায়ই পরিজ্ঞাত হয়। তুমি, দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে না পারিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তদীয় দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে; এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই ক্রোধপ্রযুক্ত তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার চিত্ত বিকৃত হইত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোমারে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেরূপে আমার ভার্য্যাকে রক্ষা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা আমার সকাশে তোমার প্রকাশ করা হইল। এখন আমি তোমারে বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিবে। মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাতপা বিপুলকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গ আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে সমাসীন হইয়া কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা উচিত। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দ্বিবিধ স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই [illegible] পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরি[illegible] গণকে তাহাদের দেহজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। [illegible] ও বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে কদাচ উহাদিগকে রক্ষা [illegible] পারেন না। উহারা সাতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন। যে ব্যক্তি উহাদের [illegible] হইতে কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহারেই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে, উহাদের কদাচ তৃপ্তিলাভ হয় না। উহাদের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহার ও উচিত নহে; কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে

উঁহাদের সহিত সংসর্গ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি উঁহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার না করে, তাহারে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিতে পারেন না।

—○※○—

চতুঃশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অতএব কি প্রকার পাত্রে কন্যাদান করা উচিত, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্যাদা ও কার্য্যের বিষয় সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিলে, ঐ বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে আহ্বান করত ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাদান করিলে, ঐ বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলাযায়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার ইচ্ছায় যে বিবাহ হয়, তাহা গান্ধর্ববিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বর সমধিক ধনদ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারগণকে প্রলোভিত করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আসুরবিবাহ বলা যায়। আর পরিজনগণ কন্যাদানে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও পরিবেত্তা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বলসহকারে রোরুদ্যমানা কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহা রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও অসুর এই দুই প্রকার বিবাহ অধর্ম্ম্য। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে অধীকারী হন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ কেবল উপভোগার্থ শূদ্রাকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তাহা নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের

শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। অতএব ব্যাসুর ও পৈশাচ বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিলে, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক পাত্র দশবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া অরুষোদি কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে,সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, অতএব তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোমত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তিনী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে এবং সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন মাতামহের সপিণ্ড ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করাই ধর্ম্ম সঙ্গত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে স্থলে প্রথমতঃ এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদান করে, অপর ব্যক্তি শুল্ক প্রদান করিতে স্বীকার করে, অন্য ব্যক্তি বলপ্রকাশ করিয়া শুল্ক দিতে চাহে অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভ প্রদর্শন করে, সে স্থলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার পত্নী হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে মনুষ্যগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা অবধারণ করে, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই তাহাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। পতি ও ভার্য্যা ঋত্বিক্ ও আচার্য্য, শিষ্য ও উপাধ্যায়, ইহারা পরস্পরের প্রতি মিথ্যাপ্রয়োগ করিলে, দণ্ডভাগী হন; কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তজ্জন্য ইহাদের পাপ নাই। মনু কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে, ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়। কন্যার বন্ধুবান্ধবভিন্ন যদি বিধিপূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহারে গ্রহণ করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই

বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-তর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যালাভ করিয়া থাকে। অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে অঙ্গীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্ক গ্রহণ করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যাকর্ত্তা কন্যাপ্রদান করিব বলিয়া প্রথমে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে, যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার পাণিগ্রহণার্থে অন্য একটী শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, কন্যাকর্ত্তা প্রথমে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কহিয়া মদীয় চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শুল্ক সচ্চরিত্র উৎপাদন করে না; অতএব সৎপাত্র পাইলে পূর্ব্বে শুল্ক প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে কন্যা প্রদান করিলে দোষ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা কখন শুল্ক লইয়া কন্যাদান করেন না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্ব্বক "তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর" এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে, ঐ স্থলে অলঙ্কারাদিদানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যা-দানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসম্মত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কদাচ অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কদাচ বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদবধি এক জনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে, কন্যাপহারদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদান স্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি-গণের এইরূপ শাসন আছে যে অনভিলষিত ব্যক্তিকে কখনই কন্যা-প্রদান করিবে না। কারণ অভিলাষই অনুরাগ এবং সৎপুত্রোৎপত্তির হেতু। অতএব এরূপ অনভিলষিত সহবাসের অনেক দোষ। শুল্ক যে কেন সদাচারোৎপাদক নহে, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশ সকল পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টী বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লীক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন পাণিগ্রহণ না করিলে, পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যে কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতৃবাক্যে সাতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, পিতঃ! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে বাসনা করিয়াছি। তখন ধর্ম্মাত্মা মহারাজ বাহ্লীক আমার বাক্য শ্রবণে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কখনই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, যাহারা পাণিগ্রহণভিন্ন শুল্কদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাদের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ; কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কদাচ শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয় বিক্রয়কে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কদাপি ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যা ক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ সন্দেহ নাই। যাহারা দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয়ও সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

একদা কয়েক ব্যক্তি নরপতি সত্যবানের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নরপতে! এক জন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে, ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদের এই বিষয়ে সাতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন। আপনি বিজ্ঞ। আমরা তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; আপনি আমাদিগের চক্ষুস্বরূপ হউন। তখন

ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজ্জনগণ! শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে, তাহাকে অবিচারিতচিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা বিধেয়। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে, পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কন্যা-কর্ত্তা কন্যাকে একপাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনায় তাহার পাণি গ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে কখনই দোষী হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্য প্রয়োগদোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জল-প্রদান পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে যথাবিধি কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকূলা সদৃশবংশসম্ভূতা অনলসমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।

—:০:—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন কন্যার শুল্কপ্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু শুল্কপ্রদাতা উপস্থিত হইল না; অন্য পতিও পাওয়া গেল না; সে স্থলে সে কন্যার গতি কি হইবে, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি পিতার পুত্র না থাকে এবং তিনি ধনবান্ হন, তাহা হইলে, ঐ কন্যাকে প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু তিনি যদি বরপক্ষীয়দিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে, কন্যা শুল্কপ্রদাতার ক্রীতা হইল। ঐ রূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্ক-দাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে [illegible]পুরুষদ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধিপূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণবশতঃ বহুদিন অবিবাহিতা থাকিলে, পিতার আদেশানুসারে আপনারাই ভর্ত্তা মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকের মতেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয়। পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার অনুমতিক্রমে নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ

কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি দেওয়া পিতার নিতান্ত গর্হিত ও অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিগণ কদাচ ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। স্ত্রীলোকের অনাহুত্রাগর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় নিন্দিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যাসত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুত্র আত্মস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং আত্মস্বরূপ দুহিতা ও পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব আত্মস্বরূপা কন্যা বর্ত্তমান থাকিতে অপরে কি প্রকারে ধন গ্রহণ করিবে। মাতার যৌতুক ধনেও কন্যাই সম্পূর্ণ অধিকারী। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করিতে পারে; এই জন্য অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে, তাহার ধন পাঁচ ভাগ করিয়া তিন ভাগ কন্যা ও দুই ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ, দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হই[illegible]। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা আ[illegible]বিবাহোৎপন্ন, স্বভাবতঃ অসূয়াপরবশ, অধর্ম্মনিষ্ঠ, ও পরধনাপহারী হইয়া থাকে। অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কদাচ মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা মহামনা যম কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় কন্যাকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে, তাহাকে কালসনামক ঘোরতর নরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ, মূত্র ও পুরীষ

গ্রহণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনস্বরূপ পণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ কহিয়া থাকে, উহা নাম মাত্র। কারণ, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করুন, তাঁহাকে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে। কেহ কেহ ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কখনই নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থদ্বারা কোন ধর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক পিতৃবশ্যা কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐ রূপ বিবাহ রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ঐ রূপ বিবাহ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অন্ধতামস নরকে নিপতিত হইতে হয়।

—*—

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

ভীষ্ম কহিলেন, মনীষিগণ কহিয়া থাকেন যে, জ্ঞাতিগণ যদি কন্যার কিছু গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সে বিক্রয় হয় না। কন্যার নিমিত্ত যে অলঙ্কারাদি গৃহীত হয়, সে কন্যার; অতএব তাহাতে পাপ নাই। সমস্ত অলঙ্কারই কন্যাকে প্রদান করিতে হইবে। পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর যদি যথেষ্ট মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে অলঙ্কারাদিদ্বারা কন্যাকে অবশ্য বিভূষিতা করিবেন। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি আসক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি পুরুষের প্রীতি জন্মে না। অপ্রীতিনিবন্ধন পুরুষ কদাপি সুসন্তান লাভে সমর্থ হয় না। অতএব অবিরত মহিলাগণের প্রীতিসাধন ও তাহাদিগের সমাদর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সংসারে রমণীগণের যথার্থ সৎকার হয়, দেবতারা প্রীত হইয়া সে সংসারে বাস করেন। আর যে সংসারে রমণীগণের অনাদর হয়, সে সংসার কোন কার্য্যেই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে, কুল একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎ সমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে প্রস্থান করিবার সময় পুরুষগণের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীলোক সাতিশয় দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী; কিন্তু নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ অভিমানী, প্রচণ্ডস্বভাব ও অবিবেচক;

অতএব অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অতএব উহাদিগকে সতত সম্মানিত কর। উহারা আদরের পাত্র। স্ত্রীকে বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম; অতএব উহাদিগের রতি, ভোগ, সেবা, ও নমস্কার তোমাদিগের আয়ত্ত থাকুক। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রা তুপ্তি, সকলই স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে, সমুদায় কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারিবে। একদা বিদেহ-রাজকন্যা কহিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকদিগকে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদের পতিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা; যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা, ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবে; উহাদিগকে কখনই স্বাধীনতা প্রদান করা কদাচ উচিত নহে। স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা; অতএব যাঁহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহারা স্ত্রীজাতির আদর করিবেন। পালন ও রক্ষা করিলেই স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরূপা হয়।

—০✱০—

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রনির্ণয় ও ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত আছেন। লোকে প্রসিদ্ধ আছে ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে একক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর দিন। আমার সংশয় হইলে অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না। রতিকামী ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমুদয় স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে কে কিরূপ অনুক্রমে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে; আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগ-বাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসম্ভোগ করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐ রূপ স্থলে বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মে, তাহা হইলে, তাঁহাকে দ্বিগুণ

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার পরলোক হইলে তাঁহার ধন হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, এক্ষণে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশে করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতে ও ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধনগ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে অল্পমাত্র ধন অংশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এই-রূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সমুদায় পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রানন্দন শমদম প্রভৃতি সদ্গুণ বিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব হইতে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র অপ-কৃষ্ট বর্ণ। এই জন্য শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি ইচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলেই গ্রহণ করিতে পারিবে; কিন্তু পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে অংশ দান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্রের অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করিতে পারিবে। ভর্ত্তা পরলোকগত হইলে, স্ত্রী ভর্ত্তৃধনের উত্তরাধি-কারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে; কিন্তু উহার বিক্রয়া-

বিকরণে সমর্থ হইবে না। পতিধন অপহরণ করা স্ত্রীর নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, সে ব্রাহ্মণী হইলে, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার কন্যা তৎসমুদায় অধিকার করিবে। কন্যা পুত্রেরই সমান। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এই ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া ধন বৃথাব্যয় করা বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার যদি পৈতৃক ধনে অধিকার না রহিল, তবে তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা কি। আর ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র জন্মে, তাহারা যদি সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে কি জন্য তাহাদের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে কথিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মাননীয়া হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কদাচ ভর্ত্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ মাল্য, অন্ন ও পানীয় ব্রাহ্মণীকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণীই স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া মহাত্মা মনুপ্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরবশ হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মতদের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মধ্যে কে যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্রের তুল্য [illegible]সারে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা ব[illegible] তাহার গর্ভজাত পুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই জন্য সে পিতৃধন হইতে [illegible] বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ [illegible] পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কদাচ ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানভাজন হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই

প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ দেবতার দেবতা; অত-এব তাঁহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। ঋষিগণ এই সনাতন ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম লোপ হইবার উপক্রম হইলে ক্ষত্রিয় ইহার রক্ষা করে। লোকের ধন ও পুত্রকলত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে, ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ। অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় যথা-বিধি কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে; অতএব তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়গণও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দুই বর্ণেই যথাবিধি বিবাহ করিবে। উহারা কামপরবশ হইয়া শূদ্রানী-কেও ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ ভার্য্যাতে পুত্রোৎ-পাদন করিবেন, তদীয় ধন আট অংশে বিভক্ত হইবে। ঐ অষ্টাংশের মধ্যে ক্ষত্রিয়াপুত্র চারি অংশ, বৈশ্যাপুত্র তিন অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতিব্যতীত শূদ্রাপুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াপুত্রই সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে।

বৈশ্য বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করিবে, তদীয় ধন পাঁচ অংশে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যাপুত্র চারি অংশ ও শূদ্রাপুত্র এক অংশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাপুত্র কদাচ ঐ ধনের এক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহা-দের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের এক শত পুত্র জন্মিলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সর্ব্ববর্ণেরই সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রগণ পৈতৃক ধনে সমান অধি-

কারী। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক লইবার অধিকার আছে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহর্ষি কশ্যপ কহিয়াছেন যে, যদি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ক্রমশঃ অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তবে অগ্রে প্রথমার গর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসমুৎপন্ন পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমভাবে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসঞ্জাত পুত্রই সমুদায় পুত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

—•—

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।৪৮

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষগণ কাম, অর্থলাভেচ্ছা ও বর্ণের অনভিজ্ঞতাবশতঃ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সকল কি রূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞার্থ কেবল চারিবর্ণ সৃষ্টি এবং ঐ চারিবর্ণেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে প্রথম দুই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মে, তাহারা তাঁহার সমান জাতীয়। আর অবশিষ্ট দুই স্ত্রীতে যাঁহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা মাতৃজাতি অনুসারে নীচ। শূদ্রার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলিয়া গণ্য হয়; এজন্য উহাদিগকে পারশব বলে। শূদ্রাপুত্র স্বীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের অবশ্যই সেবা করিবে; সে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও নানাবিধ উপায় দ্বারা নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সতত ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। উহার ঐ তিন পত্নীর মধ্যে প্রথম দুই পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্রেরা তাঁহার সবর্ণ; ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রেরা নীচ। উহারা উগ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

বৈশ্য বৈশ্য ও শূদ্র এই উভয় বর্ণের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। উভয় ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত পুত্রেরাই তাহার সবর্ণ।

শূদ্র কেবল সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান শূদ্র বলিয়াই কীর্ত্তিত হয়। যে গুরুপত্নী গমন করে, সে শূদ্রের অপেক্ষাও নীচ; ঐ সংসর্গে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে চতুর্ব্বর্ণের হীন। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তবে ঐ পুত্রকে সূত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। রাজাদির স্তবপাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গল্য নামে কথিত হইয়া থাকে। উহাদের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া গণনা করা যায়। উহারা উগ্রপ্রকৃতি; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের কর্ত্তব্য। বধার্হ ব্যক্তিগণের বধসাধন করাই উহাদের প্রধান কর্ম্ম। ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই কয় কুলকলঙ্ক উৎপন্ন হয়। ইহারা বর্ণসঙ্কর। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান আয়োগব বলিয়া কথিত হয়। আয়োগব সূত্রধরের কর্ম্ম করে। সূত্রধরের নিকট দানগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের উচিত নহে।

উক্ত বর্ণসঙ্কর সকল স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; আর উহারা আপনাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টজাতিতে যে সকল সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি অনুসারে নীচতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন ব্রাহ্মণের প্রথম দুই পত্নীতে তাঁহার সবর্ণ পুত্র জন্মে, তেমনি বর্ণসঙ্কর হইতেও বর্ণসঙ্কে পত্নীর দূরতা অনুসারে পুত্রের অধিকতর নীচতা হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করে, সেই সকল স্বজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে, চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যাতে গমন করিলে, তাহাদেরই গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচজাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্টজাতি হইতে পঞ্চদশ প্রকার নিকৃষ্টতর জাতি আবির্ভূত হয়। অগম্যাগমন হইতেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। মগধদেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে পুত্র সম্ভূত হয়, তাহাদিগকে সৈরন্ধ্র বা আয়োগব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহাদের মধ্যে কতকগুলি

রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরা বন্ধনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদগুর, চাণ্ডালের ঔরসে শবরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদগুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবী গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কশ সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুরের ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কশেরা মৃত ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্নপাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসোপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসোপাকেরা বংশদ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সোপাকের উৎপত্তি হয়। সোপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়; নিষাদীর গর্ভে সোপকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, সে অন্তেবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদের বাসস্থান শ্মশানভূমি। চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণব্যতিক্রমবশতই এই প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। ঐ সকল বর্ণসঙ্কর প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যভাবে থাকিলে, কর্ম্মদ্বারা উহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞবিহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীগণের সহিত সংসর্গ করাতে নানাবিধ বাহ্যজাতির আবির্ভাব হয়। ঐ সকল জাতি স্ব স্ব কার্য্যানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, পর্ব্বত ও বনস্পতি সমুদায়ে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়েকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান্ লোক সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে

নিতান্ত অবসন্ন করিয়া থাকে। কামিনীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, সকলকেই কামক্রোধের বশীভূত করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যগণ এই সমুদায় বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদিসম্পন্ন হয়, আমরা কি রূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া অবগত হইব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তদীয় আর্য্যলোকবিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোন প্রকারেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হয় না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন স্বীয় বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধস্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচজাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কখনই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তবে তাহার সমাদর করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তবে তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্যদ্বারা স্বীয় পরিচয় প্রদান করে; আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীনদশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে, সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অন্যরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হইবেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকার ভার্য্যাতে কাহার কিরূপ পুত্র জন্মপরিগ্রহ করে? পুত্র কয় প্রকার? এবং কোন্ পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রবিষয়ে বিবিধ মত শ্রবণ করা যায়। অতএব আপনি সেই সমস্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। পতিত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে তাহার স্ত্রীর গর্ভে অন্যের ঔরসে দুই প্রকার পুত্র জন্মে; নিরুক্তজ এবং প্রসৃতজ। এতদ্ভিন্ন দত্তক, কৃতক, অধ্যোঢ় এবং ছয় প্রকার উপধ্বংসজ ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে। ইহাদিগের লক্ষণ শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ পুত্রদিগকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে তিন প্রকার পুত্র, ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দুই প্রকার পুত্র এবং বৈশ্য শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে যে এক প্রকার পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতগণ এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শূদ্র হইতে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র সমুৎপন্ন হয়, সে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বৈশ্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বামক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে সূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ষড়্‌বিধ অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল পুত্র অন্যথা করিবার নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কেহ যদি পরভার্য্যাতে অপত্যোৎপাদন করে, তাহা হইলে, সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কেহ যদি পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী

রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি বাল্যাবধি পরিজ্ঞাত আছি যে, নিজ ভার্য্যাতেই হউক বা পরভার্য্যাতেই হউক, যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হয়। কিন্তু এক্ষণে আপনি যে কহিলেন, লোক পরদারার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে, সে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং কেহ যদি গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কেহ যদি পরভার্য্যার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিয়া কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর কেহ যদি পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র কি নিমিত্ত তাহার না হইবে? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐ প্রকার পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করিবে, সে তাহারই হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কাহাকে বলা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, কেহ যদি দয়াপরবশ হইয়া সেই পুত্রকে গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার জনক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই পুত্র গ্রহীতার কৃতক হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ, বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কি প্রকারে সম্পাদিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি সেই পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই গোত্রানুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও সেই বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন। আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হইতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই সেই পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন

পূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই দুই প্রকার পুত্র অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই এই দুই প্রকার পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদন করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। ইহার পর তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া অবলোকন করিলে কি প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়? দর্শন ও সহবাসে কি প্রকার স্নেহ জন্মিয়া থাকে? এবং গো সমুদায়ের মাহাত্ম্যই বা কি প্রকার? আপনি এই কয়েকটি বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি নহুষচ্যবনসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিয়া উদবাস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা সেই মহর্ষিকে কদাচ নিপীড়িত করিতেন না। প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া সলিলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুরা নিরন্তর তাঁহাকে সলিলমধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে লাগিল। মৎস্যগণ তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার ওষ্ঠ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে মহাত্মা চ্যবন জলবাস অবলম্বন করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর এক দিবস মহাবলশালী মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্যসংগ্রহ করিবার অভিলাষে প্রয়াগতীর্থে সমাগত হইয়া নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে সুবিস্তীর্ণ সুদীর্ঘ নূতন সুত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল

এবং অবতীর্ণ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে নির্ভয়ে বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু ধরিতে লাগিল। শেষে জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকেও আকর্ষণ করিয়া তীরে সমুত্থিত হইল। তীরে সমুত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজুটপরিশোভিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। সেই মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বূকপ্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালবদ্ধ অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে তাঁহাদ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শপ্রযুক্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা চ্যবন তাহাদিগের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন পূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন মৎস্যজীবিগণ কহিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যে পাপাচরণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও অনুমতি করুন। মৎস্যজীবী নিষাদগণ এই প্রকারে বিনয় প্রকাশ করিলে, মৎস্যমধ্যস্থ মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই বাসনা যে, আমি হয়, এই মৎস্যদিগের সহিত জীবন পরিত্যাগ করিব, না হয়, ইহাদিগের সহিতই মুক্ত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল সলিলে অবস্থান করিয়াছি; এক্ষণে কোনক্রমেই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। নিষাদগণ মহর্ষির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

মহারাজ! তখন ভূপতি নহুষ মৎস্যজীবী নিষাদগণের মুখে চ্যবনের উক্ত প্রকার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র অবিলম্বে অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। রাজার পুরোহিতও দেবকল্প সত্যব্রতপরায়ণ মহাত্মা চ্যবনের পূজা করিলেন।

তখন মহারাজ নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! একণে আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা অনুমতি করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যজীবী নিষাদগণ অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে নিষাদগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা হউক।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমার যাহা যথার্থ মূল্য হয়, তাহাই উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার অভিমত হইলে, উহাদিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! একলক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, তাহা উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! তবে কোটী মুদ্রা উহাদিগকে প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন, উহা অপেক্ষা অধিক উহাদিগকে প্রদান করি।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! এক কোটী বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! তবে ধীবরগণকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। একণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা প্রকাশ করুন।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি ঋষিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার উপযুক্ত মূল্য প্রদান কর।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি নহুষ মহর্ষি চ্যবনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের

সহিত দুঃখিত ও চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে, মহর্ষির যথার্থ মূল্য প্রদান করা হয়, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত ফলমূলাহারী বনচারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি সত্বর ইহাঁর তুষ্টিসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। আমি আপনাকে যাহা উপদেশ করিব, নিরসন্দিগ্ধচিত্তে আপনাকে তাহা করিতে হইবে।

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন; মহর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইলে, আমার কথা কি বলিব, সমুদায় বিশ্বসংসার সংহার করিতে পারেন। আমি ত অতি তুচ্ছ; বাহুবলই আছে; অণুমাত্রও তপোবল নাই। আজি আমি অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত অগাধ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; আপনি ভেলা স্বরূপ হউন; এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করুন।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে, সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যবর্গের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহাদিগের মূল্য নাই; গোগণও অমূল্য; সুতরাং আপনি গোধনই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন।

তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত নিতান্ত আনন্দিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধনদ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।

মহর্ষি চ্যবন মহাত্মা নহুষের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উহাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম; তুমি যথার্থ মূল্য দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমস্ত লোকের নমস্য ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের কলেবরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনতুল্য। জীবগণ গাভীগণ হইতে যথোচিত সুখলাভ করিয়া থাকে।

গাভীগণ যথায় অবস্থান পূর্ব্বক ভয়শূন্য হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেই স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হইয়া থাকে। গাভী স্বর্গের সোপান-স্বরূপ। সুরলোকে দেবগণও উঁহাদিগকে পূজা করেন। যে ব্যক্তি গাভীর নিকট যাহা প্রার্থনা করে, তৎক্ষণাৎ সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। গাভী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ! গোকুলের মহিমা সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে, এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশমাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে পর, নরপতি নহুষ মৎস্যজীবী নিষাদ-গণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! সাধুদিগের সহিত সাতটী-মাত্র কথা কহিলেই তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতালাভ হইয়া থাকে। আমরা আপনার সহিত বহুকাল সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছি; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি-তেছি, আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট হইতে এই গাভী গ্রহণ করুন।

মহর্ষি কহিলেন, নিষাদগণ! অনলদাহে তৃণাদি যেরূপ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষসদৃশ মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধদৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে উন্মূ-লিত হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র; সুতরাং আমি কোনক্রমেই তোমা-দের প্রার্থনাভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে; অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত দেবলোকে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরগণের নিকট সেই গাভীগ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যগণের সহিত সুরলোকে প্রস্থান করিল। মহারাজ নহুষ উহাদিগকে দেবলোকে গমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও চ্যবন উভয়ে মহারাজ নহুষকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন ইন্দ্রকল্প নর-পতি নহুষ মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্য স্বীকার করত কহি-লেন, ভগবন্! আমার যেন ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। নরপতি এই-রূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিদ্বয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। চ্যবন এইরূপে ব্রত সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। গোসম্ভূত মুনিও আপন আশ্রমে যাত্রা করিলেন। নিষাদ

এবং মৎস্যগণও স্বর্গে আরোহণ করিল। মহারাজ নহুষও অরণাদি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার নিকেতনে উপস্থিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দর্শন ও সহবাসজনিত স্নেহ এবং গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার যদি অন্য কোন বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা থাকে, প্রকাশ কর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার এক সাগরের ন্যায় মহান্ সংশয় রহিয়াছে। শ্রবণ করিয়া ভঞ্জন করুন। এই সংশয় জমদগ্নি-তনয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের বিষয়ে। কৌশিকবংশ হইতে কি প্রকারে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল? অহো! রামের এবং বিশ্বামিত্রের কি অপরি-সীম প্রভাব! দোষ সন্তানে না হইয়া কি প্রকারে পৌত্রে বর্ত্তিল। এই সকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই সংশয় অপনোদনার্থ কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস মহাত্মা চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চার হইলে, আপনার বংশে যে সমুদায় গুণ দোষ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার মানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি? তখন মহীপতি কুশিক মহাত্মা চ্যবনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কন্যাসম্প্রদানসময়ে এই প্রকার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলতঃ পত্নীই পতির সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করিতে পারে; তদ্ভিন্ন কেহই আর কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, উহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা হইয়াছে, তখন আমি ভবদীয় বরে কোনক্রমেই অসম্মত হইব না। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিয়া মহাত্মা চ্যবনকে আসন প্রদান ও তৃণাগ্নিঃসৃত

সলিলদ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন এবং তৎপরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাত্মন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার নিতান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা অনুমতি করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি প্রকাশ করুন; আমি অবিচারিতচিত্তে তৎসমস্তই আপনাকে প্রদান করিব; এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। এক্ষণে আপনিই এই রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিতমাত্র রহিলাম।

নরপতি কুশিক এই প্রকার বিনয় প্রকাশ করিলে, মহাত্মা চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রী সমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যে প্রকার বাসনা, প্রকাশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, আমি কোন একটী নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানসময়ে তোমাদের দুই জনকেই অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে।

মহারাজ কুশিক ও তদীয় মহিষী উভয়েই মহর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। সস্ত্রীক মহারাজ কুশিক এই প্রকারে মহর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থ সমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে; আপনি অভিলাষানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতিসম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইব।

তাঁহারা পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহাতপা চ্যবন অন্ন পান আহরণ করিবার নিমিত্ত নরপতি কুশিককে অনুমতি করিলেন। নরপতি কুশিক তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনার কি রূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীত মনে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তোমার গৃহে যেরূপ

অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহারাজ কুশিক মহর্ষির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমুদায় অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত সেই সমস্ত আনয়ন করিলেন। মহর্ষি ঐ সমুদায় দ্রব্য স্বেচ্ছানুসারে ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমাগত হইয়াছে; আমি শয়ন করিব। মহর্ষি এই কথা কহিলে, রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়নাগারে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি নিদ্রাগত হইলে, তোমরা কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং সতত জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও। তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর মহর্ষি এক পার্শ্বে শয়ন পূর্ব্বক গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে যামিনী অতিবাহিত হইল; তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও মহিষীও তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার অনুমতি অনুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, মহাতপা চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নাগার হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী নিতান্ত ক্ষুধাক্রান্ত ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার কটাক্ষপাতও না করিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন; মহারাজ কুশিক তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্তাশত্তম অধ্যায়। ৫৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার পত্নী কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার পত্নী উভয়ে মহর্ষিকে নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া আপনার পুরমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়াই ভৃগুকুলোদ্ভব মহাতপা চ্যবনকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তিনি সেই শয্যার আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া রাজা ও রাজমহিষী সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে তাঁহারা যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণ সংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, মহর্ষি স্বয়ং জাগরিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে বহু দিবসের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজমহিষীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎকাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি স্নান করিতে বাসনা করিয়াছি; অতএব তোমরা আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া দাও। তখন মহীপাল কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়ন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে রাজগণের স্নানোপযুক্ত নানাপ্রকার স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি চ্যবন সেই সমস্ত স্পর্শও না করিয়া ভূপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা ও তাহার মহিষী তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নান করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আপনি অনুমতি করিলে, আমি আপনার আহারার্থ সিদ্ধান্ন আনয়ন করি। তখন মহাত্মা চ্যবন

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্ তোমার গৃহে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। রাজা কুশিক ও তদীয় মহিষী মহর্ষির এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানাবিধ রস এবং মুনিভোগ্য, রাজভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহাতপা চ্যবন স্বয়ং শয্যা, আসন ও মহার্হ বসন সকল আনয়ন পূর্ব্বক ঐ সমুদয় ভোজ্য দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ কুশিক ও তদীয় মহিষী কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। মহাত্মা চ্যবন পুনরায় তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনর্ব্বার রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে সেই স্থানে পুনরায় বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য অন্ন শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইপ্রকারে ঊনপঞ্চাশদ্দিবস অতিবাহিত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোনক্রমেই ভূপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহাত্মা চ্যবন মহারাজ কুশিকের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি রাজমহিষী সমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিব, তোমাদিগকে তথায় রথ লইয়া গমন করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে; অনুমতি করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব। মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! তুমি সত্বরে নানাবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণসুশোভিত, কিঙ্কিণীমুখরিত, সুবর্ণমণ্ডিত, উৎকৃষ্ট বাণশতপূরিত সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষির আদেশানুসারে আপনার সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং সেই রথের বামভাগে মহিষীকে সংযোজিত করিয়া স্বয়ং তাহার দক্ষিণভাগে সংযোজিত হইলেন।

এই প্রকারে নরপতি কুশিক ভার্য্যার সহিত রথে সংযোজিত হইলে, মহর্ষি চ্যবন রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডযুক্ত বজ্র ও সূচির ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিব, অনুমতি

করুন। যথায় গমন করিতে আপনার অভিলাষ হইবে, রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহর্ষি চ্যবন নরপতির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি মৃদুগতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন পরিশ্রান্ত না হইয়া পরম সুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমস্ত পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়, তুমি অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা কর। তখন নরপতি কুশিক ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই মহাত্মা যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা প্রদান করিবে। ভৃত্যগণ মহারাজের এই প্রকার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার স্বর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তীসমূহার লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে প্রহার করিয়া, তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। নগরের লোকসকল তদ্দর্শনে কাতরস্বরে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিবস উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিতকলেবরে অতিক্লেশে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা চ্যবন সেই প্রতোদ দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কশাঘাতে শোণিতাক্তকলেবর হইয়া কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। পৌরগণ তাঁহাদিগের সেই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়াও অভিশাপ ভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র বলিতে পারিল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দেখ, দেখ, মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল! আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। আর রাজা রাজ্ঞীর কি ধৈর্য্যগুণ? উহাঁরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন; কিন্তু মহর্ষি উহাঁদিগের কিছুমাত্র বিরক্তিভাব দেখিতে পাইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজদম্পতিকে বিকারবিহীন অবলো-

ক্ষণ করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনবিতরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্বের ন্যায় রথ বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন পরম পরিতুষ্ট হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই দম্পতিকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাজন! আমি তোমার ও তোমার মহিষীর কার্য্যদর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, তোমাদিগকে তাহাই আমি প্রদান করিব। মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃতসদৃশ হস্তবিক্ষেপদ্বারা তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আমাদিগের আর কিছুমাত্র কষ্ট নাই। মহাতপা চ্যবন নরপতির এই কথা শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান। আমি ব্রতাবলম্বী হইয়া এই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিব; এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত আপনার ভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থানে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি যাহা বাসনা করিয়াছ, সেই ক্ষণতই পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

নরপতি কুশিক মহাত্মা চ্যবনের এই কথা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার কৃপায় আমরা দিব্য কলেবর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের কলেবরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও সেই প্রকার অবলোকন করিতেছি। এই সমস্ত ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিলে, সমুদায়ই হইতে পারে।

মহাত্মা চ্যবন নরপতি কুশিকের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর; কল্য মহিষীর সহিত এই স্থানে আগমন করিও।

তখন নরপতি কুশিক মহাতপা চ্যবনকে অভিবাদন করিয়া অমাত্য,

পুরোহিত, সৈনিকপুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূর্ব্বক রজনীযোগে রাজমহিষীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে অজর অমরের ন্যায় শ্রীমান ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাত্মা চ্যবন তপোবনে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।৫৪।

অনন্তর যামিনী অতিবাহিত হইলেই নরপতি কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সকল সমাপন পূর্ব্বক রাজমহিষীর সহিত সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে কাঞ্চনবিনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভ সুশোভিত গন্ধর্ব্বনগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাবিধ তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও হিরণ্ময় কুট্টিম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজালমণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুন্দ, কুসুমিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণিআমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিকপ্রভৃতি পাদপ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপল সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কত শত বৃক্ষ সর্ব্ব ঋতুর ফল পুষ্প ধারণ করিয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল জল, কোন স্থানে উষ্ণোদক, কোন স্থানে হেমবিনির্ম্মিত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আস্তরণ পরিমণ্ডিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোয়ষ্টিক, কুক্কুভ, ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবজীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাকপ্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরগণ মহাকোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমুদায় বহুনা-

মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের সুমধুর কোলাহল, ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

নরপতি কুশিক এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্নদর্শন করিতেছি? না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? অথবা এই ঘটনা যথার্থ? আমি কি সশরীরে পরমগতি প্রাপ্ত হইলাম? কিম্বা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম। যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই সমুদায় অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদায় কি? নরপতি কুশিক এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা দেখিতে পাইলেন, মহর্ষি চ্যবন মণিময় স্তম্ভ সমলঙ্কৃত সুবর্ণবিনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নরপতি কুশিক তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই পুলকিত হইয়া ভার্য্যার সহিত তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নৃপদম্পতি সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি চ্যবন তৎক্ষণাৎ শয্যার সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহাতপা চ্যবনকে কুশাসনোপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল। গঙ্গার উপকূল পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় কুশভূয়িষ্ঠ, বল্মীকলাঞ্ছিত ও শব্দশূন্য হইল।

মহীপতি কুশিক মহাত্মা চ্যবনের যোগবলকৃত ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং হৃষ্টান্তঃকরণে রাজমহিষীকে কহিলেন, প্রিয়তমে! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমুদায় অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে? এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমুদায় বিষয় কল্পনামাত্রে উপনীত হয়, তপোবলে সেই সমস্তই অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্যলাভ অপেক্ষাও শ্রেয়স্কর। সুন্দররূপে তপোনুষ্ঠান করিলে, অনায়াসে মুক্তি হস্তগত হইয়া থাকে। মহাতপা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব? ইনি ইচ্ছা করিলেই তপঃপ্রভাবে অন্য লোক সমুদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ইহা অপেক্ষা আর কেহই এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই অবনীমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্রবাক্য, পবিত্রবুদ্ধি ও পবিত্রকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে মহাপ্রাপ্তি হওয়া সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত

দুরূহ। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে সং-
যোজিত হইয়াছিলাম।

নরপতি কুশিক এই প্রকারে রাজমহিষীর সহিত যে সমুদায় কথা কহিলেন, মহাত্মা চ্যবন সেই সমস্তই যোগবলে পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া অনতিদূরে মহারাজ কুশিককে মহিষী সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাজন! সত্বরে আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহিষীর সহিত সত্বরে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, নরনাথ! তুমি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক আয়ত্ত করিয়াছ; তন্নিবন্ধন তোমার কোন দুরবস্থা উপস্থিত হয় নাই। তুমি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তুমি কোন অংশেই ত্রুটী কর নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি; তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি আমার নিকট সত্বরে বর প্রার্থনা কর।

মহীপতি কুশিক মহাত্মা চ্যবনের এই কথা শ্রবণে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন! আমি হুতাশনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্য-শাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদন করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

তখন মহাতপা চ্যবন নরপতি কুশিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তুদীয় মনোমধ্যে যে সমুদায় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত কর। আমি সত্বরেই তোমাকে বর প্রদান ও তোমার সন্দেহভঞ্জন করিব।

তখন মহারাজ কুশিক কহিলেন, মহাত্মন! আপনি যদি আমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, প্রকাশ করিয়া বলুন, আপনি কি নিমিত্ত আমার ভবনে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙনিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, সহসা অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণেই দর্শনপ্রদান পূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সকল লইয়া অগ্নিতে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজিত করিয়া উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে সুবর্ণময় নানাবিধ প্রাসাদ ও মণিবিদ্রুমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিলেন? এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, ইহার কিছুমাত্র কারণ অবধারণ করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। অতএব আমি যে জন্য ঐ সমুদায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ ধ্বংস করিবার মানসে তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহু দিবস তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার ভবনে আগমনাবধি তোমার কোন অপরাধ দর্শন করি নাই। তন্নিবন্ধন তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ; নতুবা তুমি কখনই জীবিত থাকিতে পারিতে না। আমি এই অভিপ্রায় করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। আমি তখনই তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তদনন্তর আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম যে, তোমরা কেহ "আপনি কোথায় গমন করিতেছেন, বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না।

তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক এই অতিসন্নিধিতে যোগাবলম্বী হইয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবাপ্রযুক্ত নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার প্রতি বিরক্ত হইবে; তাহা হইলেই আমি শাপপ্রদানের সূত্র প্রাপ্ত হইব। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজনসামগ্রী সকল দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কারদর্শনে ক্রুদ্ধ হইবে; কিন্তু তুমি অবিকৃতচিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাকে রাজমহিষীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমার ক্রোধোৎপাদনের নিমিত্ত অজস্র ধন বিতরণ পূর্ব্বক ত্বদীয় ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাতেও তুমি ক্রুদ্ধ হইলে না।

হে রাজন! এই প্রকারে আমি যখন দেখিলাম যে, তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধ বা বিরক্তি জন্মিতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গ সন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন পূর্ব্বক অশুদ্ধকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শনসুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সকল পদার্থ দর্শনকালে তুমি যে, ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার অভিলাষ করিয়াছ তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হইলে ঋষিত্বপ্রাপ্তি এবং ঋষিত্বপ্রাপ্তি হইলে আবার তপস্বিতাপ্রাপ্তি হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার বাসনা পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক সশঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না। আমি সত্বরেই তোমাকে বর প্রদান করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিব।

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে কিরূপে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে, আপনি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! যে কারণে আমি তোমার কুলনাশ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়গণ ভৃগু বংশীয়দিগের যজমান, ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন দৈবঘটনা প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়গণের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় কামিনীগণের গর্ভভেদ করিয়া অন্ধ-শাস্ত সন্তানদিগকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। অনন্তর আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন সদৃশ তেজস্বী ঔর্ব্বনামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই ঔর্ব্ব ত্রৈলোক্য সংহারার্থ ক্রোধাগ্নির সৃষ্টি করিয়া এই গিরিকাননসম্পন্না পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হইবে। কিন্তু কিছুকালের জন্য সে সেই ক্রোধানল সমুদ্রমধ্যে বড়বা মুখে নিক্ষেপ করিয়া উহার শান্তিবিধান করিবে। ঔর্ব্বের ঋচীক নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের সংহারার্থ কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। তিনি ঐ ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ-পুত্র মহাভাগ তপস্বী জমদগ্নিকে শিক্ষা করাইবেন। জমদগ্নি ঐ বেদে সুশিক্ষিত হইবেন। ঋচীক স্বীয় বংশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার পুত্র গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাদিগের বংশে ক্ষত্রিয়কর্ম্মা ব্রাহ্মণ এবং তোমার বংশে সুধার্ম্মিক তপস্বী পুত্র প্রদান করিবেন। গাধির স্ত্রী এবং ঋচিকের স্ত্রী এইরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ হইবেন। বিধাতা এইরূপ নিয়োগ করিয়াছেন; অতএব ইহা অন্যথা হইবার নহে। তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশ ব্রাহ্মণ হইবে। এই ঘটনা নিবন্ধন ভৃগুবংশীয়গণের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই।

নরপতি কুশিক মহাতপা চ্যবনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চরিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজন! একণে তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, তপোধন! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তথাস্তু বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ঋষির বাক্যানুসারে যে প্রকারে ভৃগুবংশীয়গণের সহিত কৌশিকগণের সম্বন্ধ নিবদ্ধ এবং রাম ও বিশ্বামিত্রের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। এই বসুমতী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালগণের নিধনে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়াছেন, আমি বারংবার ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইতেছি। অসংখ্য ব্যক্তির জীবন নিধন পূর্ব্বক জয় ও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমস্ত গুণবতী রমণীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃগণ সমরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে? আমরা যখন রাজ্যলোভী হইয়া জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে এই সময়োপযুক্ত উপদেশ বিশেষরূপে প্রদান করুন।

মহামতি ভীষ্ম ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা যে প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরলোকে যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, একণে আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিবন্ধন যশ, দীর্ঘায়ু, নানাবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে। যে মনুষ্য মৌনব্রত অবলম্বন করেন,

তিনি সমস্ত লোককেই বশবর্ত্তী করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু; অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সৎকুলে জন্ম হইয়া থাকে। ইহলোকে যাঁহারা ফলমূলাহারী হইয়া জীবন যাপন করেন, পরলোকে তাঁহারা রাজ্য, আর ইহলোকে যাঁহারা পর্ণভোজন ও জলমাত্র পান করিয়া থাকেন, পরলোকে তাঁহারা স্বর্গ লাভ করিতে পারেন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা স্বর্গ ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তান সন্ততি লাভ করা যায়। যাহারা শাকমাত্র ভোজন করেন, পর জন্মে তাঁহারা প্রভূত গোধন প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা তৃণাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে সুরলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক নিত্য ত্রিসন্ধ্যা দান করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট স্ত্রী; এবং যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যাঁহারা নিত্য স্নান এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, পরলোকে তাঁহারা দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন, তাহারা নানাপ্রকার শয্যা, আসন ও যান, যাঁহারা পাবকে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক যাঁহারা মরুভূমিতে দেবতাদিগের পূজা করেন, তাঁহারা রাজ্য; যাঁহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা স্বর্গ, যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন, তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, এবং যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন, তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রস সকল পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে সন্তানের দীর্ঘায়ু ও সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিলে, পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে, দেহাবসানে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য এবং দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি, এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা ভোগজনিত তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মারা শোক সন্তাপে কদাচ লিপ্ত হন না। সুরগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্যরূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্তা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা, এবং গন্ধমাল্য প্রদান করিলে কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হন। যাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জপাদি নিয়মানুষ্ঠান করিয়া ত্রিকালীন স্নান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের বীরস্থান

অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান করিলে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সকল লাভ করিতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা সুরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। দেবতারা কহিয়াছেন, মনুষ্যগণ হেমবিনির্ম্মিত শৃঙ্গবিশিষ্ট সহস্র ধেনু দান করিলে নিশ্চয় পুণ্য ও স্বর্গ লাভ করিতে পারে। ইহলোকে যে মনুষ্য কাঞ্চনশৃঙ্গ ও কাংস্যক্রোড়-পরিমণ্ডিত সবৎসা কপিলা দান করেন, পরলোকে সেই ধেনুর দেহে যত সংখ্যক লোম বিদ্যমান থাকে, তত সংখ্যক বৎসর সেই ধেনু তাঁহার সহবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ করে এবং তিনি স্বীয় পুত্র পৌত্রাদি সপ্ত পুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন। ইহ-লোকে ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্ময় শৃঙ্গবিশিষ্ট ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন কনকো-ত্তরীয়যুক্ত তিল ধেনু দান করিলে পরলোকে বসুগণের লোক লাভ করা যায়। মারুতসঞ্চালিত পোতদ্বারা যেরূপ মহাসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেইরূপ গোদান দ্বারা তিমিরময় নিরয় হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারে। ইহলোকে যাঁহারা ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহারা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ-গণকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সকল প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহারা উত্তর কুরু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, সুবর্ণ দান করিলে সুরলোক, বিশুদ্ধ সুবর্ণ দান করিলে দেবলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে উত্তম গৃহ, চর্ম্মপাদুকা দান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য কলেবর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধ-যুক্ত দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মণদিগকে পুষ্পিত বা ফলবান বৃক্ষ প্রদান করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের অনায়াসে উত্তমা স্ত্রী ও বিবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ হইয়া থাকে। ইহ জন্মে যাহারা নানা-বিধ ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁহারা পর জন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে মনুষ্য ইহলোকে ব্রাহ্মণদিগকে পানীয়, ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, পর জন্মে তিনি পরম সুন্দর ও রোগশূন্য হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মনুষ্য ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাযুক্ত গৃহ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, পর জন্মে তিনি পবিত্র মনোহর বহুরত্নপূর্ণ, উৎকৃষ্ট বসতি প্রাপ্ত হন। যে মনুষ্য ব্রাহ্মণকে সুগন্ধ বিচিত্র আস্তরণ ও

উপধানের সহিত শয্যা দান করেন, তিনি সদ্বংশ সমুৎপন্না পরমা সুন্দরী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে কেহই পারে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমস্ত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিয়া বীরগতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন অরণ্যবাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। তখন ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্য অনুমোদন করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! আরাম রচনা ও জলাশয় খনন করিলে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নানাপ্রকার ধাতুবিভূষিত নয়নের আনন্দজনক, সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ ভূমির ক্ষেত্র বিশেষে তড়াগ খনন ও তড়াগের জল ইত্যাদি বিষয়ক সমস্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। তড়াগ মিত্রালয় স্বরূপ; উহা সর্ব্ব জীবের হিতসাধন করে এবং খনন কর্ত্তার মিত্র ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি করে। অতএব তড়াগখনন কার্য্য সর্ব্বকার্য্যের শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতগণ কহেন যে, জলাশয় খনন নিবন্ধন ত্রিবর্গের ফললাভ হয়। অতএব জলাশয় একটি পুণ্যক্ষেত্র স্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয়ের জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অতএব জলাশয়প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হয়। পিতৃলোক, দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য জীবগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকেন। ঋষিগণ জলাশয়ের যে সকল গুণ ও জলাশয় খননের যে প্রকার ফল বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্ত-

কালে যাঁহার জলাশয় জলপূর্ণ থাকে, তিনি বহু সুবর্ণ যজ্ঞের, শিশির-কালে যাঁহার জলাশয়ে জলপূর্ণ থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্ত-কালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহার জলাশয়ে গো এবং সাধুগণ জল পান করেন, তাঁহার কুল উদ্ধার হয়। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ তৃষিত হইয়া যাঁহার জলাশয়ে জল পান করে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, পরজন্মে তাঁহাকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামার্থ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। জল দান করিলে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে তিল, জল ও দীপ দান করিয়া জাগরণ এবং জ্ঞাতিগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে থাক। কারণ ইহলোক হইতে গমন করিলে আর ঐ সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জল দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল এই কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ, বৃক্ষের এই ছয় জাতি। এই সমস্ত রোপণে ইহলোকে কীর্ত্তি, দেবলোকে শুভ ফল ও পিতৃলোকে সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষরোপণ কর্ত্তা সুরলোক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং তিনি আপনার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। অতএব মনুষ্যগণের বৃক্ষরোপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণ কর্ত্তা পরলোক গমন করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সুরলোক লাভ করেন। বৃক্ষগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। পাদপগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়া দ্বারা অতিথিগণের সৎকার করে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মানবগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহারা ফল-পুষ্পদ্বারা মনুষ্যদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। পাদপ সকল পুত্রের ন্যায় রোপণ কর্ত্তাকে পরকালে উদ্ধার করে। ধর্ম্মতঃও উহারা পুত্র স্বরূপ এবং পুত্রের ন্যায় প্রতিপাল্য। অতএব শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির জলাশয়তীরে বৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য। জলাশয় দাতা, বৃক্ষরোপণ-

কর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ আর সত্যবাদী, ইহাঁরা নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব জলাশয়দান, বৃক্ষরোপণ, নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

—০*০—

একোনষষ্টিতম অধ্যায়। ৫৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যজ্ঞীয়দান ভিন্ন অন্যান্য যে সমুদায় দানের বিষয় বর্ণন করিলেন, এই সমস্ত দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! জীবগণকে অভয়দান এবং কেহ বিপদাপন্ন হইলে তাহাকে সাহায্য দান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান ও তৃষিতকে জলদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে সেই সমস্ত পুনর্ব্বার লাভ করা যায়। এইরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুবর্ণ, গো ও ভূমিদান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারে। মহারাজ! তুমি সাধু ব্যক্তিদিগকে এই সমুদায় বস্তু প্রতিনিয়ত প্রদান কর। মনুষ্য দানধর্ম্ম প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি দত্ত বস্তু অক্ষয় করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে ইহলোকে তিনি যে যে বস্তু ভাল বাসেন, ও তাঁহার গৃহে যে কিছু ইষ্ট বস্তু আছে, গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তু প্রদান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি প্রতিনিয়ত প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত এবং ইহলোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। বিপদকালে শরণাগত হইলে যিনি শত্রুগণের প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য, জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই। যে সমুদায় স্বধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পুত্র কলত্রের সহিত পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন, ধনদান দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য বিধেয়। যে পূজনীয় ও নিত্যসন্তুষ্ট, মহাত্মারা মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না, অযাচিতোপস্থিত অর্থদ্বারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। ঐ সমুদায় ব্যক্তি যাহাতে ক্রুদ্ধ না হন, তদ্বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা সাবধান হইবে।

তাঁহাদিগের আহারের উপযোগী দ্রব্য আছে কি না, চরদ্বারা প্রতি-নিয়ত তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবে এবং গৃহনির্ম্মাণ,ভৃত্যনিয়োগও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা শ্রদ্ধাপূত ভাবিয়া যাঁহার ধনাদি গ্রহণ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদ বিধি অনুসারে বিদ্যা উপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান লোকরঞ্জন করিবার নিমিত্ত নহে। সেই স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে যাহা প্রদান করা যায়, পরলোকে তাহা নিশ্চয়ই অনুগামী হয়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক যে ফল প্রাপ্ত হন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেই ফল লাভ হয়। কোন দরিদ্র ব্যক্তি অভিমান বশতঃ অধীনতা স্বীকার করিতে পারিতেছে না, কিন্তু সে যাচ্ঞা করিতেলে যে ব্যক্তি তাহাকে যথাশক্তি তুষ্ট না করে, তাহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তৃত দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে পিতৃ ঋণজাল হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারা যায়। যাঁহারা কদাচ ক্রুদ্ধ ও তৃণ গ্রহণেও অভিলাষী হন না এবং যাঁহারা সর্ব্বদা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহারাই আমাদিগের প্রধান পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহত্ব নিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, সুতনির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি সেই সমুদায় মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। আচার্য্য, ঋত্বিক ও পুরোহিত মৃদু ব্রহ্মতেজ ধারণ করেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজঃপ্রদর্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হইতে পারে না। অতএব তুমি আপনাকে ধনবান রাজা ও মহাবলশালী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ বিষয়াদি উপভোগ করিতে বাসনা করিও না। তোমার বল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত, যে সমুদায় অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা কর। তাঁহারা যেন স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে পুত্রের ন্যায় আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। নিত্য প্রসন্ন, আহ্লাদে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তিবিধান করিতে তোমা ভিন্ন আর কেহই সমর্থ হয় না। স্ত্রীলোকের যেরূপ পতিসেবাই

পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরম গতি, সেই প্রকার ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম পবিত্র। ব্রাহ্মণগণ যদি আমাদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও আমাদিগের কর্তৃক অসৎকৃত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বেদ ও যজ্ঞশূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রেরা বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ জ্বলন্ত অনল সদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে পারিত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমুদয় সত্যশীল মৃদুস্বভাব সত্যপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিদিন সেবা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও তপস্যা অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পিতা, পিতামহ, স্বীয় জীবন এবং তুমিও আমার প্রিয়তর নহ। পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার আর কেহই নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তোমার অপেক্ষাও আমার অধিক প্রিয়। হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে কিছুমাত্রও সংশয় করিও না; ইহা সত্য বাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। মহারাজ শান্তনু যে সমুদায় লোকে গমন করিয়াছেন, এই সত্যবলেই আমি যেন সেই সেই লোকে গমন করি। আমি এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে সাধুগণের গন্তব্য লোক সমুদায় চিরকালের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে আমি ঐ সকল কার্য্যের প্রভাবেই ঐ সমুদায় লোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাতেই আমার যাতনা বোধ হইতেছে না।

—:০:—

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যদি এক জন যাচক ও এক জন অযাচক হন, তাহা হইলে উঁহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে

দান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল এবং ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের রক্ষা ও ব্রাহ্মণের অযাচ্ঞাই ধৈর্য্য। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া সুরগণের সন্তোষসাধন করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণেরা দস্যুগণের ন্যায় লোকদিগকে বিপদাপন্ন করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ যাচ্ঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। মনুষ্যগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তোমার রাজ্য মধ্যে যদি অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন পূজার্হ মহাত্মারা পূজিত না হইলে অনায়াসে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি প্রতিনিয়ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের সৎকার এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বেদবিধি অনুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসা লাভার্থ তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি তাঁহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ এবং নানাপ্রকার পরিচ্ছদ ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহার পরম ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় ভোগ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্য বস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ যাঁহার ভবনে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। মধ্যাহ্নকালে যে মনুষ্য ঐ প্রকার ব্রাহ্মণদিগকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হন। আর অপরাহ্নে যে ব্যক্তি অন্নাদি দান দ্বারা দেবতা পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের

তৃপ্তি সাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানের ফললাভ কর। এই সকল অপেক্ষা সদক্ষিণ শ্রদ্ধাপূত উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি প্রতিনিয়ত এই সমুদায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে, না পরলোকে ফল লাভ হইয়া থাকে? ঐ উভয় কার্য্যের মধ্যে কোনটির ফল অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, কিরূপ দান ও যজ্ঞ হইতে কি প্রকারে কোন্ সময় কিরূপ ফললাভ হইয়া থাকে? যে মনুষ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া দান করে, আর যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়? এই সকল বিষয় আপনি অকপটে কীর্ত্তন করুন। ইহা শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিনিয়ত হিংসাজনক কার্য্যেই আসক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তিগণ হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন না; এইজন্য প্রভূত দক্ষিণা দানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। আর যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সাধু লোকেরা যদি ক্ষত্রিয়গণের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগকে দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির পবিত্রতাসম্পাদন আর কিছুই নাই। যাহারা বেদবিশারদ সচ্চরিত্র তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সমুদায় প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত, সেই সকল ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। সেই সমুদায় ব্রাহ্মণেরা যদি তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে না; অতএব পুণ্যসঞ্চয়ার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান, নানা প্রকার ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; অতএব তুমি যদি তাদৃশ

ব্রাহ্মণকে ধন দান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফলের অংশী হইতে পারিবে। যাহারা পুত্র পৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণ-পোষণ করেন, অচিরাৎ তাঁহাদিগের অসংখ্য পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হয়। যে সকল সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাহারা নিরন্তর পরোপকারে আসক্ত থাকেন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে; অতএব তুমি ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, উপানৎ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান কর। ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ এবং অশ্বযুক্ত যান, শয্যা ও গৃহ যাজ্ঞিকদিগকে প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ কোন অংশে নিন্দনীয় নহেন এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গোপনে হউক বা প্রকাশেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা অতি আবশ্যক। তুমি এইরূপ কার্য্যদ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে অবশ্যই স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধন ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার যদি তুমি ধনসঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালনে সমর্থ হও, তাহা হইলে পরজন্মে তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারিবে। তুমি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তি রক্ষা কর। ভৃত্য ও প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। ব্রাহ্মণগণের জীবিকানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবন যেন তাঁহাদিগেরই কার্য্যে অতিবাহিত হয়। তাঁহাদিগের প্রতিপালন ক্রটি করিও না। অর্থ সঞ্চয় ব্রাহ্মণের অনর্থের মূল। আবার অর্থপ্রভাবে উহাঁদিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণেরা মোহাভিভূত হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে নিঃসন্দেহ জীবগণেরও নাশ হয়।

যে রাজা রাজ্য হইতে একবার ধন আহরণ করিয়া কোষাগারে সংস্থাপন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রজাপীড়ন দ্বারা ধন সঞ্চয় করত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় হইতে পারে না। সমৃদ্ধিশালী প্রজাবর্গ নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধন দান করে, সেই অর্থদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ভূপাল যখন প্রজারঞ্জন দ্বারা তাঁহাদের যথোচিত অনুরাগভাজন হইবেন, তৎ-

কালেই প্রভূত দক্ষিণা দানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত। বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রজাবর্গ অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত কূপাদি হইতে জলসেচন দ্বারা যদি ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধান্যাদি হইতে করগ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকর প্রদান করিতে নিতান্ত কাতর হয়, তাহার নিকট কর গ্রহণ করা ভূপতির নিতান্ত অকর্ত্তব্য! দীনজনের অল্পমাত্র ধন হইতে করগ্রহণ করিলে, রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রতিনিয়ত সাধুগণকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকগণ যে রাজার রাজ্যে সস্পৃহলোচনে সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তি পূর্ব্বক উহা আহার করিতে যদি না পায়, সেই রাজাকে অতিশয় পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ যদি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন, যে রাজার অধিকার মধ্যে প্রজাবর্গ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ ভোজনাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্! যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হন, সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ মহীপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোদনপরায়ণা স্ত্রীকে তাহার রোরুদ্যমান পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাবর্গের রক্ষা করিতে না পারেন, যিনি কোন প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনষ্ট করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় সংহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রজাগণ নিয়মানুসারে ভূপতি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপসঞ্চয় করে, ভূপতিকে সেই পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, প্রজাপালনপরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাবর্গের পাপের সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন, অপালক রাজা প্রজাগণের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থভাগ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমরা এই শেষোক্ত মতই অনুমোদন

করিয়া থাকি। আর যথানিয়মে প্রজাগণ প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করে, ভূপতি সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেরূপ প্রজাগণ পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবতারা পুরন্দরের আশ্রয়ে কালযাপন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্‌গণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬২

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপালগণের যে নানা প্রকার দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাপেক্ষা ভূমি দান উৎকৃষ্ট। ভূমি অক্ষয় ও অচল, ভূমি বহুবিধ অভিলষিত বস্তু উৎপাদন করে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন ও পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হয়। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন। ভূমি যতকাল নষ্ট না হয়, ভূমিদাতা ততদিন পরম সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করেন। অতএব ইহলোকে ভূমিদানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা ভূমিদান করেন, পর জন্মে তাঁহারাই ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হন। কারণ ইহলোকে হউক, কিম্বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহালক্ষ্মী দেবী বসুমতী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহজন্মে যে মনুষ্য ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, পরজন্মে তিনি পৃথিবীর আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, পরজন্মে তিনি তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মের গতিই এই। পণ্ডিতগণ সম্মুখযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ ও পৃথিবীদানকেই ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘাতী মিথ্যাবাদী পাপাত্মারাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করে। ভূমিই পাপ ক্ষালন এবং ভূমিই পাপ হইতে মুক্ত করে। সাধুব্যক্তিগণ পাপশীল নরপতিগণের নিকট সুবর্ণাদি ধন গ্রহণ করেন না; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পৃথিবী ভূমিদাতা ও

ভূমিগৃহীতা উভয়েরই প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া উঁহার একটি গুপ্ত নাম প্রিয়দত্তা। যে ভূপতি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, ইহজন্মে তিনি অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পর জন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব রাজা রাজ্যলাভ করিয়াই ভূমিদান করিবেন। ভূমি দানে ধর্ম্ম ও যশোলাভ হয়, ভূমিপতি ব্যতীত ভূমি দানে অন্যের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমি দান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ভূমিদান অন্য দানের ন্যায় গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যে যে কেহ ভূমি লাভ করিতে বাসনা করেন, ভূমি দান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে নরপতি সাধুগণের ভূমি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, পরজন্মে তিনি ভূমি লাভ করিতে পারেন না। আর যে ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপতি সাধুগণকে ভূমি দান করেন, তিনি ইহ জন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও কীর্ত্তি লাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমি প্রশংসা করেন, বিপক্ষেরা কদাচ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারে না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, ছিলংস্র এক-শত হস্ত পরিমিত ভূমি দান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যে সকল রাজা যুদ্ধ বিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়কর্ম্মেই নিরত, সুতরাং যাঁহাদিগের যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অতি অল্প, তাঁহারাও ভূমিদান করিলেই পবিত্র হন। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মত ছিল যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর সাধুদিগকে ভূমিদান এই দুয়ের ইতর বিশেষ অতি অল্প। পণ্ডিত-গণ অন্যান্য পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া বরং উহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমি দানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহারা কখনই শঙ্কা করেন না। ভূমি দান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশী-লতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চন, ও গুরুশুশ্রূষার এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধন দানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠানার্থ সংগ্রামে সম্মুখযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। জননী যেরূপ সর্ব্বদা ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আপনার শিশুসন্তান-দিগকে প্রতিপালন করেন, পৃথিবী সেইরূপ সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমো-গুণ, ও নিদারুণ বহ্নি এবং ভয়ঙ্কর সংসারবন্ধন সকল ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। শান্তচিত্ত হইয়া ভূমি দান করিলে পিতৃ-লোকস্থিত পিতৃগণের এবং দেবলোকস্থিত দেবগণের তৃপ্তিসাধন করা

হয়। জীবিকাভাবে অবসন্ন, কৃশ, ম্রিয়মাণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বৃত্তিসাধনোপযোগী ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেরূপ ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে ধাবিত হয়, পৃথিবীও সেইরূপ ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে নানাপ্রকার ভোগ প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ইহজন্মে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ফালকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন বা ফল-সমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, পরজন্মে তিনি সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে নরপতি আহিতাগ্নি, ব্রহ্মপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করেন, তিনি কখনই বিপদে নিপতিত হন না। শশধর যেরূপ দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হন, ভূমিদানের ফল, তেমনি প্রতি শস্যোৎপত্তিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পুরাণবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন, আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কারণ, ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করেন, পরলোকে তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ পূর্ব্বক কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদসদৃশ এই ভূমিগীতা পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রাদ্ধসময়ে ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকলাভে সমর্থ হন। যে কোন ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই পবিত্র হন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। যে মনুষ্য ভূমিদান করে, তাহার দশ পুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে তিনি ভূমিদান করিবেন এবং সাধু ব্যক্তিদিগের ভূমি হরণ করিবেন না। রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নরপতি ধর্ম্মশীল হইলেই প্রজাবর্গের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে, তাহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না; অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। তাহার অসদাচরণে প্রজাবর্গকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইতে হয়। যোগক্ষেম বিবিধ মঙ্গল তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করে না। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে, প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখ অনুভব করিয়া

পরম সুখে গাত্রোত্থান করে। রাজা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রজাগণ যোগমঙ্গল ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া সাতিশয় সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে রাজা পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদবিশারদ ব্রাহ্মণকে উর্ব্বরা ভূমি দান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। বীজবপন করিলে তাহা হইতে যেরূপ শস্য সমুৎপন্ন হয়, ভূমি দান করিলেও সেইরূপ সকল বাসনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ, ইহাঁরা সকলেই ভূমিদাতার সমাদর করিয়া থাকেন। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া যায়। ভূমি সমুদায় জগতের পিতামাতা স্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ নামক এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ পুরন্দরের ভূমিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনান্তে বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য ও অক্ষয় এবং কোন্ দানপ্রভাবে স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন সুরাচার্য্য মহাতেজা বৃহস্পতি দেবরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! হিরণ্য, গো ও ভূমি, এই সমুদায় বস্তু দান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে সমুদায় বীর সম্মুখ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়া দেবলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যাহারা প্রভুর কার্য্য সাধনার্থ জীবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয়, এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যিনি রত্ন সমলঙ্কৃত ভূমি দান করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হন। যিনি অভিলষিতগুণসম্পন্না উর্ব্বরা উৎকৃষ্ট ভূমিদান করেন, তিনি জন্মান্তরে রাজাধিরাজত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে ভূপাল সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থদানের ফললাভে অধিকারী হন। পাপীও যদি ভূমিদান করে,

তাহা হইলে, ভোগী নির্ম্মোকের ন্যায় পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিপ্রবাহিনী নদী সমুদায় ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। ভূপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সকল পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করেন; ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে ভূপাল নিজ ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে, ততকাল মনুষ্যেরা তাঁহার যশ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি দান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতে পারেন। যে রাজা রাজ্যসুখ বাসনা করেন, ভূমিদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কামধেনু স্বরূপ অভিলষিত প্রদায়িনী ভূমিদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। একমাত্র ভূমিদান করিলেই এককালীন সাগর, নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন, নদী, সরোবর, সর্ব্বপ্রকার তৈল, বিবিধ রস, বীর্য্যবান ঔষধ ও ফলপুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ, এই সমুদায় দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফললাভ করিতে পারা যায় না। মনুষ্য ভূমিদান করিলে দশ পুরুষ উদ্ধার এবং ভূমি অপহরণ করিলে দশ পুরুষ নিরয়স্থ করেন, আর ভূমিদান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে আপনি নিরয়স্থ হন। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং দান করিয়া প্রত্যা-হরণ করে, তাহাদিগকে নিদারুণ কালপাশে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা অতিথিপ্রিয়, সাগ্নিক ও যজ্ঞানুষ্ঠানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের উপা-সনা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে কখনই শমনভবনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণশোধ এবং অন্যান্য বর্ণের দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরে জীবিকাহীন ব্রাহ্মণকে যে ভূমি-দান করিয়াছে, কখনই তাহা আত্মসাৎ করিবে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রহরণ প্রযুক্ত নিতান্ত অবসন্ন হইয়া অশ্রুপাত করিলে অপহর্ত্তার তিন কুল দগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত ভূপতিকে পুনর্ব্বার রাজ্য-মধ্যে সংস্থাপন করে, তিনি অনন্তকাল সুরলোকে বাস করিতে পারেন। ইক্ষু, যব, গোধূম, নানাপ্রকার রত্ন, নিধিগর্ভ এবং গো, অশ্ব ও বিবিধ বাহন পরিপূর্ণ বাহুবলোপার্জ্জিত ভূমি দান করিলে অক্ষয় লোকলাভে সমর্থ হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভূমি দান করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ভূমি দান করিলে সাধু ব্যক্তিগণের নিকট সম্মানভাজন হওয়া যায়। যেরূপ সলিল মধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ভূমি

দানের ফল ও সেইরূপ ঐ দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য উৎপন্ন হইবে, ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে। ভূমিদাতা মহাবলশালী সম্মুখ যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত ভূপালগণের ন্যায় দিব্য মাল্যবিভূষিত নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া থাকেন। ভূমিদাতা পরজন্মে সিংহাসন, শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদি বাহন, পুষ্প, সুবর্ণপুষ্প; সুবর্ণ ওষধি, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি ও অমৃত প্রসবিনী ভূমি লাভ করিতে পারেন। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলতঃ ভূমিদানতুল্য দান, জননীতুল্য গুরু, সত্য সদৃশ ধর্ম্ম, ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতির নিকট এই প্রকার ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্নপরিপূর্ণ এই পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে কথনই সমর্থ হয় না এবং ঐ শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হয়, সেই সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধ সময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের নিকট এই ভূমিদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অতি আবশ্যক। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

—:০:—

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানশীল ভূপতির গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে কি কি বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণগণ কি প্রকার দান দ্বারা আশু পরিতুষ্ট হন, তুষ্ট হইয়াই বা তাঁহারা কি প্রতিদান করেন; এবং কি প্রকার দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়, এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আপনি উহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করাতে তপোবনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে [illegible] কথা কহিয়াছিলেন,

আমি সেই সমস্তই তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও সর্ব্বভূত অন্নেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্ন দানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। শ্রীবৃদ্ধন মনুষ্যগণ অন্নদান করিতে বিশেষরূপ যত্নবান্ হন। অন্ন প্রাণিদের তেজস্কর। অন্ন ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না। ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্নদ্বারাই জীবনযাপন করেন; অতএব অন্নকেই জীবের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে মনুষ্য আপনার কল্যাণ বাসনা করেন, পরিবারদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি সংস্থাপন করিয়া থাকেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও নির্ম্মৎসর হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ন দান করেন, তিনি উভয়লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। যে ব্যক্তি অন্নদ্বারা দেবতা পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, অচিরাৎ তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্ন দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে দান করিবার এই বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্ন দান করা কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ভূপাল অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ রূপে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই। পিতৃগণ বৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবীর ন্যায় আপন আপন পুত্র ও পৌত্র হইতে সর্ব্বদা অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাহাকে অন্ন দান করেন, তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা না করিলেও তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ অর্থিভাবে সর্ব্বদা যাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, ইহজন্মে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পরম

সুখে কালযাপন করেন এবং পরজন্মে মহাভোগসম্পন্ন উত্তম বংশে সমুৎপন্ন হন। যোগ্যপাত্রে অন্নদাতা পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারেন। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। অন্ন সমস্ত লোকের জীবন স্বরূপ। সকল বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধনধান্যসম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্, ও রূপবান্ হইয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। অন্ন দাতাকে জীবনদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে মনুষ্য অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পর লোকে সুরগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমি স্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করিতে পারেন, অনায়াসে তিনি পুণ্যরূপ ফললাভে সমর্থ হন। অন্ন দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং অন্নদানের ফল প্রত্যক্ষ; অন্যান্য দানের ফল প্রত্যক্ষ হয় না। অন্ন হইতেই জীবগণের উৎপত্তি হয়। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ, সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্ন বিনষ্ট হইলে দেহস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নাভাবে বলবান্দিগেরও বলহানি হইয়া থাকে। অন্ন ব্যতিরেকে আহার বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদপর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে অন্ন হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতদিগের অন্ন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য অন্নদান করেন, তিনি অপরিসীম বল, তেজ, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।

পবন মেঘের উপর প্রাণ আধান করেন; ইন্দ্র মেঘস্থিত প্রাণময় সেই বারি বর্ষণ করেন। পরে ভগবান ভাস্কর স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন; ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে সুররাজ ইন্দ্র মারুত দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে প্রবাহিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হইয়া থাকেন; এবং অবনী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে প্রাণিগণের জীবনোপায়স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং প্রাণিগণ সেই শুক্র হইতেই জন্ম গ্রহণ করে। সেই অগ্নি ও চন্দ্রমা শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করিয়া থাকেন। এই

প্রকারে অন্ন দ্বারা শুক্র সমুৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও বায়ুর সহিত একত্র সমবেত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন, তাঁহার তেজ ও প্রাণদান করা হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে অন্নদানের এইরূপ ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াশূন্য হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি অন্নদান করিলে নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ইহলোকে যে মহাত্মারা অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসম্পন্ন, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুক্লবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, বালার্কসদৃশ বিবিধ অচল ও সচল ধন, বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন সুবর্ণ ও রজতময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকামপ্রদ বৃক্ষ সমুদায়, সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল নানাবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্নসহকারে অন্নদান কর। ইহলোকে অন্নদান করা সকল লোকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে কোন নক্ষত্রে কোন বস্তু দান করিলে কি প্রকার ফল লাভ হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি নারদদেবকীসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবদর্শন নারদ দ্বারকায় আগমন করিলে দেবকী তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে যেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। নারদ কহিয়াছিলেন, দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃতপায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে পারা যায়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও নানা প্রকার পানীয় প্রদান করিলে তাহাদিগের ঋণ শোধকরা হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু দান করিলে দেবলোক

প্রাপ্তি হয়। আর্দ্রা নক্ষত্রে উপবাসী হইয়া তিলমিশ্রিত কৃষর দান করিলে দেহাবসানে অতিদুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্নদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে রূপবান ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। পুষ্যা-নক্ষত্রে সুবর্ণ বা সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দান করিলে মনুষ্য আলোক শূন্য লোকে চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষ দান করিলে কোন জন্মেই ভয় থাকে না। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব সকল দান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অপরিসীম সুখ লাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাসী হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ফাণিতযুক্ত বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য প্রদান করিলে সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের অন্ন প্রদান করিলে সুরলোকে সমাদর লাভ হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস পূর্ব্বক চারি হস্তি-যুক্ত রথ দান করিলে পবিত্র অভীষ্টফলপ্রদ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। চিত্রা নক্ষত্রে বৃষ ও পবিত্র গন্ধদ্রব্য দান করিলে নন্দনকাননে অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিতে পারা যায়। যে ধন নিজের অভীষ্ট, স্বাতিনক্ষত্রে উহা প্রদান করিলে, ইহলোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং পরলোকে শুভ লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। বিশাখানক্ষত্রে বৃষ, দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য, বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং দেহাবসানে দুর্গম নরক সমুদায় অতিক্রম করিয়া অক্ষয় ফল ও দেবলোকলাভ করিতে পারা যায়। অনু-রাধা নক্ষত্রে উপবাসী হইয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতি লাভ হয়। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল দান করিলে পিতৃ-লোকের তৃপ্তিসাধন ও অভিলষিত গতি লাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বা ষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাসী হইয়া কুলীন স্বচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে মনুষ্য দেহাবসানে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে সমুৎপন্ন হয়। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষি ব্রাহ্মণগণকে মধুসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান

করিলে স্বর্গলোকে সৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রবণা নক্ষত্রে বস্ত্রাস্তরিত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য লোকে গমন করা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন দান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। শতভিষা-নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় প্রদান করিলে দেহান্তে প্রধান প্রধান অপ্সরা ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাস প্রদান করিলে মনুষ্য দেহাবসানে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনে ও দেহাবসানে অনন্ত ফললাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্যদোহনপাত্রের সহিত ধেনুদান করেন, তিনি পরলোকে গমন করিলে ঐ ধেনু পুনরায় তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সকল বাসনা পরিপূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করেন, পরজন্মে তিনি তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন ব্যক্তির ভবনে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণদিগকে তিলধেনু* প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই প্রকারে দেবকী নারদের মুখে, যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যে প্রকার ফলপ্রাপ্তি হয়, সেই সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৫।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার তনয় ভগবান অত্রি কহিয়াছেন যে, যে মনুষ্য সুবর্ণ দান করে, তাহার সমুদায় বিষয়ই দান করা হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণদান আয়ুষ্কর, পবিত্রতা সম্পাদক ও পিতৃলোকে অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সমুদায় দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট। অতএব মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। কূপে সলিল সঞ্চার হইলেই খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত হয়। জল পূর্ণ হইলে নিরন্তর কালই তাহার পাপ দূর করে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য এবং গোসমুদায় জলপান করে, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে বিমুক্ত

হয়। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অবারিত জলপান করিতে পায়, তাঁহাকে কখনই বিপদে নিপতিত হইতে হয় না।

ঘৃতদ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও হুতাশনের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টি লাভ করিতে বাসনা করেন, শুচি ও সংযত চেতা হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত প্রদান করিবেন। আশ্বিনমাসে যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত প্রদান করিয়া থাকেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ঘৃতপায়স প্রদান করেন, রাক্ষসেরা তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পবিত্র হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে শর্করা দান করেন, তাঁহাকে বলবতী পিপাসায় সমাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না; আহারাভাবনিবন্ধন তিনি কখনই ক্লেশভোগ করেন না; এবং বিপদ সমুদায় কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ সুশীল ব্রাহ্মণদিগকে কাষ্ঠ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি সংগ্রামে জয়লাভ, সমুদায় কার্য্য সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তিবৃদ্ধি করেন; এবং ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র দান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ, পশু ও সংগ্রামে জয় ও যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং তাঁহার কখনই চক্ষুঃপীড়া জন্মে না। আর যিনি বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয়ক্লেশ হইতে অচিরাৎ বিমুক্ত হইতে পারেন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন যে, শকটদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

—০*০—

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, যে মনুষ্য তাঁহাকে পাদুকাযুগল প্রদান করে, তাহার কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময়ে সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় কণ্টক নিরাকরণ

করিতে পারে এবং গোযুক্ত শকট দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার বিপদের লেশমাত্রও থাকে না। শত্রুগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় না; এবং সে অশ্বতরীযুক্ত রৌপ্যকাঞ্চনপরিমণ্ডিত শুভ্র যান লাভ করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমি দানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হই-তেছে, অতএব আপনি সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিল দানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, এবং শাস্ত্রানুসারে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। কমল-যোনি ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্য বস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়া-ছেন। অতএব তিল দান করিলে পিতৃলোকের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। যে মনুষ্য মাঘমাসে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করে, তাহাকে কখনই হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিলেই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তিল সকল মহাতপা কশ্যপের দেহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দানবিষয়ে পরম পবিত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপ-নাশক। অতএব সকল দান অপেক্ষা তিলদানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম সৎপথাবলম্বী ও স্ত্রীসংসর্গবিমুখ হইয়া অনেক বৎসর গব্যঘৃতসংযোগে তিল দ্বারা হোম ও তিলদান করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিলদান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্য সকল বিনষ্ট হইলে, মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতিপ্রদান পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয়, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিবস সুরগণ যজ্ঞ করিবার বাসনায় ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিব বলিয়া পবিত্র দেশ প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন, ভগ-বন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার মানস করিয়াছি। আপনি স্বর্গের প্রভু ও চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর। যজ্ঞ ভূমি বিষয়ে আপনার অনুমতি না লইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না; অতএব আপনি আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন।

ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ। তোমরা যে স্থলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

এই প্রকারে ভগবান্ ব্রহ্মা ভূমি দান করিলে; দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম; এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। মহর্ষিগণ এই যজ্ঞভূমিতে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। অনন্তর অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল দেবযজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। পরে যথাসময়ে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ঐ যজ্ঞভূমির যজ্ঞাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি দান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, পুণ্যক্ষয় হইলেও তিনি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। বাসার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরম সমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্টলোকে অবস্থান করিতে পারে। যে মনুষ্য গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত দুঃখনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সপ্ত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষেত্রদান করিলে সম্পত্তিলাভ, এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে, বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবৃত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃপুরুষেরা ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিবে। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ডদান করিলে, সেই পিণ্ড কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান, এই সমস্তই অস্বামিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে, আর মূল্য দিয়া স্থান ক্রয় করিতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট ভূমিদানের এই বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম; অনন্তর গোদানের ফল কহিতেছি শ্রবণ কর। গোসমস্ত তাপসগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এতন্নিবন্ধন ভগবান্ ভবানীপতি গো সকলের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করিয়া থাকেন, গোসমুদায় শশাঙ্কের সহিত সেই

ব্রহ্মলোকে অবস্থান করে। গো সকল দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ এবং লোম দ্বারা লোকের মহোপকার সম্পাদন করে। ইহাদিগের পক্ষে শীত গ্রীষ্মের ইতর বিশেষ নাই। সর্ব্বসময়েই সমভাবে কষ্ট করিয়া থাকে। বর্ষায়ও উহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। গো সকল ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতেরা ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে মহামতি রন্তিদেব যজ্ঞে গো সকলকে বলিদান করিয়াছিলেন; ঐ গোসমূহের চর্ম্ম হইতে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে পরিকল্পিত হয় না; দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করে, তাহারা বিপদাপন্ন হইলেও অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয়! সহস্র গোদান করিলে, পরকালে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না, এবং সর্ব্বত্রেই জয়লাভ হইয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃততুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে, অমৃতদানের ফললাভ হয়। বেদবিশারদ পণ্ডিতেরা গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করেন, তিনি সশরীরেও স্বর্গে যাইতে পারেন। গো সকল জীবগণের জীবনস্বরূপ; অতএব গোদান করিলে জীবনদান করা হয়। গো সকল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয়দানের ফললাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে, অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, ব্যাধিযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দশ সহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোক, এবং লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় এই বর্ণন করিলাম; অনন্তর অন্নদানের মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদানে অতি উৎকৃষ্ট দান। মহাত্মা রন্তিদেব অন্নদান করিয়া সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া থাকেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন। অন্নদান করিলে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সুবর্ণ বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে

না। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্নদ্বারা সদ্যোসদ্য পরমায়ু, তেজ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে সাধুগণকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি কখনই কোনপ্রকার বিপদপ্রাপ্ত হন না। যথাবিধি পূজা করিয়া দেবতাদিগকে অন্ন নিবেদন করিবে। যাহার যে অন্ন, সেই তাহার দেবতা। যে মনুষ্য শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ থাকে না; এবং সে পরলোকে অনায়াসে অনন্ত সুখসম্ভোগ করিতে পারে। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিতচিত্তে আপনার ভোজ্য অন্ন অতিথিকে প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দুর্ব্বিসহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে বিমুক্ত হন; এবং সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিলদান, ভূমিদান ও গোদানের ফল এই কহিলাম।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে জলদান ইহলোকে কি প্রকার মহাফল প্রদান করে, উহা বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! লোকে অন্ন ও জলদান করিয়া যে প্রকার ফল প্রাপ্ত হয, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কহিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমার মতে মনুষ্য যদি অন্ন ও পানীয় দান করিয়া পানাহার করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান করিল। জীব অন্নের প্রভাবেই জীবন ধারণ করিতেছে। অন্ন হইতে সকলের বল ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং অন্ন সর্ব্বলোকেই উৎকৃষ্ট বস্তু। এই জন্যই প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবমন্ত্রে দেবযজ্ঞে যে কারণে যে প্রকারে যেরূপ অন্নদানবিষয়ে যাহা কথিত আছে, তুমি তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ। অন্নদান করিলে জীবনদান করা হয়। জীবন দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই।

মহাতপা লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যে প্রকার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মনুষ্য ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া সেই রূপ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

অন্ন, জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। জলব্যতীত কোন বস্তুই সমুৎপন্ন হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরু-গুল্মাদি, সমুদায়ই সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমস্ত পদার্থই জীবগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃ-গণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নিরূপিত হইয়াছে। যখন এই সমস্ত পদার্থই সলিল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি শ্রেয়ো লাভ করিতে বাসনা করে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জল দান করিলে, যশস্বী, দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে শত্রুগণকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহার সমুদায় বাসনা সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তিলাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমা থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ৬৮

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট পুনর্ব্বার তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে যম ব্রাহ্মণসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালানামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক দিবস যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা চক্ষু ও নাসিকাসম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, উর্দ্ধরোম, লোহিতাক্ষ এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অতি সত্বরে পর্ণশালানামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্যগোত্রসম্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহামতি শর্ম্মীকে যত্নসহকারে আনয়ন কর; আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার সদৃশ বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন; দেখিও যেন ভ্রমবশতঃ শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে

আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে পর্ণশালানগরীতে গমন পূর্ব্বক, যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভ্রমবশতঃ তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ যম সেই ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, ইহাঁকে লইয়া যাও; অন্য যাহার কথা কহিয়াছি তাঁহাকে আনয়ন কর।

ভগবান্ যম দূতকে এই কথা কহিলে, সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এ স্থান হইতে গমন করিতে আমার অভিলাষ নাই; যত দিন আমার কালপূর্ণ না হয়, তত দিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান্ কৃতান্ত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজবর! আমি লোকের আয়ুঃসত্ত্বে কাহাকে কখন মদীয় আলয়ে স্থান প্রদান করিতে পারি না; কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে; সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে। অতএব আজিই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি আপনার সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিব সন্দেহ নাই। ভগবান্ যম এইরূপ কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষীস্বরূপ; অতএব মর্ত্তালোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পুণ্যলাভ হয়, সেই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যমরাজ কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিলদানকে পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিল দান করেন, তাঁহার সমুদায় বাসনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই; অতএব তুমি যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করিবে। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংসারের সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও

জলপান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপসমুদায় অতিশয় দুর্লভ। এই নিমিত্ত ঐ সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিয়ত জলদান করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করা যায়! অতএব তুমি সর্ব্বদা জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জল দান করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ যম ব্রাহ্মণকে এই কথা কহিলে, যমদূত আপনার প্রভুর অনুমতিক্রমে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন মহাপ্রতাপশালী ভগবান যম ধর্ম্মশীল মহামতি শর্ম্মীকে দর্শন করিবা-মাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহার গৃহে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মীও আপনার ভবনে উপনীত হইয়া কৃতান্তের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দীপদান করিলে, পিতৃলোকের সন্তোষসম্পাদন করা হয় বলিয়া ভগ-বান্ যম ঐ দানেরও অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রতিদিন দীপ দান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে, দেবতার, পিতৃলোকের ও নিজের চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্নবিক্রয় করিয়া নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্নদান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, দাতার নিকট হইতে প্রতি-গৃহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাঁহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহ জনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সুব্রাহ্মণ-গণকে সেই সমস্ত প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। লোকে স্বদারনিরত থাকিয়া বস্ত্রদান করিলে, পরম সুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলদানের বিষয় বারং বার এই কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। অতএব দার পরিগ্রহ করিয়া অপত্যোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়। ৬৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কেবল ক্ষত্রিয়ই যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ক্ষত্রিয়ভিন্ন অন্য কেহই ভূমিদান করিতে অধিকারী নহেন। এক্ষণে ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গোদান, পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান এই ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্য দ্বারা শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি পৃথিবী ও গোদানের তুল্য ফল লাভ করিতে পারেন। গোদানও সমধিক প্রশংসনীয়; উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গোদানের ফল সত্বরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। গাভী সকল জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। প্রতিদিন গো প্রদক্ষিণ করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। গোশরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। গাভী সমুদায় সর্ব্বমঙ্গলের আয়তনস্বরূপ। অতএব ভক্তিসহকারে উহাদিগের পূজা করা নিতান্ত বিধেয়। যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে সুরগণ বলীবর্দ্দদিগকে কশাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণসময়ে উহাদিগকে কশাঘাত করিলে, দোষাবহ কার্য্য করা হয় না; কিন্তু কৃষিকার্য্যার্থ উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়ন সময়ে গোকুলকে বিরক্ত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। গো সকল যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গৃহস্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হয়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তিপ্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারে এবং তাহার দুঃস্বপ্নদর্শনজনিত দোষ ও অমঙ্গলসকল একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকার ধেনু দেয় ও কিরূপ ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গোদানের যোগ্য আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অযোগ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আচারচ্যুত, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্যপরিবর্জ্জিত, লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বহুপুত্রসম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশটি গো দান করিলে, দাতা অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। গ্রহীতা প্রতিগ্রহলব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হয়। যে ব্যক্তি অন্নদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকাপ্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটী গাভী থাকিলে দরিদ্রতাদোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদিপরিবারসম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উৎকৃষ্ট পাত্রে গোদান করিলে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে, আবার সেইরূপ গুরুতর পাপ জন্মে। ব্রাহ্মণ যে কোন অবস্থাপন্ন হউন, তাঁহার ধন ও পত্নী অপহরণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭০

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যে প্রকার ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদুকুলের বালকগণ জল অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সহসা এক মহাকূপ অবলোকন করিল। সেই কূপ তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকেরা কূপদর্শনে আনন্দিত হইয়া জললাভার্থ বহুবিধ চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা অতি যত্নসহকারে ঐ কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে এক মহাকার কৃকলাশ অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারার্থ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে তথা হইতে বিচালিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন

তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হৃষীকেশ! এক মহাকূপমধ্যে একটা ভয়ানক কৃকলাশ শূন্যপথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে; আমরা কোনক্রমেই তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

মহাত্মা বাসুদেব বালকগণের এই বাক্য শ্রবণমাত্র সেই মহাকূপের নিকট উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাশ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগনামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ভগবান্ বাসুদেব কৃকলাশের এই বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি সর্ব্বদা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে অসংখ্য গোদান করিতেন, এক্ষণে আপনার সেই পুণ্য কোথায় গেল।

তখন সেই কৃকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যবশতঃ প্রবাসে গমন করিলে, তাঁহার একটি ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধনমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশুরক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফললাভার্থ ঐ ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া আপনার গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং আমি কখনই তোমাকে প্রদান করিব না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দাতা হইয়া কি নিমিত্ত অপহর্ত্তা হইলেন? তখন আমি সেই গৃহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনাকে অযুত গো দান করি-

তেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। ঐ ব্রাহ্মণ আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, মহারাজ! সেই সুলক্ষণাক্রান্ত দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আমার স্তন্যপানবিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে; অতএব আমি কখনই তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না। তিনি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে সমাগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার বাসনা নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণপোষণ করিতে পারি; অতএব আপনি আমার সেই ধেনু শীঘ্র আমাকে প্রদান করুন। আমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্নমনে স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের নিকট উপস্থিত হইলাম। ভগবান্ যম আমাকে অবলোক করিয়া যথোচিত সৎকার করত কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞাননিবন্ধন এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। সেই ব্রাহ্মণকে তাহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাবর্গকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভিলাষানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফলভোগ করুন।

মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। প্রথমে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ। সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে, ভগবান বাসুদেব আপনাকে উদ্ধার করিবেন। তাহা হইলেই আপনি আপনার কর্ম্মপ্রভাবে এই সনাতন লোক প্রাপ্ত হইবেন। আমি

তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম; কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। আজি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিলেন। এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি। মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধামে গমন করিলেন।

মহারাজ নৃগ দেবলোকে প্রস্থান করিলে, মহামতি হৃষীকেশ লোকের হিতসাধনার্থ এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর দেখ, মহারাজ নৃগ সাধুসমাগম নিবন্ধন নরক হইতে বিমুক্ত হইলেন। অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হয় না। দান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, অপহরণ করিলেও সেইরূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি গোদানের ফল শ্রবণ করিয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; অতএব গোদান করিলে, কি প্রকার ফল লাভ হয়, তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে উদ্দালকিনচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপা উদ্দালকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে, তিনি স্বীয় তনয় নচিকেতার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি স্নাননিবিষ্টচিত্ত ও বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্য আনয়ন কর। নচিকেতা পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র সত্বরে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমুদয় দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন, নদীস্রোত সেই সমস্ত প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেতা পিতার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তাত! আপনি আমাকে যে

সমুদায় দ্রব্য আনয়নার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন, আমি তথায় সেই সমুদায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। উদ্দালকি এইপ্রকার বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিতে কহিতেই গতায়ু হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাতপা উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলশায়ী অবলোকন করিয়া হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া, দুঃখাবেশপ্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দিব, ও যামিনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাতসময়ে শস্য যেরূপ সলিলসেকপ্রভাবে সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমনান্তর উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন, তৎকালে তিনি সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার কলেবর হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহাতপা উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া পরিতুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে কি শুভ লোক সমুদয় অবলোকন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মানবদেহ নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।

নচিকেতা মহর্ষি উদ্দালকির এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত কৃতান্তভবনে উপস্থিত হইয়া কৃতান্তের সহস্রযোজনবিস্তীর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা সন্দর্শন করিলাম। আমি সেই সভাসন্দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনোপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্তৃক পূজিত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে কৃতান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত আমাকে সেই স্থানে প্রেরণ করুন। তখন ধর্ম্মরাজ যম আমার এই বাক্য শ্রবণ

করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই। আপনার পিতা পাবকের ন্যায় তেজস্বী, তিনি রোষপরবশ হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তন্নিবন্ধনই আমি আপনাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে নিতান্ত শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি, অতএব আপনার যাহা বাসনা হয়, প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয়ই তাহা সফল করিব।

আমি কৃতান্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি, এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার বাসনা পূর্ণ করিতে আপনার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মরাজ যম আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোক সমুদায়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুক্লবর্ণ, কিঙ্কিনীজালজড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেক তলযুক্ত নানাপ্রকার সুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সকল গৃহমধ্যে কতকগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতকগুলি কি জল, কি স্থল উভয়েই তুল্যরূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমুদায় গৃহে নানাপ্রকার বস্ত্র, বহুবিধ শয্যা, ভক্ষ্যভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। আমি সেই স্থানে ঐ সকল দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় সন্দর্শন করিয়া কৃতান্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! অবিশ্রান্তবাহিনী এই সকল দুগ্ধনদী ও ঘৃতনদী কাহার উপভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? কৃতান্ত কহিলেন, যে সকল সাধু গোরস দান করেন, এই সমস্ত তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা নিরন্তর গোদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত অন্য লোক নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকল লোকে অসংখ্য শোকহীন সাধু বাস করেন। হে তপোধন! গোদান করিলেই যে এই সমুদায় শুভলোক লাভ হয়,

এরূপ নহে, গোদানের বিশেষ পাত্র, কাল, গো বিশেষ ও বিধি আছে। ঐ সকল বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া গোদান করা বিধেয়। যাঁহার ভবনে অবস্থান করিলে গোগণকে দিবাকর হুতাশনের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না; যিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমুদায় ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা হৃষ্টা ধেনু প্রদান করা বিধেয়। গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করত অবস্থান করিবে। এই প্রকার বিধি অনুসারে কাংস্যদোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনুদান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি লোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়, সন্দেহ নাই। দমিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিলে ধেনুদানের তুল্য ফল লাভ হয়। গোগণ কোন অপকার করিলে, তদ্বিষয়ে যাঁহারা ক্ষমা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত যত্নবান্ হন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিবিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদিকার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্য সম্পাদন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার মঙ্গলবিধান ও শুভসংসাধনার্থ গোদান করা অতি আবশ্যক। দুগ্ধবতী, ধন ক্রীত, বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণী বিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গোসমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই প্রকারে যমরাজ ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোধনের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। তখন যম কহিলেন, ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে, গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোদান না করিলেও গোপদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ধেনুর অভাবে যে ব্যক্তি ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু, সবৎসা ধেনু যেরূপ দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘৃতের অভাবে তিলধেনু দান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকাল বিষম সঙ্কট হইতে সমুত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করেন। যিনি তিলের অভাবে জলধেনু দান করেন, পরলোকে

তিনি অভীষ্ট ফলপ্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই প্রকারে পবিত্র লোক প্রদর্শন করাতে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমি ধর্ম্ম-রাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহার ফল ভোগ করিব। উহার ব্যয় অল্প, কিন্তু ফল অতি মহৎ; আমাকে শাপ প্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি শাপ প্রদান না করিলে, আমি কখনই কৃতান্তকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে আমি দানফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মরাজ প্রফুল্লচিত্তে বারংবার আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের প্রতিনিয়ত অভীষ্ট বস্তু দান, বিশেষতঃ গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দান ধর্ম্ম অতিপবিত্র, আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফল লাভে সন্দিগ্ধচিত্ত না হইয়া যত্নসহকারে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া গোদান করুন। পূর্ব্বে দানধর্ম্মানুরক্ত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা ফল লাভ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনুষ্যগণ মৎসরবিহীন হইয়া যথাসময়ে শক্তি অনুসারে গোদানপূর্ব্বক এই সমুদয় লোকলাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া গোষ্টাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষদান করিলে দেবব্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। ন্যায়োপার্জ্জিত একটী মাত্র কপিলা দান করিলে পাপ মোচন হয়। গোরস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর নাই। তন্নিবন্ধন দুগ্ধবতী গাভী প্রশস্ত দান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গাভীগণ দুগ্ধ দান পূর্ব্বক সমুদায় লোককের প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করে। যে মনুষ্য গোগণের এই সমুদায় গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, নিশ্চয় সেই পাপাত্মাকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র, শত, দশ বা পাঁচ গোদানের কথা কি বলিব, একটী মাত্র গোদান করিলেও ধেনু

পরলোকে সেই দাতাকে পুণ্যতোয়া নদীর ন্যায় ফল প্রদান করে, সন্দেহ নাই। লোকপুষ্টি ও লোকসংরক্ষণ করাতে ধেনু সূর্য্যকিরণের অনুরূপই হইয়াছে। আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। উভয় হইতেই আহার ও বিবিধ উপভোগ লাভ হয়; অতএব গোদাতা কিরণদাতা সূর্য্যেরই সদৃশ। শিষ্য গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যদি তাঁহাকে গোদান করে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হয়। বিধি বিষয়ে যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারা বলেন, এই রূপ করিলে পরম ধর্ম্ম হয়। ইহাই আদি বিধি। অন্যান্য বিধি সকল ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেব ও মানবগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক, এইরূপ প্রার্থনা করেন। অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদান করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান উপলক্ষে গোদানের ফল এবং গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহামতি নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধনিবন্ধন ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাসরূপ ধারণ পূর্ব্বক দ্বারকানগরে কূপমধ্যে নিপতিত হইলে ভগবান্ বাসুদেব যে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে প্রকার লোক তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গোলোকবাসীরা যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসিগণের ঐশ্বর্য্য অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমন করে তাহার কারণ কি? গোদাতারা যে সমুদায় লোকে অবস্থান করেন, সেই সমুদায় কি প্রকার? ও ঐ সমুদায় স্থানে কিরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি? গোদাতারা কি প্রকারে ঐ সমস্ত লোকে গমন ও কত দিনই বা সেই গোদানের ফল ভোগ করিয়া

থাকে? বহু গোদানের ফল কি প্রকার এবং অল্প গোদানেরই বা ফল কিরূপ? গোদান না করিয়াও কি প্রকারে গোদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়? বহু গোদাতা কিরূপে অল্পদাতার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও অল্পগোদাতা কি প্রকারে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কিরূপ দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত? আপনি এই সমস্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

—•*•—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৩।

ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! তুমি গোদানাদি বিষয়ে যে সমুদায় প্রশ্ন করিলে, ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোক নানাপ্রকার, ঐ লোক সমুদায় স্বর্গের ও পতিব্রতা রমণীদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তুমি কখনই ঐ সকল লোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যপ্রভাবে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণ ব্রতধারী হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে অবস্থান করিয়াই স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ ব্যাধি ও ক্লম কখনই ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে পারে না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ঐ সকল লোকে যে সমুদায় কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নানাবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহ অধিক কি বলিব, সকল প্রাণীরই বাঞ্ছিত বস্তু ঐ সকল লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ, সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, শুদ্ধ, ভক্ত, অহঙ্কারবিহীন, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগসম্পন্ন, পিতা মাতার শুশ্রূষানিরত, সত্য-পরায়ণ, ব্রাহ্মণসেবানিরত, অনিন্দনীয়, ক্রোধশূন্য, গোব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য, অপরাধির প্রতি ক্ষমা-বান্, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান্

মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরদারানুরত, গুরুঘ্ন, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দাপরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃতঘ্ন, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্র জনসেবিত লোক সকল অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক সমুদায়ের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদানপরায়ণ মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে মনুষ্য দ্যূতলব্ধ অর্থ দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেবপরিমাণের দশ সহস্র বৎসর সুখ অনুভব করিতে পারেন। যে মনুষ্য ন্যায়ানুসারে পৈতৃক ধন স্বরূপে গোধনের অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি সনাতন অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য গোদান গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনিও অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে মনুষ্য জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তাঁহার পবিত্র গোলোক লাভ হয়। ব্রাহ্মণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। প্রতিনিয়ত গোসেবানিরত হইয়া যত্নসহকারে গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া একটীমাত্র গোদান করিলে সহস্র গোদানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐ প্রকার গুণযুক্ত হইয়া একটী গোদান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোপ্রদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটি গোদান করিলে পঞ্চশত গোদানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটি গোদান করিলে এক শত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফললাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যবাদী, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, দক্ষ, ক্ষমাশালী, দেবারাধনাতৎপর; শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিবর্জ্জিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহারা মহাফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব গুরুশুশ্রূষানিরত সত্যধর্ম্মপরায়ণ পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ননিরত ও গোভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত গোদর্শনে প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহাদিগের রাজসূয় যজ্ঞের ও বিবিধ সুবর্ণ দানের তুল্য ফল

লাভ হয়। পুণ্যবান্ মহাত্মারা গোব্রতপরায়ণ, সত্যধর্ম্মাবলম্বী, শান্ত-স্বভাব ও লোভশূন্য হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে, সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে মনুষ্য গোব্রতপরায়ণ ও গোগণের প্রতি কৃপাবান্ হইয়া দশ বৎসর প্রতিদিন একবারমাত্র ভোজন করিয়া এক বারের আহারীয় দ্রব্য গোগ-ণকে প্রদান করেন, তিনি অনন্ত স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ-গণ দিবসের মধ্যে একাহারী হইয়া এক বারের ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ পুরঃসর তদ্দ্বারা গোধন ক্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, সেই ধেনুর লোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐ প্রকার সঞ্চিত ধন দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐ প্রকারে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস, এবং শূদ্র ঐ প্রকার নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে মনুষ্য আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল পৃথিবীতে গোজাতি বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতি লোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সমরে জয়লাভ পূর্ব্বক ধেনুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে মনুষ্য ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া তিল-নির্ম্মিত ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সামান্যতঃ গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারেন না। অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি অবগত হওয়া গোদা-নপরায়ণ মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার গৃহে অবস্থান করিলে, গোসমুদায়ের সূর্য্য ও অগ্নির উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধ বংশজাত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালক-পোষণার্থ ব্রাহ্মণকে গোদান করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ, যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণি বিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গো সমু-দায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত শীলস-ম্পন্ন ও সুগন্ধবতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয়। সমুদায় নদীর

মধ্যে ভাগীরথী যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ গো সমুদায়ের মধ্যে কপিলা শ্রেষ্ঠ। ত্রিরাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও জলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। এই প্রকার বিধি অনুসারে ধেনু দান করিলে, সেই ধেনুর গাত্রে যতগুলি লোম থাকে, ততবৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে ব্যক্তি বলবান বিনীত লাঙ্গলবহনে নিপুণ বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতার তুল্য লোক প্রাপ্ত হন। যে মনুষ্য দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমূহকে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোক লাভ করিতে অভিলাষী হন, তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর যে মনুষ্য স্পৃহাশূন্য সংযত, শুচি ও বাসনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত স্বর্গে লোকে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৪।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে মনুষ্য সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াও ধনলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কি প্রকার গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, পুরন্দর! ভোজন ও বিক্রয়, আর ব্রাহ্মণকে দান করিবার অভিলাষে ধেনু অপহরণ করিলে যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষ্য বিক্রয়ের নিমিত্ত গোহিংসা করে ও গোমাংস ভক্ষণ করে আর যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধ করিতে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই বিনষ্ট ধেনুর লোম পরিমিত বৎসর নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গো বিক্রয় বা গো হরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। যে ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার সেই দাননিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণনিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষিণা বিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান

ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। যে ব্যক্তি গোদান করে, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়; আর যে ব্যক্তি গোদান পূর্ব্বক সুবর্ণ দক্ষিণা দান করে, তাহার অষ্টাবিংশতি পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার কুল পবিত্র হয়। হে পাকশাসন! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণাদানের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবরাজকে এই বৃত্তান্ত কহিলে, পুরন্দর দশরথের নিকট, দশরথ স্বীয় পুত্র রামচন্দ্রের নিকট, রামচন্দ্র প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ অরণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করেন। আমি উপাধ্যায়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন সময়ে এই গোদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবগণের সহিত অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়াছিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা নিরাকরণ করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে মনুষ্য শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সম্পাদন করেন, তিনি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ, সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোকে ও পরকালে ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা

যায়। অনন্তর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ক্লেশের লেশমাত্রও থাকে না। তাঁহারা অভিলাষানুসারে সর্ব্বত্রই গমন করিতে সমর্থ হন। কেহই তাঁহাদিগের শক্রতাচরণ করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কোন বাসনা অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রম প্রকাশ, দান ও নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ স্বর্গ সুখ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেই প্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রোধ প্রকাশ করেন না। যে দাতা ক্রুদ্ধ না হইয়া দান করেন, তিনিই শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দান করেন, তাহার দান বিফল হইয়া যায়। অতএব দানাপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। মহর্ষিরা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া সুরলোকে যে সমুদায় অদৃশ্য স্থানে গমন করেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের সেই সমুদায় লাভের প্রধান কারণ।

যে মনুষ্য নিয়মানুসারে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি অধ্যাপন জন্য ক্লেশ নিবন্ধন ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদ পাঠ করিয়া স্বয়ং শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান এবং যিনি গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সুরলোকে সমাদৃত হইয়া অবস্থান করেন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হন এবং রণস্থলে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তিনিও স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানতৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মানুরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গ ভোগে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। শূরগোষ্ঠী এবং তাঁহাদিগের পুণ্যফল শ্রবণ কর। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে কখনই পরাঙমুখ নন, তিনি যজ্ঞশূর, যিনি সত্য হইতে বিচলিত হন না, তিনি সত্যশূর, এবং যিনি জীবনান্তেও সংগ্রাম পরিত্যাগ করেন না, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এই প্রকার দানশূর, সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতিবিধানশূর ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষা শূর,

পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষাশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলপ্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদাভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরু-তর হইয়া থাকে। একমাত্র সত্য প্রভাবেই দিবাকর উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্যপ্রভাবেই হুতাশন প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলতঃ সমুদায় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। সত্যই পরম ধর্ম্ম, অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিষ্ঠ, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন। তন্নিবন্ধনই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্ল্লভ হয় না। সত্যপরায়ণ দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি উর্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নির স্বরূপ। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে যে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিগণের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষ্য জনক, জননী, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় নিতান্ত আসক্ত থাকে এবং কোনক্রমেই তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ না করে, তাঁহার সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন তাঁহারে কখনই নরক দর্শন করিতে হয় না।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক সমুদায় প্রাপ্ত হয়, সেই গোদানবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অত এব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! গোদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিলে তৎক্ষণাৎ কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকালপ্রবৃত্ত গোদান বিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গো সকল সমানীত হইলে গোদান বিধি বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলে সুরগুরু বৃহস্পতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! গোদানের পূর্ব্ব দিবস পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া রক্তবর্ণ ধেনুসকল আহরণ করিবে এবং ঐ ধেনুসমুদায়কে সমঙ্গে! বহুলে! বলিয়া সম্বোধন করিবে। অনন্তর যামিনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ সুখ ও আশ্রয় স্থান; এই শ্রুতি উচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদিগের মধ্যে ঐ রজনী অবস্থান পূর্ব্বক গোদানে প্রবৃত্ত হইয়া আবার ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে। ধেনু সমুদায়ের সহিত যামিনী যাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। অতঃপর প্রাতঃকাল সমাগত ও সূর্য্য সমুদিত হইলে বৃষ ও বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে। এই প্রকার নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। গোপ্রদানপূর্ব্বক প্রদাতা এই প্রকার প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনুসকল আমার পাপধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার দেহ রক্ষা করুন। আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইহাঁর প্রসাদে আমার সেই সমুদায় অভিলষিত বিষয় সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয় রোগাদি নিবৃত্তি ও শরীরমুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত

হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা প্রতি-নিয়ত পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ, অতএব এক্ষণে আমার প্রতি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর। প্রদাতা এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার কহিবেন, হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব অদ্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্ম-প্রদান করা হইয়াছে। দাতা এই কথা কহিলে পর গৃহীতা কহি-বেন, হে ধেনুগণ। তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে; অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর। যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনিও গো প্রদাতা বলিয়া অভিহিত হন। সেই প্রতিরূপ গো-দান সময়ে দাতা গৃহীতাকে এই ঊর্দ্ধাস্যা ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ গোদানে বিংশতিসহস্রচতুশ্চত্বা-রিংশৎ বৎসর স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহীতা গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভব-নাভিমুখে আটপদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোপ্রদাতা সমগ্র গোদান ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চ-রিত্র, যিনি গোমূল্য প্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণদান করেন, তিনি সুখী হন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। গো সমুদায়ের সহিত এক রাত্রি অবস্থান করিবে এবং গোষ্টাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোময়, গোমূত্র বা দুগ্ধদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বৃষদান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটী গোদান করিলে, বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গো বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি গোবিধি অবলম্বন না করেন, তিনি কদাপি উৎ-কৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন না। যিনি একটী মাত্র কামদুঘা ধেনুদান করেন, তিনি এক কালে পৃথিবীস্থ সর্ব্বপদার্থ দানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিহীন ও যাহার বুদ্ধি নিতান্ত বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সর্ব্বস্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীব লোকে শ্রদ্ধাবিহীন ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসরূপ অনেক মনুষ্য আছে এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও অল্প নহে। যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে অনিষ্ট ফলোৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমুদায় নরপতি এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট, ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক গোদান করিয়া শুভ লোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যাত্মা মহামতিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভারতবংশপ্রবর্ত্তক ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজগণ বিধানানুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সতত্ই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরবরাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে প্রবৃত্ত হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এইরূপ উপদেশানুসারে গোদানবিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবকণা ভক্ষণ ও বৃষবৎ ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। সেই দিবসাবধি তিনি আর কখন গোসমুদায় দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ অনন্তর ধীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার বিনীতভাবে মহাত্মা শান্তনুতনয়কে কহিলেন, পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণলালসা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানফল সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণকে বস্ত্রসংযুক্ত গুণসম্পন্ন গাভী প্রদান করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। গোদানকর্ত্তা কদাপি অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হন না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলবিহীন বাপীর ন্যায় দুগ্ধবিহীন বিকলেন্দ্রিয় জরারোগসম্পন্ন তৃণভক্ষণ ও জলপানে অসমর্থ গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে বৃথা তাহার লালন পালন জন্য কষ্ট ভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান

করিলে, দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্ম সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব, বলসম্পন্ন তরুণবয়স্ক নিরীহ সুগন্ধযুক্ত গাভীসমুদায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় গাভী হইতে কপিলাই উৎকৃষ্ট।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধুগণের মতে কি জন্য কপিলাদান সমধিক প্রশংসনীয়, তাহা আপনি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি বৃদ্ধদিগের মুখে কপিলার উৎপত্তির বিষয় যাহা শুনিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষপ্রজাপতি প্রজাগণের হিতসাধনার্থ সর্ব্বাগ্রে তাহাদের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবতারা যেরূপ অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, সেই প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থমধ্যে জঙ্গম, এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়, যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতারা উহা পান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। প্রজাবর্গ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেরূপ পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাগত হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাগত দেখিয়া স্বয়ং অমৃত পান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতি পরম পরিতৃপ্ত হওয়াতে, তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গারপ্রভাবে সুরভী সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাগণের মাতৃতুল্য কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, উহারা প্রজাগণের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন সমুত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে, তিনি বৎসরোনাপি ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্রদ্বারা কপিলাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল, যে কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন নানাবর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্

শশাঙ্কের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্ববৎ আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভূতভাবন ভবানীপতিকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসগণের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধফেন নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোগণের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য যদ্যপি উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। চন্দ্রদেব যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ ও সমুদ্র যেমন কদাচ দূষিত হয় না, তদ্রূপ অমৃত দেবগণকর্ত্তৃক পীত হইয়াও এবং গাভী বৎসকর্ত্তৃক দুগ্ধপীত হইলেও কদাচ দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধদ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিয়া থাকে, প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন,। তখন ভগবান্ ভূতপতি পরম প্রীত হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত ভূতনাথ বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; আর ঐ সময় দেবতারা একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতি রূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গোগণের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই জন্যই সমুদায় গোদান অপেক্ষা কপিলা দানই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবনস্বরূপ। উহারা অমৃতসম্ভূত, পরম পবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মনুষ্যগণ শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া শুদ্ধাচারে সেই গোসম্ভব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, তাহাদের সমুদায় কলিকলুষ শান্তি এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্যকব্য বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে, যে ফল লাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভ্রাতৃগণ সহিত যুধিষ্ঠির পিতামহের মুখে উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণবর্ণ বৃষ ও ধেনুদান করিয়াছিলেন পরে যজ্ঞানুষ্ঠানে পরমলোক লাভ করিয়া আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণদিগকে শতসহস্র গো দক্ষিণাস্বরূপে দান করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৮।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষাকুবংশে সৌদাস নামে এক ভূপতি ছিলেন। এক দিবস তিনি সর্ব্বলোকচর আপনার কুলোপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্রপাঠ করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে। আপনি আমার নিকট সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহাত্মা বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গো সকলের গাত্র হইতে গুগ্‌গুলুগন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ বিনিঃসৃত হয়। উহারা জীবগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগের উদ্দেশে যাহা প্রদান করা যায়, কদাচ তাহা নিষ্ফল হয় না, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। গোদান লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন। গোসকল প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোমসময়ে মহর্ষিদিগকে হবি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব যাঁহারা ধেনুদান করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় দুষ্কৃত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শতধেনু দান করিলে যে ফল লাভ করেন, ধেনুর অধিপতি দশ ধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একটী মাত্র ধেনুদান করিয়া সেই ফল লাভে সমর্থ হন। যাহারা শত ধেনুর অধীশ্বর হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধীশ্বর হইয়াও অযাজ্ঞিক, এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়া কৃপণ হয়, তাহাদিগের সম্মান না করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত সবৎসা কপিলাধেনু প্রদান করিলে, উভয়লোক অনায়াসে জয় করিতে পারা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতযূথপতি দীর্ঘশৃঙ্গ বলবান্ পুষ্টাঙ্গ অলঙ্কৃত বৃষদান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে সমর্থ হন। গোনাম স্মরণ না করিয়া শয়ন বা শয্যাত্যাগ করিবে না। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে গোনমস্কার করিবে। গোমূত্র ও গোময়ে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। গোমাংস ভক্ষণ করিবে না। তাহা হইলে সমৃদ্ধলাভে সমর্থ হইবে। গোগণকে অবজ্ঞা করিবে না। সর্ব্বসময়ে বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন

দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময় মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করিবে। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবেশন পূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিয়া পশ্চিমদিক্ অবলোকন, হুতাশনের ঘৃতাশনের ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃতদ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃতভোজন করেন, তাঁহাদিগের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে মনুষ্য গোমতী বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বরত্নসম্পন্ন তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি কখনই শোকতাপে লিপ্ত হন না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য যে, নদী সকল যেরূপ সাগরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কাঞ্চনশৃঙ্গবিভূষিতা দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনুসমুদায় আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে সন্দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমাকে সতত দর্শন করুন। আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত; গোসমূহ যথায় অবস্থিতি করিবেন আমিও তথায় অবস্থান করিব। রাজন্! লোকে মহা ভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহা হইতে অনায়াসে মুক্ত হইয়া থাকে।

—০*০—

একোনাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

হে রাজন্! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব; আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না; লোকে আমাদিগের পুরীষমিশ্রিত সলিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে। দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোক লাভে সমর্থ হইবেন। ব্রহ্মাও উহাঁদিগকে বর দিয়াছিলেন, তোমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হউক, তোমরা জীবগণের নিস্তারসাধন কর। গোসকল তপস্যার উক্ত প্রকারে ইষ্টসিদ্ধিলাভ ও লোকসমূহকে উদ্ধার করিতেছে। অতএব উহারা পরম পবিত্র হইয়া সর্ব্বভূতের মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং উহাদিগকে প্রাতঃকালে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল ফল লাভ করা যায়।

যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিলবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিতবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্য-লোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শুক্লবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেত ধেনু দান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোক এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যম-লোকে সকলের নিকট সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংস্য দোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত সলিলফেনের ন্যায় শ্বেতবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তিনি বরুণলোকে লাভে সমর্থ হন। যিনি কাংস্য দোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসরবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হইতে পারেন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত সুবর্ণবর্ণা পিঙ্গলনয়না সবৎসা ধেনু দান করেন, তিনি কুবের লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি কাংস্য দোহন পাত্র ও সবস্ত্র ধূম্রবর্ণ বৎসের সহিত ধূম্রবর্ণা ধেনু দান করেন, তিনি পিতৃ-লোকে সম্মানভাজন হইতে পারেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারবিভূষিতা সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের লোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে গৌরাঙ্গ বৎসের সহিত সবস্ত্র গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুগণের লোক লাভ করিয়া থাকেন এবং যিনি কাংস্য দোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বলবর্ণা সবৎসা ধেনু দান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্ব্বক পরম সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। যে মনুষ্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত প্রশস্তপৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদ্গণের লোক, যে মনুষ্য সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত নীলবর্ণ যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-দিগের লোক, এবং যে মনুষ্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত কণ্ঠাভরণসম্পন্ন বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতি লোক লাভ হয়। যে মহাত্মা গোদানে নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তিনি প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অতি উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদপটল ভেদ করিয়া অনায়াসে সুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। তথায় পৃথুনিতম্বিনী মনোহরবেশা দেবরমণীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা আনন্দিত এবং বীণা, বল্লকী, নূপুর ও হাস্যের শব্দ করিয়া প্রাতঃকালে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে। যে মহাত্মা

বিধি পূর্ব্বক ধেনু দান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর লোমপরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট কুলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুল সুখসম্ভোগে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায়। ৮০।

হে মহারাজ! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যে পুরুষ আচমন পূর্ব্বক 'ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনু সকল আমার ভবনে নিয়ত বিরাজিত হউক, ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ধেনু সকল আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে; আমি সর্ব্বদা গোমধ্যে অবস্থান করি,' এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবসসঞ্চিত পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদসকল সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে এবং যে স্থানে নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল, ক্ষীররূপ নীরসম্পন্ন, দধিরূপ শৈবালজালজড়িত নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে; সহস্র গোদাতা দেহাবসানে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করেন। যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধিশালী হইয়া সুরলোকে সমাদৃত হইয়া থাকেন। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ তিল ধেনু ও জলদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গো সকল পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমা রহিত। উহাদিগকে যত্নে সংহার, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংসদোহন পাত্র, বসন ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গবিশিষ্ট সবৎসা ধেনু দান করিলে, নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য শমনসভায় নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। 'সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সকল আমার শ্রেয়োবিধান করুন,' প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদান ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই এবং গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই ও হইবে না। ধেনুর কৃত্ত, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞসাধন হইয়া থাকে। সুতরাং উহা

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে। এই চরাচর জগৎ যাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ভূতভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে নমস্কার করি। মহারাজ! আমি এই গো সমুদায়ের গুণসমূহের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গো সমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ সৌদাস মহাত্মা বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, এই বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ কার্য্যপ্রভাবে উৎকৃষ্টলোক সমুদায় লাভ করিয়াছিলেন।

—:০:—

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক আর কিছুই নাই, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরম পাবন মহার্থসাধন ধেনুগণ মানবগণকে উদ্ধার এবং ঘৃত দুগ্ধ দ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে। গোসমুদায় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু এই ত্রিলোকমধ্যে আর কিছুই নাই। গো সকল দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করে, পণ্ডিতেরা গোদান করিয়া জীবগণকে রক্ষা করিতে ও দেবলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব, যযাতি ও নহুষ অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্ল্লভ দিব্য স্থান সমুদায় অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকদেবের নিকট গোমহিমা যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিবস ধীমান্ শুকদেব নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বিশুদ্ধান্তঃকরণে মহাত্মা ব্যাসদেব অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে কোনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট? মনুষ্য কোন্ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পরম স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যনিবন্ধন স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের স্বরূপ কি? যজ্ঞ কোন্ দ্রব্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? সুরগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাসদেব শুকদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! জীবগণ ধেনুরপ্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছে, ধেনু মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদন পদার্থ। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক শৃঙ্গলাভার্থ তাঁহাকে বিবিধ স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ ব্রহ্মা উহাদিগকে শরণাগত দেখিয়া উহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ, তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন নানাবিধ বর্ণ ধেনুসমুদায় এই প্রকারে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। গো সকল দিব্য তেজঃস্বরূপ; তন্নিবন্ধন গোদান, সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে সমুদায় সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারবিবর্জ্জিত হইয়া গো প্রদান করেন, ইহলোকে তাঁহারাই কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিতে পারেন। গোলোকের বৃক্ষ সকল প্রতিনিয়ত সুগন্ধি পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমি সমুদায় মণিময় ও বালুকাসকল হিরণ্ময়। ঐ স্থানের জলাশয় সকল বালার্কসদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপল বনে পরিশোভিত; পঙ্কবিরহিত, এবং সর্ব্বর্ত্তুসুখপ্রদ; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও কাঞ্চনসদৃশ কেশরসমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ, নদী সমুদায়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণ, বিকসিত করবীর বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানারত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত এবং স্বর্ণগিরি সকল মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ শোকসন্তাপশূন্য হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় অহরহ পরম সুখে পর্য্যটন করেন।

গোদাতার সদৃশ সৌভাগ্যসম্পন্ন আর কেহই নাই। ভগবান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সকল স্থানে আধিপত্য করিয়া থাকেন, গো দানপরায়ণ মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। ভগবান্ ব্রহ্মা গাভীগণের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; সতত সংযত হইয়া এই সকল নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি

গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাচ গোসমূহের অনিষ্ট চিন্তা না করে, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা প্রতিনিয়ত উহাদের পূজা এবং যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্র, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত পান ও তিন দিবস বায়ুভক্ষণ করিয়া পরিশেষে, সুরগণ যে ঘৃত প্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবচন করে, তাহারা নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য একমাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করিয়া আহার করে, সে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণগণকে গো প্রদান করিলে অনায়াসে সুরলোক লাভ করিতে পারা যায়। পবিত্র জলে আচমন পূর্ব্বক ধেনুমধ্যে অবস্থান করিয়া গোমতী মন্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপ পরিশূন্য হয়। বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যদিগকে যজ্ঞতুল্যা গোমতী বিদ্যা অধ্যাপন করাইবেন। তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গোমতীমন্ত্র জপ করত পুত্রকামনা করিলে, পুত্রলাভ, অর্থাভিলাষী হইলে অর্থলাভ, পতি কামনা করিলে পতি লাভ এবং ইষ্ট কামনা করিলে, ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদায়ের সেবা করিলে উহারা পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করে, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি কারণে গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকামপ্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ব্যাসদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজা শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে সর্ব্বদা গোপূজা করিয়াছিলেন। অতএব, তুমিও যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন গোসমুদায়ের অর্চ্চনা কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়। ৮২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শুনিয়াছি, গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান

আছে ইহা কি প্রকারে হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় হইয়াছে; অতএব, আপনি তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি গোলক্ষ্মীসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস লক্ষ্মী মনোহররূপ ধারণ পূর্ব্বক গোসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। গোসকল তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেবি! তুমি কে? এস্থানে কোথা হইতে সমাগত হইলে? লোক মধ্যে তোমার রূপের তুলনা নাই। আমরা তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোককান্তা শ্রী, দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল ক্লেশ ভোগ ও সুরগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখ ভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকে। গোগণ! জানিবে আমার প্রভাব এত অধিক। এক্ষণে আমি তোমাদিগের শরীরে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়াছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া লক্ষ্মীমন্ত হও।

গাভীগণ কহিলেন, দেবি! তুমি অতিশয় চপলা ও বহুজনভোগ্যা, তন্নিবন্ধন তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদের বাসনা নাই। আমরা স্বভাবতঃই রূপসম্পন্ন হইয়াছি; সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।

এই প্রকারে ধেনুগণ প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু যত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে জানিলাম, লোক-আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়, এই যে এক লোকপ্রবাদ আছে, ইহা কখনই মিথ্যা নহে। যাহা হউক,

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকেন; অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য! দেখ, ত্রিলোকমধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।

তখন ধেনুগণ কহিল, দেবি। তোমাকে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চিত্তচঞ্চলতা প্রযুক্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীরসৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন তোমাকে আমাদিগের প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মী কহিলেন, গাভীগণ। আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অতএব, তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে সকল লোকেই আমাকে অবজ্ঞা করিবে। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে আমি বাস করিতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের শরীরের কোন্ অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ কর।

শ্রী এই প্রকার বিষয় প্রদর্শন করিলে কৃপাপরায়ণ গাভীগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা আমাদের অবশ্য। অতএব, আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি; তুমি আমাদিগের পরমপবিত্র মূত্র পুরীষে অবস্থান কর।

লক্ষ্মী ধেনুগণের এই কথা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, এক্ষণে তোমাদের কল্যাণ হউক। লোকমাতা লক্ষ্মী গোসমুদায়কে এই কথা বলিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোমাহাত্ম্য আরও কহিতেছি শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়। ৮৩।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করেন, তাঁহাদিগের নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। দধি ও ঘৃত ব্যতিরেকে যজ্ঞ সুসম্পন্ন ধেনুগণ যজ্ঞের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান অতিশয় প্রশস্ত। পণ্ডিতগণ ধেনুদিগকে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব পুষ্টি ও শান্তি লাভার্থ গোসমূহের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোগণ উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ তেজঃস্বরূপ অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ধেনুগণ অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি ব্রহ্মবাসবসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দৈত্যদিগকে পরাভূত করিয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিলে, সত্যধর্ম্মপরায়ণ প্রজাসকল অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টিসম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমীরণ দিব্য কুসুম আহরণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঋতু সকল নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় পুরন্দর ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত গোলোক লোকপালগণের উপরিভাগে সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কি প্রকার তপস্যা, বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাঁহারা দেবগণের উপরিভাগে পরম সুখে কালযাপন করিতেছে? এই বিষয় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পুরন্দর! তুমি ধেনুদিগের অবজ্ঞা করিয়াছিলে, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের মাহাত্ম্য অবগত হইতে

সমর্থ হও নাই; এক্ষণে আমি তোমার নিকট ধেনুগণের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ গো সকলকে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গাভী ব্যতীত কোনক্রমেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। প্রজাগণ ধেনুগণ হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভসমুৎপন্ন বৃষদ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইলে, ধান্য ও নানাপ্রকার বীজ সমুৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গো সকল হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ দধি ও ঘৃত সমুৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াও বিবিধ ভারবহন ও অমায়িক ব্যবহার এবং সৎকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে; উহারা প্রসন্ন হইলে বর প্রদান করে, সন্দেহ নাই।

হে পুরন্দর! গো সকল যে নিমিত্ত দেবলোকের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে, তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহারা পৃথিবীতে যে জন্য অবতীর্ণ হইল, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবেরা ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবমাতা অদিতি পুত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ দক্ষদুহিতা সুরভী অদিতের ঘোরতর তপস্যা সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত অতি রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার তপস্যায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে আমার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সকলে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর আমি কহিলাম, বৎসে! তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! আমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি বর প্রাপ্ত হইয়াছি। সুরভী এই প্রকারে কোন বর প্রার্থনা না করিলে, আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি; অতএব তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।

আমার প্রসাদে তুমি চিরকাল সকল লোকের উপরিভাগে অবস্থান করিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে। তোমার দুহিতৃগণ মনুষ্যদিগের শুভ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মনুষ্যলোকে বাস করিবে এবং তুমি কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক, সমুদায় সুখই অনুভব করিতে পারিবে। হে পুরন্দর! আমি এইরূপ বরদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব ও অশুভ ঐ লোক আক্রমণ করিতে কখন সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায় অলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট গো সমুদায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গো সকলের প্রতি শ্রদ্ধা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা এই প্রকার গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার বাক্য শ্রবণে গো সকলের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে মনুষ্য সতত সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্যকালে ব্রাহ্মণগণের সমীপে এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণ সর্ব্বকামসম্পূর্ণ অক্ষয় গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা ও সুখার্থী হইলে সুখলাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের কিছুই দুর্লভ থাকে না।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সর্ব্বলোকের বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল ভূপতির পক্ষে গোদান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অব্যবস্থিতচিত্ত ভূপালগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালন করিতে অক্ষম হওয়াতে অধোগতিলাভের উপযুক্ত হইয়াও ভূমিদানপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদানপ্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদ ও উপনিষদে বলে সমুদায় কার্য্যেই

ভূমি, গো ও সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে। সুবর্ণ কি? তন্মধ্যে সুবর্ণ দক্ষিণা-পক্ষে বিশেষ শ্রুতি আছে। ইহার কারণ কি, তাহাই আমি সুনিশ্চিত জানিতে ইচ্ছা করি। ইহা কি জন্য কোন স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা দান করিলে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাকে কি নিমিত্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে। শ্রুতিতে কি কারণে উহা যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কি জন্যইবা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়? এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়াছে; অতএব, আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব বিশেষ-রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি সুবর্ণের উৎপত্তি বিষয় যে প্রকার পরিজ্ঞাত আছি, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজা শান্তনু লোকান্তর গমন করিলে, আমি গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম। আমার জননী জাহ্নবী তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসময়ে তপঃসিদ্ধ বহু-সংখ্যক ঋষি আমার সমীপে সমুপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ে আমি সমাহিত-চিত্তে ক্রমে ক্রমে জলদানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সমাধান পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু, বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুদ্গত হইল। তদ্দর্শনে, আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করিতেছেন, বিবেচনা করিয়া আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না; কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্র-চিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই এবং পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করেন নাই। বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। আমি এই প্রকার শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া কুশোপরি পিণ্ডদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবামাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর আমি যামিনীযোগে নিদ্রাগত হইলে, পিতৃগণ স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে, ধৰ্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমার পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; এক্ষণে ভূমি ও গোদানের পরি-

বর্ত্তে সুবর্ণ দান কর; তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থ। যে মনুষ্য সুবর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি জাগরিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণদানে কৃতসংকল্প হইলাম।

অতঃপর এই সুবর্ণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন উপলক্ষে জমদগ্নিতনয় দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশুরামের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সসাগরা বসুন্ধরায় একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণপূজিত, সর্ব্বকামসম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন পরম পাবন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই পাপশূন্য হয়; কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও পাপশূন্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয়জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুর-কার্য্যনিরত মনুষ্যগণ কোন্ উপায় দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভার্গব! তুমি বেদবিধানানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আজ্ঞানুরূপ কার্য্য কর। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, পরশুরাম দেবর্ষি বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ও কাশ্যপের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি পবিত্রতালাভ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনারা যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কোন্ বস্তু দান করিলে, আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিগণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভার্গব! আমরা শুনিয়াছি যে, মনুষ্য নিতান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো, ভূমি ও ধনদান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটী দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই দানের নাম সুবর্ণদান। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে অগ্নি বীর্য্যবলে লোকসকলকে দগ্ধ করিয়া যে বীর্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহাই স্বর্ণ। স্বর্ণ দান করিলে, লোকে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

অনন্তর মহাতপা বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে, উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ সুবর্ণ যে প্রকার সমুদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজদানে অগ্নিলোক, মেষদানে বরুণলোক, অশ্বদানে সূর্য্যলোক, কুঞ্জরদানে নাগলোক, মহিষদানে অসুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দানে রাক্ষসতুল্যলোক এবং ভূমিদানে যজ্ঞফল, গোলোক, বরুণলোক ও চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অজ মেষাদি সকল পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজ সমুত্থিত হইয়াছিল; সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমস্ত রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তন্নিবন্ধনই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্নসহকারে উহা ধারণ করে। কেহ কেহ সুবর্ণ দ্বারা মুকুট, কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করিয়া থাকে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সুবর্ণদান, ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব, তুমি ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণদান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যাহারা সুবর্ণ দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান করা হয়! অগ্নি সমুদায় দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ অগ্নিময়; সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা দান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে রাম! পূর্ব্বে আমি পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি যে, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ পিনাকপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন সুরগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর চরণ বন্দনপূর্ব্বক দেবদেব ত্রিলোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী; সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়েরই তেজ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব, আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাবর্গের হিতসাধনার্থ তেজোদ্রাস করুন। আপনারা

ত্রৈলোক্যের সার; সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর, আপনাদিগের তেজ হইতে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন, দেবগণ নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন। বিশেষতঃ আপনার তেজ পৃথিবী, আকাশ, বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে সমুদায় জগৎ নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে অপত্যোৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধান করিতে মনোযোগী হউন। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজ সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করুন।

বৃষভবাহন ত্রিলোচন দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছে। দেবদেব এই প্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হইলে, দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার অপত্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরুষবাক্যে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার পুত্রোৎপত্তিরোধ করিয়া দিলে; অতএব,আমি শাপ প্রদান করিতেছি,তোমাদিগের কখনই সন্তানোৎপত্তি হইবে না। হে রাম! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য দেবগণ কিন্তু সকলেই পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। ঐ রুদ্রতেজ অনলে নিপতিত হইবামাত্র অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তেজ তেজের সহিত মিলিত হওয়াতে নিজেরই উৎপত্তি স্থান স্বরূপ হইল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আদিত্য, বসু, রুদ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারযুগল ও সাধ্যগণ বলবীর্য্যোন্মত্ত তারকাসুর কর্ত্তৃক নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের ভবন, বিমান ও নগরসকল এবং মহর্ষিগণের আশ্রম সমুদায় অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। তাঁহারা খিন্নমনে গমন করিয়া অজর দেব ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা আপনার বরদর্পিত তারকাসুর কর্ত্তৃক অতিশয় নিপীড়িত হইতেছি এবং তাহার ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছি, অতএব আপনি সত্বরে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। আপনি ব্যতীত আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা কহিলেন, সুরগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই! পূর্ব্বেই আমি তারকাসুরকে সংহার করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা অবিলম্বে সেই দুরাত্মাকে সংহার করিতে পারিবে। বেদ ও ধর্ম্ম সকল কদাচ বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তোমাদিগের উদ্বেগের প্রয়োজন নাই।

সুরগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! দুরাত্মা তারকাসুর আপনার নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণ পূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; তাহারে বধ করা আমাদের সাধ্য নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পুত্র হইবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে, কি প্রকারে নিহত হইবে, তাহা আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! যে সময়ে দেবী পার্ব্বতী তোমাদিগকে শাপ প্রদান করেন, তৎকালে হুতাশন তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না; অতএব তিনি অসুরসংহারার্থ পুত্রোৎপাদন করিবে, সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্রদ্বারা তোমাদিগের ভয়দায়ক দুরাত্মা তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ শূলপাণির তেজের যে কিয়দংশ হুতাশনে নিপতিত হইয়াছে, মহাত্মা হুতাশন অসুরবিনাশার্থ দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় শৈব তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়নাশক কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব, তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরনিধনের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে অগ্নি তোমাদিগের সহিত ছিলেন না বলিয়া, ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রমিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সহিত থাকিলে ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত

জন্মিত না। পাবক সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজোহানি করিতে সমর্থ হয় না। বলবান্‌দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বিগণ বরদাতা অবধ্য দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। অতিতেজস্বীদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদিগের শ্রেয়োবিধানার্থ অপত্যোৎপাদনে যত্নবান হউন। অতঃপর তোমরা অতিসত্বরে সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত, তেজোরাশিস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ হুতাশনের অন্বেষণ কর। তিনিই তোমাদের মনোরথ সত্বর পরিপূর্ণ করিবেন।

দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে পাবকের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় তিনি সলিলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ হুতাশনের অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক পাবকের তেজে অতিশয় সন্তপ্ত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেবগণ! ভগবান্ অগ্নি তেজোদ্বারা যাবতীয় সলিল ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিয়াছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা হুতাশনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম, আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া অগ্নির আত্মগোপন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি; ইহা জানিতে পারিলে, তিনি আমার প্রতি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডূক সুরগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন অগ্নি মণ্ডূকের সেই কপটতা অবগত হইয়া "অদ্যাবধি তোমরা রসনেন্দ্রিয়বিহীন হইবে" বলিয়া ভেকজাতিকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতি সত্বরে অন্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ অগ্নি রসাতল হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে, সুরগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূকগণের প্রতি শাপ প্রদানবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভেকজাতির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মণ্ডূকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাশূন্য ও রসাস্বাদনে

বঞ্চিত হইয়াও নানাপ্রকার বাণী উচ্চারণে সমর্থ হইবে। তোমরা অচেতন, অনাহারী, শুষ্কদেহ ও মৃতপ্রায় হইয়া বিলমধ্যে অবস্থান করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তিমিরাবৃত যামিনীতেও তোমরা নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে সমর্থ হইবে।

দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এই প্রকার বরদান করিয়া পুনর্ব্বার হুতাশনকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীপরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক মত্তমাতঙ্গ তাঁহাদিগকে দান করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! অগ্নি এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। হুতাশন মাতঙ্গের এই কথা শ্রবণে অতিশয় রোষপরবশ হইয়া "অদ্যাবধি তোমাদিগের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে" বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপপ্রদান পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দেবগণ হুতাশনের প্রস্থান ও মাতঙ্গগণের প্রতি অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়া দ্বিরদজাতির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ! তোমরা হুতাশনের শাপে প্রতীপজিহ্ব হইয়াও সমস্ত দ্রব্য আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে।

দেবগণ এই প্রকারে দ্বিরদদিগকে বর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার হুতাশনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় হুতাশন যে, অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিল। তখন অগ্নি শুক পক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে "তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে" ঐ শাপপ্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইল। অগ্নি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে, সুরগণ শুকের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শুক! তুমি কখনই একবারে বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইলেও বালক ও বৃদ্ধগণ যে প্রকার অতি মধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শুক পক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনের সন্দর্শন লাভ করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা প্রচলিত এবং মনুষ্যগণও উহা হইতে অনল উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। তদবধি নই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ অগ্নি রসাতলে শয়ান থাকাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদায় সন্তপ্ত হই-

য়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বতপ্রস্রবণ দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ পাবক সুরগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হুতাশন! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না। তখন বৈশ্বানর কহিলেন, দেবগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা করিতে আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই সংসাধন করিব, সন্দেহ নাই।

হুতাশন এই প্রকারে দেবকার্য্য সম্পাদনার্থ অঙ্গীকৃত হইলে, সুরগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৈশ্বানর! তারকনামে এক মহাসুর কমলযোনি ব্রহ্মার বরলাভে অতিশয় দর্পিত হইয়া আমাদিগকে যার পর নাই ক্লেশ প্রদান করিতেছে; অতএব তুমি তাহাকে সংহার করিয়া এই সমস্ত প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত এক পুত্র উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূরীভূত হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি; সুতরাং তোমার বীর্য্যব্যতীত আর আমদের উপায়ান্তর নাই। অতএব, তুমি অবিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

ভগবান্ হুতাশন সুরগণের এইরূপ বাক্যে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথী গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর সহসা ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতোপপন্ন ভয়ঙ্কর শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্ভ্রান্তনেত্র হইলেন এবং একবারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন কম্পিতকলেবরে অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আর আপনার তেজ ধারণ করিতে পারি না ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই।

আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। অতএব, এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার যার পর নাই কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আপনার তেজ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্য্যসম্পাদনার্থই আমাতে তেজ সংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব, আমি এক্ষণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে, যে দোষগুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি সেই সমস্তের অধিকারী। তখন ভগবান্ বৈশ্বানর ও অন্যান্য দেবগণ ভাগীরথীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাগীরথি! তুমি গর্ভ ধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল সমুৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সক্ষম হইবে। ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ এই প্রকার নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অনলতেজঃসম্ভূত প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ গর্ভধারণে একান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান হুতাশন তথায় আগমন পূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে ত তোমার গর্ভধারণ জন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

ভগবান হুতাশন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সরিদ্বরা গঙ্গা তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মলপ্রভাপ্রভাবে পর্ব্বতকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় সুমধুর এবং কলেবর কমলোৎপল-পরিমণ্ডিত হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই হিরণ্ময় হইতেছে। ফলতঃ উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজ দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি ভাস্কর, বৈশ্বানর ও চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী ভাগীরথী অগ্নিকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নিও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এই প্রকারে অগ্নিরই তেজে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনের নাম হিরণ্যরেতা রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই পাবকসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত

ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন বালককে শরবনে নিপতিত দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তননিঃসৃত দুগ্ধদ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকাগণ তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজ স্কন্ন অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসপ্রযুক্ত তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সকল সুবর্ণই অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বুনদ সুবর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেবতারা তদ্দ্বারা ভূষণ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া থাকেন। হুতাশন হইতে সমুদ্ভূত হইয়াই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই জন্য সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সমুদায় বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরস্বরূপ। ইহা দান করিলে, অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে।

হে রাম! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ সময়ে মুনিগণ, হুতাশনপ্রভৃতি দেবগণ, যজ্ঞের অঙ্গ সকল, মূর্ত্তিমান্ বষট্কার এবং সাম, যজুঃ ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি, স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিবাদাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন পূর্ব্বক দেবদেবের লোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য কলেবর মধ্যে অবস্থিতি হইল। এই প্রকার দেবাদিদেব মহাদেব যজ্ঞময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ সাতিশয় সুশোভিত হইল। হে জামদগ্ন্য! এই পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞসন্দর্শনার্থ মূর্ত্তিমান্ তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্‌পতিগণের সহিত দিক্ সকল এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন দেবকন্যাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃ স্খলিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় পূষা সেই ভূতলনিপতিত রজোমিশ্রিত রেতঃ দুই হস্তে

গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর যজ্ঞ আরম্ভ হইলে প্রজাপতি জ্বলিত পাবকে আহুতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনর্ব্বার তাঁহার রেত স্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং সত্বরে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। সেই রেত ত্রিগুণাত্মক; উহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার রাজসিক অংশ নানাবিধ জঙ্গম, তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক উভয় ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

হুতাশনে ভগবান্ ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে, প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোধনসম্পন্ন শ্রুতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানসগণ জন্মপরিগ্রহ করেন। পরে হুতাশনের নয়নযুগল হইতে সুরূপ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ, রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদজল হইতে ছন্দ এবং বল হইতে মন সমুৎপন্ন হইল। সেই অনলের দাহ্য কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং পাবকের তৈজস পিত্ত, অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল। পরিশেষে সেই অগ্নির রুধির হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণ বর্ণ মৈত্র দেবতা; ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহনক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই জন্য মহর্ষিগণ হুতাশনকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উহাঁকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই প্রকারে ভৃগুপ্রভৃতির উৎপত্তি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভবানীপতি দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে হুতাশন হইতে যে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি; সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা সমুৎপন্ন হইবে, সেই সমস্তই আমারই অধিকৃত, সন্দেহ নাই।

তখন হুতাশন কহিলেন, হে সুরগণ! ঐ তিন অপত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া, আমারই অঙ্গ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, অতএব উহারা আমার পুত্র। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী

হইতে পারে না। পাবক এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, সর্ব্বলোক-পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! এই তিন অপত্য আমারই বীর্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই অপত্য। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হয়।

এই প্রকারে সেই তিন পুত্র লইয়া তাঁহাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে, দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা আপনা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা অগ্নি ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান করিয়া উহাঁদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্র-রূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান অঙ্গিরা আগ্নেয় ও মহাযশা কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন, এই সাতটী আত্মতুল্য পুণ্যশীল পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুর বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ভার্গবনামে বিখ্যাত হইয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। অনন্তর ঐ সকল মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই জন্য উহারা প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই প্রকারে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া উহাঁদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুর বংশ হইতে যাঁহারা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাঁরা ভার্গব, যাহাঁরা অঙ্গিরার বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাহাঁরা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাঁরা কাব্য বলিয়া অভিহিত হন।

হে জামদগ্ন্য! পূর্ব্বে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহাঁকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করুন, মহাতপা ভৃগুপ্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সকল মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ

ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত করত আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়কে উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হউন। ঐ মহাত্মারা ও আমরা সকলেই আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি; সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সকল মহাত্মা এই প্রকারে প্রতিযুগে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ প্রার্থনাশ্রবণে প্রীতমনে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

হুতাশন প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুবর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নিস্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কুশস্তম্বে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অনলের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়। বল্মীকবিবর, ছাগপশুর দক্ষিণকর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে, ভগবান্ অগ্নির প্রীতিলাভ হয়। অগ্নি সর্ব্বদেবময়, অগ্নি সনাতন ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে সুবর্ণের সমুৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা দান করা হয়। ঐ দানজনিত পুণ্যপ্রভাবে তিনি উজ্জ্বল লোক সকল লাভ করিতে পারেন এবং ধনপতি কুবের তাঁহাকে সুরলোকে অভিষিক্ত করেন। প্রাতঃকালে যিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই হিরণ্যদান করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। মধ্যাহ্নে যিনি কাঞ্চন দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়ংকালে সুবর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন; তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। সুবর্ণদান করিয়া যে সমুদায় উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলে, যিনি অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নি স্বরূপ; সুবর্ণদান করিলে, সুখবৃদ্ধি, অভীষ্ট গুণলাভ ও চিত্তবিশুদ্ধি হইয়া থাকে। হে রাম! এই

আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইপ্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে, দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবদিগকে বিনাশ করিয়া লোকের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হে রাম! আমি যে সুবর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণদান কর। মহাতপা বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, ভগবান্ রাম তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে নিরন্তর সুবর্ণদান করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুবর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আপনি তারকাসুরকে দেবগণের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কি প্রকারে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়াছে; অতএব, আপনি তাহার নিধনবৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে দেবতা ও ঋষিগণ বিপদাপন্ন হইয়া সেই গর্ভ রক্ষার্থ ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণব্যতীত সুরলোকে আর কেহই অগ্নিনিহিত তেজোধারণে সক্ষম ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনের রেত পান করিয়া গর্ভধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি তাঁহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধিনিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গতেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র সমবেত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই পাবকসদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে পরিবর্দ্ধি

হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহপ্রযুক্ত স্তন্য প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক সকল, দিকের অধিপতিগণ, রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, সলিল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্যপ্রভৃতি সুরগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদসকল সেই অগ্নিপুত্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে আগমন করিলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূলদেহ, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান, দ্বাদশাক্ষ, ষড়াননকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত ও তারকাসুরবিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর সুরগণ সকলেই কুমারের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষী সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব অগ্নিসদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র, মেষ, দিবাকর অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী এক লক্ষ গাভী, হুতাশন গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্বসমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও নানাবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কুমারকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাঁহার সংহারার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিক পরিবর্দ্ধিত হইলে, দেবগণ তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবলশালী কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অবলীলা ক্রমে অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি পুরন্দরকে পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিলেন। এই প্রকারে রুদ্রপ্রিয় সুবর্ণমূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকের দেবগণের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবর্ণ অগ্নি ও কুমারের তেজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তন্নিবন্ধন সুবর্ণ মাঙ্গল্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ভার্গব সুবর্ণ দান পূর্ব্বক সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গলাভে অধিকারী

হইয়াছিলেন; অতএব, তুমিও যত্নসহকারে সুবর্ণদান করিতে আরম্ভ কর।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিধি শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে; অতএব, আপনি উহা আমার নিকট বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

তখন মহামতি ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ধন্য যশস্য বংশবৃদ্ধিকর পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর, সকলেরই প্রতিনিয়ত পিতৃগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা প্রথমে পিতৃগণের পূজা করিয়া পরিশেষে দেবগণের অর্চ্চনা করেন। অতএব মনুষ্যগণ সতত বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। পণ্ডিতগণ প্রতি অমাবস্যায় পিত্রুদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু সমস্ত তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ পরম তৃপ্তিলাভ করেন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, যে যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, সেই সমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্রপ্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমূহ, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে নানাপ্রকার অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, ষষ্ঠিতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিত বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে ক্ষুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজত ভিন্ন ধাতুসকল, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে মনুষ্য চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে সত্বরে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় এবং তাহার গৃহস্থিত মনুষ্যেরা যৌবনাবস্থায়

মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশীব্যতীত কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সকল তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেরূপ শ্রাদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্লই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। ৮৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে, অক্ষয় হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শ্রাদ্ধসময়ে পিতৃগণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিলদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমুদায় ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণ দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষিমাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরুনামক মৃগমাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ঘৃতসংযুক্ত পায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃলোকের প্রীতিকর; শ্রাদ্ধে বাধ্রীণস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণের দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। গণ্ডারমাংস, কালশাক, ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন। পূর্ব্বে আমি সনৎকুমারের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দক্ষিণায়নকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়াতে গজকর্ণবীজিত রক্তবর্ণছাগমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমা-

দিগের অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হইবে। বহুপুত্রের কামনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, উহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক জনও অক্ষয় বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে, উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একোননবতিতম অধ্যায়। ৮৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে যমরাজ ভূপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমস্ত কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে; সে শোকসন্তাপশূন্য ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হয়। পুত্র প্রার্থী হইয়া রোহিণী নক্ষত্রে এবং তেজঃ প্রার্থী হইয়া মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবে। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, মনুষ্যগণের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। পুষ্টিকামনা হইলে পুষ্যানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবে। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাবসম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্টফল, চিত্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রাবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্যপিত্তলাদিময় দ্রব্যসমূহ, অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি শশবিন্দু কৃতান্তের নিকট এই প্রকার শ্রাদ্ধনিয়ম

শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়াছিলেন।

নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দানধর্ম্মবিশারদ ক্ষত্রিয় দানসময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে; কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি তদ্রূপ নহে। শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিশূন্য, শূদ্রকিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীপতি, নিন্দনীয়, চৌর্য্যশালী, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শস্ত্রজীবী, মৃগয়াসক্ত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃত্তমেঢ়, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণগণ পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে, উহা রাক্ষসের ভুক্ত হয়। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি একমাস তাহারই পুরীষে শয়ান থাকিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে, পূয ও শোণিতরূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীকে প্রদত্ত হইলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে

ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া যায়। যাহারা প্রমাদ-নিবন্ধন অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ প্রকার ব্রাহ্মণদিগকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগের উপদেষ্টা হয়, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিগণ যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবিষ্ট থাকে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন পূর্ব্বক যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হন। বেষ্টিতশিরা, দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে, অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যে সমস্ত শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, সেই সমস্ত দ্বারা অসুরগণেরই তৃপ্তিলাভ হয়। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইয়া যায়; অতএব আবৃত স্থানে তিলসমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিলদান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজীদিগকে যে যে মুখ দান করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ততক্ষণ শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফললাভে সমর্থ হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদিগের বিষয় যত্নপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাঁহাদিগের লক্ষণ সকল জ্ঞাত হও। শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ সদাচারসম্পন্ন, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপাবন অখিল পবিত্র করেন। যাঁহারা পংক্তি পবিত্র করেন, তাঁহাদিগকে পংক্তিপাবন বলে। আমি তাঁহাদিগের লক্ষণ বলিতেছি। যাঁহারা তৃণাচিকেত মন্ত্রবিশারদ পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবিশারদ, সামগাতা, পিতা মাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদপাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও স্বকর্ম্মনিরত; যাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়, যাঁহারা ধর্ম্মপত্নীতেই গমন করেন, যাঁহারা অতি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে ঋতুকালে স্নানাদি করিয়াছেন; যাঁহারা বিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞান্তস্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধিসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধবিহীন, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতৈষী, শ্রাদ্ধকালে সেই

সমুদায় ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরাই পংক্তিপাবন। তাহাদিগকে যে সকল বস্তু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফল উৎপাদন করে। মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী যতিগণও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিত কাল বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা সত্যবাক্য প্রয়োগ, বেদ অধ্যয়ন ও বেদগানে নৈপুণ্যলাভ করেন, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাঁদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষপরম্পরা বেদাধ্যাপক, তিনি একাকীই সার্দ্ধ তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক্, বা উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিক্গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে ফলে ও কণ্ঠ গ্রহণ করিতে হয়। বেদবিশারদ, দোষশূন্য ও অপতিত হইলেই পংক্তিপাবন হইলেন। অতএব শ্রাদ্ধকালে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কুলীন বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করাই বিধেয়। যিনি শ্রাদ্ধকালে প্রধানতঃ মিত্রদিগকেই আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতিলাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ তিনিও কর্ম্মফললাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই জন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষসাধনার্থ তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা উচিত নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত তেজোবিহীন; তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান, পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়; উহা কদাচ দেবতা ও পিতৃগণের

তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় না; গৃহমধ্যে নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে, তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না; প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর; তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কথনই উচিত নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিগণের নিকট শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিলে, তিন পুরুষ নরকগামী হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা বিধেয়। নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

একনবতিতম অধ্যায়। ৯১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কথন্ কোন মহর্ষি শ্রাদ্ধ কল্পনা করিয়াছেন? শ্রাদ্ধ কি প্রকার? শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যে প্রকার এবং যখন যিনি যে প্রকারে উহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয়নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমিনামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপবান্ পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে একান্ত অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে শৌচাদিকার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী

দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া সে রাত্রি শোকেই অতিবাহিত করিলেন ; পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদনপূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিতচিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুধ্যানপুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিয়া তাহাদিগকে লবণ বর্জ্জিত শ্যামাকান্ন প্রদান করিলেন। পরে ভোজনকারী ব্রাহ্মণদিগের পদতলে দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তার করিয়া পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন। এইরূপে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদিত হইলে, মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্করবিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষি এরূপ কার্য্য করেন নাই ; অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমায় শাপপ্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা মহর্ষি অত্রিকে স্মরণ করিলেন। তিনি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপনীত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, বৎস ! তুমি যে, পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি বিধান করিয়াছেন। ব্রহ্মাভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাবিহিত অত্যুৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; প্রথমতঃ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নৌকরণক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণদেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বেদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমা দেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়নসময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবগণকে অর্চনা করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে পরিত্রাণ পান। অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধভাগাহ বিশ্বেদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্য-সানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্য-শ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চা, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর। এই আমি তোমার নিকট বিশ্বেদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

এক্ষণে যে সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্যবরাহমাংস, অপ্রো ক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুতদূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে, পিতৃলোক ও দেবগণ কদাপি তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মঘাতক ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে, তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মাত্মা যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজলদ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারি বর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধ-ভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান চন্দ্রের

নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে বিষম কষ্ট ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে,ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদের শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, তবে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন। তিনি আপনাদের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ নিশাকর এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরুশৃঙ্গে সমাসীন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি; অতএব, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, অমিততেজা হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণরোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায়বিধান করিলে, তাঁহারা হুতাশনের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই জন্য শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে হুতাশন অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতিপিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা কামিনীকে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কদাচ উচিত নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নাম উচ্চারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগযুক্ত শকট অথবা

নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে, পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

—০•✱•০—

ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাসব্রতধারী ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য কি শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতধারী নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রতভঙ্গ করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতধারী হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যা অন্যরূপ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা এক মাস ও অর্দ্ধমাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে। লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংস ভক্ষণ করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। স্নান হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবারপরিবৃত, দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন; অমৃতাশী, ও অতিথিপ্রিয় হওয়া তাঁহার আবশ্যক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকার ব্রাহ্মণকে সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করেন, অন্য সময় কিছুমাত্র আহার করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী। অতিথি ও ভৃত্যপ্রভৃতি সকলের আহার হইলে, যিনি আহার করেন, তিনিই অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা স্বীয় ক্ষুধাশান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্ত কাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে; এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য এবং কিরূপ দাতার অর্থ গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুর নিকট হউক, বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এজন্য পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি বৃষাদর্ভিসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইঁহারা সমাধিদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইঁহাদিগের গণ্ডানামী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখ নামে এক জন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখ ও ঐ মহর্ষিগণের সন্নিহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পূর্ব্বে

মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অকালে প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন; এক্ষণে সেই রাজকুমারকে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ করিবার বাসনায় স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নরপতি শৈব্য পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে, আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে, আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র বৎসসমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভারবহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, সুশাস্ত্রার সকৃৎপ্রসূত এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রামসমুদায়, ধান্য বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায় প্রদান করিতে পারি। অতএব, আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে, আপাততঃ অতি মধুর আস্বাদ লাভ হয়; কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষরূপ অবগত হইয়াও কিজন্য আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের দেহ নিতান্ত নির্ম্মল। উহাঁরা প্রীত হইলে, দেবগণ পরম প্রীতিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিনের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়; অতএব হে মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক; আপনি যাচকগণকেই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান শবমাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে গমন করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, মহারাজ শৈব্য মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষিগণকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন।

মন্ত্রীরাও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্যদ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদয় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদায়গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে, পরিণামে আমাদের অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যাহারা ইহলোক ও পরলোকে সুখপ্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটী নিষ্ক গ্রহণ করিলে, আমাদের শত বা সহস্র নিষ্কগ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহুনিষ্ক গ্রহণ করিলে, আমাদের অধোগতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, যদি এই পৃথিবীস্থ ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এক ব্যক্তির হস্তগত থাকে, তাহা হইলেও তাহার কদাচ তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য!

ভরদ্বাজ কহিলেন, লোকের আশার অবধি নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে, সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেরূপ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

গৌতম কহিলেন, লোকের আশা অর্ণবতুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, লোকের একটী কামনা পূর্ণ হইলেই অচিরাৎ অন্য কামনা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

জামদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন না, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদের তপস্যা অবিলম্বে বিনষ্ট হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি?

পশুসখ কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে, কদাচ ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণেরাই ঐ ধন লাভ করিবার উপায় জ্ঞাত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনলাভের উপায় শিক্ষার্থ আমি ব্রাহ্মণদিগেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিরা একবাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি গোপনে এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া অস্মৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দানের মঙ্গল হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রতধারী ঋষিগণ এই কথা কহিয়া সেই সুবর্ণপূরিত উড়ুম্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তখন সেই মন্ত্রিগণ রাজা শৈব্যের নিকট উপনীত হইয়া কহিল, নরপতে! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমূহের মধ্যে গোপনে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া ফল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

মহারাজ শৈব্য মন্ত্রিগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিদিগের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতিদান সমাপ্ত হইলে, সেই হুত হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী উৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে উত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আমি কি করিব, আদেশ করুন।

শৈব্য কহিলেন, যাতুধানি! তুমি সত্বরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সংহার কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে, তোমার যে স্থানে স্বেচ্ছা, গমন করিও। নরপতি শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

তখন অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পর্যটন করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক জন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটী পীবরতনু কুকুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল, আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতেই আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু, এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না; এই কারণে ইহার ও ইহার কুকুরের শরীর বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

অত্রি কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্য দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি। কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই; এই কারণে ইহার ও ইহার কুকুরের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

জামদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমারে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার জন্য সতত চিন্তা করিতে হয়, ইহারে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে তদ্রূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদনিবন্ধন সাতিশয় শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! আমার কুশরজ্জু নির্ম্মিত ও রুরু রোমপ্রস্তুত তিন খানিমাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় সেই স্থূলদেহ সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। তখন তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহারসামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে; এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহারদ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফল মূল আহরণ করত সেই বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় নির্ম্মলবারিপূর্ণ, বিবিধজলচর বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কর্দ্দমশূন্য, শোভাসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে সুশোভিত একটী রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সেই সরোবর দর্শন করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্যসাধনার্থ একাকিনী এখানে অবস্থান করিতেছ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষাকর্ত্রী, আমার এইমাত্র পরিচয়ই তোমাদের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাদের কিছুমাত্র আহারসামগ্রী নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে, আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে মহর্ষিগণ! প্রথমে তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামার্থ কীর্ত্তন করিয়া পরে স্বেচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহামুনি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বিনাশার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জানিতে পারিয়া কহিলেন, শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অং (১) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন আমি তোমার নামার্থ বুঝিতে পারিলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে! আমি বসু (২) সম্পন্ন ও বসীদিগের (৩) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে! আমি কশ্য (২) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপোপ্রভাবে কাশ্য (৩) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কাশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে! আমি দ্বাজগণকে (৪) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে! আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মদীয় দেহের গো (৫) দ্বারা তম নিরাকৃত হইয়াছিল; আর আমি গোসমুদায়ের (৬) দমন করিয়াছি; এই কারণে আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

---

(১) পাপ। (২) অনিমাদি ঐশ্বর্য্য।

(১) গৃহবাসীদিগের। (২) শরীর। (৩) দীপ্তিমান। (৪) দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে। (৫) কিরণ। (৬) ইন্দ্রিয়সমূহের।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শোভনে! বিশ্বদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র; এই জন্য আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

জমদগ্নি কহিলে, শোভনে! আমি জমৎ (১) অগ্নি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; এই কারণে আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (২) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তাপসি! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গণ্ডা কহিল শোভনে! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্তের একদেশ; আমার গণ্ড উন্নত; এই কারণে আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

পশুসখ কহিল, শোভনে! আমি পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয়সখা; এই জন্য আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্র! আমি তোমার নামার্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

সন্ন্যাসী কহিলেন, শোভনে! এই সমুদায় মহাত্মারা যে রূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কদাপি সমর্থ হইব না; আমার নাম শুনঃসখ-সখা।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উহা বুঝিতে পারিলাম না; অতএব, তুমি পুনরায় তাহার উল্লেখ কর।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে, তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডী

(১) দেবগণের যাগোপযোগী। (২) পৃথিবী।

ঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও ভস্মীভূত হইল।

প্রতাপবান্ সন্ন্যাসী এইরূপে সেই রাক্ষসীকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণসমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহু পরিশ্রমে মৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বরে সেই মৃণাল সমুদায় তীরে অবস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগলেন।

তর্পণ পরিসমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণালভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু তথায় সেই মৃণালসমুদায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগলেন যে, আমরা সকলেই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদের এই মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল? এক্ষণে আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী, যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাচ্ঞা করুক।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্তধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথামাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে দুর্ম্মতি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী, গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম্য ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষাগ্নহুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপ ভিন্ন অন্য জলাশয় নাই, সেই গ্রামবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতিলাভ না হয়; সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র, ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও বর্ণ সঙ্করের পুরোহিত এবং অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে এবং তাহাকে যেন বেতনভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটাচরণ করিতে হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক দিবাবসানে শক্ত ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা হইয়া বীরপুত্রের মাতা হইতে হয়।

গণ্ডা কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া কাল হরণ ও জারসংসর্গে গর্ভ ধারণ করুক।

পশুসখ কহিল, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসী গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হয় এবং দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।

কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে, তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমিই আমাদের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অবগত হইবেন না। আমি দেবরাজ ইন্দ্র; আমি আপনাদের মৃণালের অপহর্ত্তা বটি; কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদের পরীক্ষার্থ আপনাদের সাক্ষাতেই এই মৃণাল সমুদায় অপহৃত করিয়াছি; আমি আপনাদিগের রক্ষণার্থই দেবলোক হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটী এই সরোবরের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী

রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তদীয় আদেশানুসারে আপনাদের সংহারবাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয় লোকলাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব অচিরাৎ এখান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন।

দেবরাজ ইন্দ্র আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধায় সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই; এই নিমিত্তই উহাঁদিগের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বাবস্থাতেই লোভত্যাগ করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয়ই অর্থ ও সুখ লাভ করে এবং দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাহার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর সে পরলোকেও অশেষ ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভে সমর্থ হয়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই স্থলে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কণ্ব, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরুপ্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব, ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মাঘীপূর্ণিমায় পুণ্যতীর্থ কৌশিকীতে উপনীত হইলেন। অনন্তর অসংখ্য তীর্থ পর্য্যটনে নিষ্পাপ হইয়া কমলকুমুদসমাকীর্ণ ব্রহ্মসরনামে সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক কমলমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদায় উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় মৃণাল উত্তোলন পূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, তাহা সহসা অপহৃত হইল; কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন, অতএব, যিনি উহা অপহরণ করিয়াছেন, তিনি অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করুন। আমার দ্রব্য লওয়া আপনাদিগের উচিত নহে। আমি শ্রবণ করিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, একণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব, যতদিন লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, যতদিন ব্রাহ্মণেরা গ্রামমধ্যে শূদ্রগণকে বেদ শ্রবণ না করান, যতদিন নরপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন, যতদিন উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয়, এবং যতদিন বলবান্ প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি নিশ্চয় ততদিনের মধ্যেই দেবলোকে গমন করিব।

মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ভগবান অগস্ত্যের এইরূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, কখনই আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভৃগু কহিলেন ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অস্বাধ্যায়নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ন্যস্তধন অপহরণ ও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক এই মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধবশীভূত, কৃষিকার্য্যনিরত ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া কালযাপন করুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ন, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হউক।

ধুন্ধুমার কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন, ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন! ব্রাহ্মণ একটিমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শূদ্রাসংসর্গ করিলে, তাহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃণালাপহারক যেন সেই লোকে গমন করে।

পুরু কহিলেন, ভগবন! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবীকানির্ব্বাহ, এবং সতত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকুক।

শুক্র কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবায় স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন, এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন, ও তপস্বিগণের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকালব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদায়ের অনাদর করুক।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার, ও বেতনগ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।

অম্বরীষ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা, এবং জ্ঞাতি, স্ত্রী ও গোসমুদায়ের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে দেহাত্মবাদী হউক, এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনবর্গকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে সর্ব্বদা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, সাধুগণের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্যাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্রপরিত্যাগ, ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতা প্রকাশ, এবং বর্ণসঙ্করের পুরোহিত ও অযাজ্য ব্যক্তিগণের ঋত্বিককর্ম্ম করুক।

পর্ব্বত কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা ও গর্দ্দভযানে আরোহণ এবং জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত স্বহস্তে কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ যথেচ্ছাচারী পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে পাপাচারী হউক, এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পুণ্য দান করিয়া স্বয়ং তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে শ্বশ্রূর অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।

বালখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে একপদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপরিত্যাগ করুক।

শুনঃসখ কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।

সুরভি কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।

দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যৎকর্ত্তৃক আপনার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব্ব বেদ

অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদায় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্ম-লোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গলপ্রার্থনা করিলে, তখন তোমা কর্ত্তৃকই আমার মৃণাল অপহৃত হইয়াছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

পুরন্দর কহিলেন, ভগবন! আমি লোভপ্রযুক্ত আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিগণের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম, অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ক্রোধস্বভাব ভগবান অগস্ত্য দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ অনুনয়বাক্যে পরম প্রীত হইয়া স্বীয় মৃণাল গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কদাপি মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদাপন্ন রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিগণ বিহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৯৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহযুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে; কোন মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল, এবং কি কারণেই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে প্রকারে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে কারণে উহা পবিত্র সামগ্রী ও অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমস্ত সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি,

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এবিষয়ে জমদগ্নিসূর্য্য সংবাদ নামে একটী ইতিহাস আছে। পূর্ব্বে একদা মহাত্মা জমদগ্নি ক্রীড়ার নিমিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, তদীয় ভার্য্যা রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শরক্ষেপ ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন তিনি শরনিক্ষেপে একান্ত আসক্ত হইয়া অবিরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা রেণুকাও বারম্বার তৎসমুদয় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইল; জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ শরত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি অচিরাৎ শর সমুদায় আনয়ন কর, আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব।

ভগবান জমদগ্নি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, তদীয় ভার্য্যা অচিরাৎ শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। তৎকালে একে জৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর আজ্ঞানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল সাতিশয় সন্তাপিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া শ্রমাপনোদন করিলেন, পরিশেষে ভর্ত্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া শর সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অতি সত্বর ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিতকলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি?

রেণুকা ভর্ত্তাকে সাতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন! আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; সেই কারণেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

মহাপ্রভাব জমদগ্নি স্বীয় প্রিয়তমা রেণুকার এইরূপ দুঃখশ্রবণে সূর্য্যের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখপ্রদ প্রদীপ্তকিরণ সূর্য্যদেবকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই বলিয়া দিব্য শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বহু শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন দিবাকর তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া

কহিলেন, ভগবন। সূর্য্যদেব আপনার কি অনিষ্টসাধন করিয়াছেন? তিনি লোকসমুদায়ের হিতসাধনার্থই স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় করনিকর দ্বারা ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করত বর্ষাকালে জলদপটলে সমাবৃত হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের জীবনস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাত-কর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয়প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদয় অন্নদ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায়ই আপনার বিলক্ষণ বিদিত আছে; অতএব এক্ষণে আপনাকে সবিনয়ে কহিতেছি যে, আপনি সূর্য্যের নিপাতনবিষয়ে ক্ষান্ত হউন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণবেশধারী সূর্য্যদেব এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহাতেজা জমদগ্নি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অগ্নিসমপ্রভ জমদগ্নি সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক এই-রূপ প্রার্থিত হইয়াও কোনক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিলেন না। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর অন্তরীক্ষে সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কি প্রকারে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং তুমি কোন সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই ক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে শরবিদ্ধ করিবেন বলিয়া, যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আমি আপনার যথার্থ অপকারী বটি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্য করত সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভানো! তুমি যখন আমার শরণাগত হইয়াছ, তখন তোমার আর কিছু-

ভয় নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের আৰ্জ্জব, পৃথিবীর স্থৈর্য্য, চন্দ্রের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির দীপ্তি, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাপন্ন লোকের বধসাধনে সমর্থ হয়। শরণাপন্ন ব্যক্তিকে সংহার করিলে, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপে পথিমধ্যে আমার ভার্য্যার যাতায়াতের কোন ক্লেশ না হয়, তুমি তাহার উপায়বিধান কর, এই বলিয়া মহামুনি জমদগ্নি মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন সূর্য্যদেব ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। আজি অবধি অক্ষয় ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল দিবাকর হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। এই সমস্ত বস্তু দান করা লোকত্রয়মধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকসম্পন্ন শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহাবসানে অতুল সুখলাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধপদ স্নাতক ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করিলে, অনায়াসে দেবগণপ্রশংসিত লোকসমুদায় লাভ এবং হৃষ্টচিত্তে গোলোকে বাস করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকাদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহী ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে বাসুদেববসুধাসম্বাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে একদিন মহাত্মা বাসুদেব বসুন্ধরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,

দেবি! মাদৃশ গৃহী ব্যক্তি কোন্ কার্য্য করিলে, শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বসুধা কহিলেন, বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কি প্রকারে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহী ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতিলাভের জন্য, ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকার্য্য সমাধান করা আবশ্যক। প্রত্যহ অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূলদ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলে, পিতৃগণ একান্ত প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অনলে যথাবিধি বৈশ্বদেবকার্য্য সমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তরপূর্ব্বকোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলিপ্রদান করিতে হয়। রাত্রিযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলিপ্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলিপ্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে, গৃহীকে অন্নাদির অগ্রভাগ অনলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহী যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলিপ্রদান করিবেন; তৎপরে বিশ্বদেব কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্নদ্বারা সমাগত অতিথিগণকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকগণের স্থিতি অনিত্য; এই জন্য উঁহারা অতিথিনামে কথিত হইয়া থাকেন। গৃহস্থের প্রথমে অতিথিগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না; সর্ব্বদা তাঁহাদের আদেশ পালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহীর কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রত্যহ মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করা বিধেয়। প্রত্যহ সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান

করা গৃহীর পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিগণের বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান বাসুদেব বসুধামুখে এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমরা উহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তুমি বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়। ৯৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আলোকদান কি প্রকার, কি প্রকারে উহার প্রথা প্রচলিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সুবর্ণমনুসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সুবর্ণনামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল; এই জন্য তিনি সুবর্ণনামে প্রথিত হইয়াছিলেন। সুশীল সৎকুলোদ্ভূত স্বাধ্যায়সম্পন্ন ঐ মহর্ষি স্বীয় গুণনিচয়দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদিন ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে দর্শন করিয়া তৎসমীপে গমন করিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা হইল। পরে উভয়ে সুমেরু পর্ব্বতে এক রমণীয় শিলাতলে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মর্ষি দেব দানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পুষ্প, ধূপ, ও দীপ দ্বারা দেবগণ অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিল, এবং উহার ফলই বা কি, আপনি লোকের হিতসাধনার্থ আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোধন। আমি এই স্থলে বলিশুক্রসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচনসুত বলির নিকট গমন করিলে, দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবগণকে পুষ্প ও

ধূপ দীপদ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা, তৎপরে উহা হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমুদায় উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিতান্ত উগ্রতেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটি জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও যে লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আনন্দিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেবতারা তাহার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনুপভোগ্য ভূমি কর্ষণানন্তর রোপিত গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে; ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে গন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মাদিজলপুষ্পের মাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ, ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদমধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রচণ্ড আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য কণ্টকসংযুক্ত প্রাণিগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুরগন্ধযুক্ত, তৎসমুদায় মনুষ্যাদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গসমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন,

নাগগণ উহার উপভোগ, এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগে প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাদের শুভসম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে, তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে, তাহার সম্মানবর্দ্ধন, এবং অবজ্ঞাত হইলে, তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার; নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদয় ধূপের গন্ধেও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাসব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাসধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাসসম্ভূত ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সকল কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সারী ধূপ বলা যায়। সারীধূপই দেবগণের পরম প্রীতিকর হইয়া থাকে। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারীধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকীও ঐরূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জ্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সকল প্রস্তুত করা যায়, তাহারা কৃত্রিম ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানবপ্রভৃতি সকলেরই নিতান্ত প্রীতিজনক। এতদ্ভিন্ন বিলাসোপযোগী নানাপ্রকার ধূপ আছে। তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্পপ্রদানে যেরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপদানে সেইরূপ ফল পরিণতি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে সময়ে যে প্রকারে যে ব্যক্তিকে যে রূপ দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আলোক ঊর্দ্ধগামী প্রকাশস্বরূপ তেজঃপদার্থ; অতএব আলোকদান করিলে, মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নতমিস্রা রজনী। অতএব উত্তরায়ণেই দীপদান করাই প্রশস্ত। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী; আর রাক্ষসগণ অন্ধকারস্বরূপ। এই জন্য দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া থাকে। দীপদান করিয়া উহা প্রকাশ অথবা দীপহরণ কি দীপনির্ব্বাণ করিবে না। আলোকদান করিলে, মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে; আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। পুষ্টিবিষয়ে কামনা থাকিলে ঘৃতদ্বারা দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দান করাই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা কদাচ উচিত নহে। উন্নতি লাভে ইচ্ছা থাকিলে, তিনি প্রত্যহ পর্ব্বতসন্নিধানে, বনে, চৈত্য বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপ দান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক বিশুদ্ধান্তঃকরণ, চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মানদিগের সলোকতা লাভ করেন।

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহারা রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত; তাহাদিগের মঙ্গল হয় না। অতএব, প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া পূজা করত দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলি দান করিবে। দেবগণ, অতিথি, আগন্তুক, এবং যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণ প্রতিদিন বলিগ্রহণ এবং গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দেবতা, ও পিতৃগণ গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদিদ্বারাই প্রাণধারণ করেন। উহাঁরা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু, যশ ও ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত সুগন্ধ দধি দুগ্ধ বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে রুধির, মাংস, সুরা, আসব, ও গন্ধ পিষ্টক, নাগগণকে পদ্ম ও উৎপলসম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড়তিলসম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবতাগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব পূজা করিয়া দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; বহু গৃহদেবতাসকল গৃহমধ্যে সতত অবস্থান করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অগ্রভাগ দ্বারা উহাঁদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে, এবং নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর।

—০*০—

নবনবতিতম অধ্যায়। ৯৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলিপ্রদাতৃগণ যেরূপ ফললাভে সমর্থ হয়, তাহা শুনিলাম। এক্ষণে গৃহস্থেরা কি জন্য বলি প্রদান করেন, তাহাও পুনরায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথনপ্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা নহুষ স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গ রাজ্যলাভ করিয়াও তথায় প্রথমতঃ দৈবী ও মানুষী ক্রিয়া সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে তিনি সমিধ্ ও কুশ আহরণ পূর্ব্বক হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজদ্বারা বলিপ্রদান, এবং ধূপদীপ্রদান, প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বর্গেও যপ যজ্ঞ এবং মনোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এবং পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় দেবতাদিগেরও যথা বিধি অর্চ্চনাদিও করিতেন কিয়দ্দিন পরে, আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বাচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি বরলাভে এতাস্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় উপস্থিত হইল। ঐ দিবস ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য মহাতপা ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ আমাদের প্রতি সাতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে; আমরা কিছুতেই তাহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারিতেছি না, অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায়বিধান করুন।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। এক্ষণে আমি কিরূপে তাহাকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইব? ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট "আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব বলিয়া বরগ্রহণ করিয়াছে এবং ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য মহর্ষিগণ, আমরা কেহই এতাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ ও নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক,

ঐ দুর্ম্মতি একণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব আজি আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নিতান্ত বিমোহিত হইয়া নহুষকে কৃতিফল প্রদানার্থ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। পাপাত্মা দুর্ম্মতি নহুষ আজি আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে। অতএব আজি আমি আপনার সাক্ষাতেই স্বীয় তেজোবলে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজি যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশার্থ আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সাক্ষাতে "তুমি সর্প হও" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। একণে এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা প্রকাশ করুন।

ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ভৃগুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

তম অধ্যায়। ১০০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি নহুষ কি প্রকারে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! নরপতি নহুষ ইন্দ্রত্বলাভ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন। গ্রহগণোদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলিপ্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, দেবতারা প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে, গৃহিগণের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য জ্ঞানী মহাত্মাগণ গৃহগণোদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নম-

স্কার পূর্ব্বক দেবগণের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক, মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে যথাবিধি পূজা করিলে, তাঁহাদের প্রীতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য বিবিধ দৈবমানুষক্রিয়া এবং উৎসবসমুদায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে, তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদান করিতে বিরত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসগণ তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর এক দিবস মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন। তুমি নেত্রযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বধসাধনার্থ তাঁহার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি অবিলম্বে আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর, আমি তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব। তুমি যে স্থানে লইয়া যাইতে কহিবে, আমি তোমাকে সেই স্থানেই উপনীত করিব। তখন দেবরাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন, এই জন্য তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারম্বার কষাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহুষ ক্রোধপরবশ হইয়া বামপাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন; তিনি নহুষকর্ত্তৃক বামপাদ দ্বারা প্রহত হইবামাত্র সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

তাহাকে কহিলেন, রে দুরাত্মন! তুই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অচিরাৎ সর্পরূপী হইয়া ভূতলে গমন কর।

রাজা নহুষ মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইবামাত্র ভুজঙ্গরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান, তপ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মরণশক্তি বিনষ্ট হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃ প্রভাবে অভিহত হইয়া তাঁহাকে কখনই ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ স্বীয় শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারম্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপশান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরনামে এক কুলপ্রদীপ মহীপতি উৎপন্ন হইয়া নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও ইন্দ্রের হিতসাধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ভৃগু আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজ! তুমিও দেখিয়াছ, নহুষ তোমা কর্ত্তৃক শাপ হইতে উদ্ধারিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এদিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে থামাইয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা ব্যতিরেকে কখনই দেবগণ কুশলে অবস্থিত করিতে পারেন না। অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুলকিতান্তঃকরণে কহিলেন, ভগবন! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন। অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন নহুষের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহী ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করিবে। যে

ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহাবসানে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও সমধিক উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে, উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপ ও বলসম্পন্ন হইয়া দেবলোকে সুখানুভব করিয়া থাকে।

একাধিকশততম অধ্যায়। ১০১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সকল নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, তাহাদের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে আমি চণ্ডালক্ষত্রিয় সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন গোরজঃ ক্ষালন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিষাদ। আমি তোমাকে বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোধূলি ক্ষালন করিতেছ। এক্ষণে বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিগণ এইজন্যই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ। আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর ধূলি লগ্ন হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালন করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন, ঐ সময়ে গোসমুদায়ের ধূলি পথিমধ্যে কতকগুলি সোমলতাতে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল কি ব্রাহ্মণ কি যাহারা ক্ষত্রিয়সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ.দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইয়াছে। তাহারা ইক্ষ্বাকু পুত্রপৌত্র; কামোত্তেজনা দ্বারা বলীবর্দ্দাদি পশু, এবং অপাপ- মনে দুষ্ট হইয়াও গৃহস্থ ও গৃহিনী নাশ করিয়াছিল। যে স্থানে ঐ অপহৃত গোগণের ধূলিপতিত সোমলতার নিপতিত

হইয়াছিল, আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিতাম; আমার ভিক্ষান্ন সমুদায় সেই ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর ব্রহ্মস্বাপহারী রাজা নরকে গমন করিয়াছেন। অতএব, ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর ধূলিতে সোমলতা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতগণ সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব, যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের প্রধান কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে, অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর ও হরিণ মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমানবশতঃই এরূপ কৃশ ও বিবর্ণ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না, এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমাননিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সকল অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্যভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। আমার বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, এবং ভ্রমর যেন আমায় দংশন করিতেছে। আমি যেন সেই যন্ত্রণায়ই অস্থির হইয়া ধাবমান হইতেছি। পাপে আক্রান্ত হইয়া আমার একাদৃশ দশা হইয়াছে। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাপী হইলে, বীতসঙ্গ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; সুতরাং কি রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে জাতিস্মর হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষ হইতেছে। অতএব, এক্ষণে আমি যাহাতে এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণার্থ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চাণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতকামনায় রণমুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, যত্নসহকারে ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়। ১০২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কর্ম্মনিরত মানবগণের কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এক প্রকার লোক, না নানাপ্রকার লোক লাভ হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যগণের কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা নানাবিধ লোক লাভ হয়। পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যলোক এবং পাপাত্মাদিগের পাপলোক লাভ হইয়া থাকে। আমি এই স্থলে গৌতমবাসবসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় মৃদুস্বভাব গৌতম নামে এক ঋষি হস্তিশাবক অবলোকন পূর্ব্বক একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে আশ্রমে আনয়ন করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ করিশাবক মহাবল পরাক্রান্ত, মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি বহুকষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি; এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব, তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাচ উচিত নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে, এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদপাত্র আহরণ করে। এ অতি বিনীত, গুরুকার্য্যসাধক ও শিষ্ট। অতএব, ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ; হস্তী লইয়া কি করিবেন?

গৌতম কহিলেন, মহারাজ! গোধন, দাসী, স্বর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার আবশ্যক কি? আমি ব্রাহ্মণ; প্রভূত ধন লইয়া কি করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! ব্রাহ্মণগণের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হস্তীদ্বারা ক্ষত্রিয়গণেরই মহোপকার সাধন হয়। হস্তী আমাদিগের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছু-মাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।

গৌতম কহিলেন, মহারাজ! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতুল হর্ষ ও পাপাত্মা ব্যক্তিরা অশেষ শোকে আক্রান্ত হয়, তুমি তথায় গমন করিলে, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! কর্ম্মত্যাগী ইন্দ্রিয়পরবশ পাপাত্মা নাস্তি-কেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোকে গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, মহারাজ! যমালয়ে সত্যভিন্ন কখন মিথ্যাবাক্যের ব্যবহার হয় না। যে স্থানে দুর্ব্বলেরাও বলবান্দিগকে যন্ত্রনা দিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সমুদায় লোক অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা-রাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবের পুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতধারী হইয়া ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথমতঃ সামগ্রীসমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিগণকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী

ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরুগিরির শৃঙ্গদেশে কিন্নরীগঙ্গীত-পূর্ণ পুষ্পসমাকীর্ণ সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে ব্রাহ্মণগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রবিশারদ ও সর্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাসপাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধুদান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশৃঙ্গের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব। আপনি আর কি কি স্থান জানেন বলুন; আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, চলিলাম।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে সতত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে সমুদায় ব্যক্তি যাচ্ঞাপরাঙ্মুখ হইয়া একত্র নৃত্যগীতাদি করিয়া পর্যটন করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তরকুরুতে মনুষ্যগণ দেবতাদিগের সহিত একত্র হর্ষ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বতসম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেবরাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানের রমণীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রীপুরুষদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধানবিরত ও মমতাপরিশূন্য, যাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন রজো

গুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না, যোগ্য যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই, যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও ক্ষমাশীল যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটুবাক্য প্রয়োগ করে না, যাঁহারা সতত প্রাণিরক্ষায় তৎপর থাকেন, সোমলোক সেই সমুদয় মহাত্মাদিগেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি কখনই সেই লোকে গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজ ও তমোগুণশূন্য শোকবিরহিত স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া, এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন, গুরুশুশ্রূষানিরত তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমুদায় বেদজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তথায় কদাচই গমন করিব না; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন, শোকশূন্য, রজোগুণবিহীন, নিত্যস্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শতযজ্ঞ আহরণ, শ্রদ্ধসহকারে তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভার বহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মাই বরুণলোকে গমন করেন। কিন্তু আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্গম, সকলের প্রার্থনীয় স্থানসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি

তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপনীত হইয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! শতবর্ষজীবী, মহাবল পরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী, যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকবিহীন সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতিলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপনীত হইয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল মহীপতি রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন, এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবভৃত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন; আমি তথায় গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতিলোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপনীত হইয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতিবৎসর একশত, একশত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতিবৎসর দশ, অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটী গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতিবৎসর একটী গোদান করেন, যে সমুদায় তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক রীতিনীতিপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন, এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্য পাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি-

পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপনীত হইয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গবিবর্জ্জিত অধ্যাত্মযোগনিরত কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমুদায় সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি, তথায় গমন করিয়া এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কোনমতেই অবলোকন করিতে পারিবেন না।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদি সমুদায়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপনীত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া এই হস্তী লইয়া তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে জগৎব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই রূপে সতত পরিভ্রমণ করিয়া থাক! আমি এতক্ষণ তোমাকে জানিতে পারি নাই; অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র; আমি এই হস্তী গ্রহণার্থই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিতচিত্তে তাহাই সম্পাদন করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর! তুমি এই যে আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ হস্তিশিশুটিকে গ্রহণ করিয়াছ, আমি ইহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি; এক্ষণে আমি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে কেবল ইহারই সহিত অবস্থান করিয়া থাকি। এস্থানে এই হস্তীব্যতিরেকে আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি শীঘ্র ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।

পুরন্দর কহিলেন, মহর্ষে! দেখ, তোমার কৃতক পুত্র হস্তিশিশু অবলোকন পূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকাদ্বারা তোমার চরণযুগল আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।

গৌতম কহিলেন, পুরন্দর। আমি সর্ব্বদা তোমার শুভচিন্তা ও পূজা

করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশিশুটিকে পুনঃরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভানুধ্যান কর।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে বেদজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমা কর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম; এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার সাতিশয় সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি ত্বদীয় এই কৃতকপুত্র সমভিব্যাহারে আমার সহিত আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোক সমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই করিশাবকের সহিত মহর্ষি গৌতমকে সঙ্গে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়। ১০৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্ত, সত্য, অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য যেরূপে তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে, কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্লভ লোক লাভ করিলে; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবন! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার এক রাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চ রাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশ রাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শতবার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; একশত

বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-দিগকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্কর-তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষবার এক লক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও সুবর্ণাভরণবিভূষিত ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত দশ দশ ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি প্রভূত দুগ্ধবতী শত ধেনু বিপ্রসাৎ করি। আমি এক একবার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক-দেশোদ্ভব হেমমালাবিভূষিত শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ দশটী বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটী সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। সমরে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন কাঞ্চনহারপরিশোভিত মহীপাল-গণকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিকে পরাজয় করিয়া আটটী রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিনবার নানালঙ্কার-বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়মিতাহার ও বাগযত হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে বহুকাল তপোনুষ্ঠানে আসক্ত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণদিগকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষদান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশ সহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুইবার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শবার আক-ণি যজ্ঞ ও অনেকবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ-গণকে এক যোজনবিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়া-

ছিলাম। রোষবিহীন হইয়া ত্রিংশৎবৎসর পবিত্র পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। এক দিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষদান করিতে বিরত হই নাই। ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটি সর্ব্বমেধ, সাতটী নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযু, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশনব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন; তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপঃপ্রভাবে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যৎকালে ঐ নিগূঢ় অনশনব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে সহস্র মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমাগত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে "তোমার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক" বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশনব্রতের বিষয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের বাক্যে ইহ ও পরকালে সমুদায় অভিলষিত সিদ্ধ হয়। কি মনুষ্য, কি দেবতা, সকলেরই অন্ন বস্ত্র বাস ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি, লোভবিহীন হইয়া অনশনব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

—:০:—

চতুরধিকশততম অধ্যায়। ১০৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে; তবে তাহারা কি নিমিত্ত অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়? মনুষ্যগণ যে দীর্ঘায়ু হয়, এবং ধন ও যশোলাভ করে,

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ,হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য, ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার প্রধান কারণ, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য, যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হয় এবং যাহাতে ধন ও কীর্ত্তি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কেবল সদাচারপ্রভাবেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্‌ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তি কদাপি দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পাপাত্মা ব্যক্তি সদাচারপ্রভাবে পাপ হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুগণের আচারই সদাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মনুষ্যেরা তাহাকে দর্শন না করিয়াও তদীয় নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কদাপি দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগযত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা ও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্নসময়ে এবং সলিলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা বিধেয় নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। অতএব বাগযত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা সন্ধ্যোপাসনা না করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। কোন রূপেই পরস্ত্রীগমন করা কাহারও উচিত নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, সে সেই নারীর দেহে যত রোমকূপ থাকে, তত সহস্র বৎসর নরকভোগ করে। কেশবিন্যাস, নয়নে কজ্জলদান, দন্তধাবন এবং দেবগণের পূজা করা পূর্ব্বাহ্লেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদদ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে।

একাকী, অথবা শূদ্র কি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা বিধেয়। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে চতুষ্পথে গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নিত্য ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিবে। পাদোপরি পাদস্থাপন করা নিতান্ত অবিধেয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ উচিত নহে। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা উচিত নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে বিনির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে, অহোরাত্র শোকাক্রান্ত হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কদাপি অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশুদ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে, পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু দুর্ব্বাক্যদ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে, তাহা যৎপরোনাস্তি অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে, অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়; কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে পরিহাস করিবে না। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষ প্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করিবে। ক্রোধপরবশ হইয়া অন্যের দণ্ডবিধান বা তাহাকে বিনাশ করিবে না। পুত্র ও শিষ্য ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে তাড়ন করা কেবল শাসন করিবার নিমিত্ত। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করিবে না। মলমূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজনকালে পাদপ্রক্ষালন করিবে। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিলপ্রক্ষালিত এবং যাহা প্রশংসনীয়, দেবতারা সেই ত্রিবিধ বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শষ্কুলী ও পায়স আপনার জন্য প্রস্তুত করিবে না; দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস হুতাশনে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে।

সূর্য্যোদয় পূর্ব্বেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে। সূর্য্যোদয়ের পর্য্যন্ত শয়ান থাকিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা আচার্য্য এবং অন্যান্য গুরুজনকে নমস্কার করিবে। অবিহিত দন্তকাষ্ঠ সমুদায় ব্যবহার করিবে না। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ সকলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বকালে দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। দেবপূজা না করিয়া দন্ত ধাবন এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট গমন করিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মলিন দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন করা অনুচিত। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। বিদ্বান উত্তর ও পশ্চিম-শিরা হইয়া শয়ন করিবেন না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করি-বেন। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করিবে না। নাস্তিকের সহিত নিয়ম-স্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। পাদ-দ্বারা আসন আকর্ষণ পূর্ব্বক উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রি-কালে স্নান, স্নানানন্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্য সেবন, স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিবে না। অন্ধকারে, বা অন্যের সহিত, কিম্বা বক্রভাবে কদাচ শয়ন করিবে না মাল্য ছিন্ন বা উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্য ধারণ করিবে না। ঋতু-মতী স্ত্রীর সহিত কখন কথোপকথন করিবে না। ক্ষেত্রে ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং জলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। পূর্ব্বাস্য হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রস্থ সমুদায় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অব-শেষে রক্ষা ও ভোজন করিয়া অনলস্পর্শ করিবে। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি দীর্ঘায়ু, যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি যশস্বী, পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনশালী ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্যবাদী হইয়া থাকেন। ভোজ-নের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জলপ্রোক্ষিত করিবে। তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর উপবেশন করি-বে না। শান্তিহোম ও সাবিত্রী জপ করিবে। উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন করিবে। গমন করিতে করিতে কোন বস্তু ভোজন করিবে না। কদাচ দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্র ত্যাগ করিবে না। আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করিবে উপবেশন বা শয়ন করিয়া

ভোজন করিবে না। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত বর্ষজীবী হন অশুচি হইয়া অনল, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব আগন্তুক বৃদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ভগ্ন আসনে উপবেশন এবং ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করিবে না। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান, বা নগ্নের সহিত শয়ন ও অপবিত্র হইয়া উপবেশন অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব অপবিত্র হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। মস্তকে প্রহার বা কেশগ্রহণ করা উচিত নহে। দুই হস্ত একত্রিত করিবে না। করিয়া নিজ মস্তক কণ্ডূয়ন করিবেন। বারম্বার মস্তক নিমগ্ন করিয়া স্নান করিবে না। স্নান করিলে গাত্রে তৈল প্রদান করা অবিধেয়। ভর্জ্জিত তিল ভক্ষণ করিবে না। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে না। বাত্যা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে, বেদ চিন্তা করাও অকর্ত্তব্য। পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে যমকথিত কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, আমি তাঁহার আয়ু ও বংশ ক্ষয় করি। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহপ্রযুক্ত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব অনধ্যায়ে বেদধ্যায়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রজনীযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে? অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে অভিলাষী হইবেন; তিনি ঐ তিন জাতি সাতিশয় কৃশ হইলেও উহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টিদ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজোদ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টিদ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরম যত্নসহকারে ঐ তিন জাতির

উপাসনা করিবেন। কোন বিষয় লইয়া গুরুর সহিত বিতণ্ডা করিবে না। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাও কহেন; তথাপি তাহারি প্রতিবাদ করিবে না। যাঁহারা গুরুনিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ইচ্ছা করেন, তিনি বাসভবন হইতে দূরে মূত্রত্যাগ, পদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করিবেন। পণ্ডিত রক্তমাল্য ধারণ করিবে না; শুক্লমাল্যই ধারণ করিবে। কিন্তু পদ্ম ও কুবলয় রক্ত হইলে দোষ নাই। মস্তকে রক্তমালা ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। আর গোরোচনালিপ্ত মাল্য কোনস্থানেই দোষাবহ নহে। স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বিলেপনই দান করিবে। বিপরীতভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমানদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করিবে না। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করিবে। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করিবে। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া পর্ব্বকালে উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অন্য ব্যক্তির সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না। রজস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা অকর্ত্তব্য। দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের অন্নাদি প্রদান না করিয়া কথনই ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়াও সাধু ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করিয়া ভোজন করিবে না। যে সকল দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক ও উড়ুম্বর ভোজন করিবে না। মেষ, গো ও ময়ূরের মাংস এব, শুষ্ক ও পর্য্যুষিত মাংস ভোজন করা অকর্ত্তব্য। হস্তে লবণ এবং রজনীযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিবে না। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নয়। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে। বালকের সহিত ভোজন এবং পর শ্রাদ্ধ ভোজন করিবে না। একবস্ত্রধারী শয়ান ও গমনপ্রবৃত্ত হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করাও বিধেয় নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিগণকে অন্ন পান প্রদান করিয়া ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রবিহিত। সুহৃদ্গণকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে, হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্ত

ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধুপান করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করিবে না। শঙ্কিতান্তঃকরণে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান করিবে। ভোজনের পর এক হস্তে আচমন করিয়া পরে দুই হস্ত প্রক্ষালন, করিবে। তাহার পর দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে জল অর্পণ করিবে। শেষে মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিতচিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিবে, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে। জল দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া করতল দ্বারা নাভিস্পর্শ করত উদ্‌যাপন করিবে; কিন্তু আর্দ্র করতল দ্বারা নাভি স্পর্শ না হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অন্তরাল ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের পৃষ্ঠ ভাগ দেবতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শেষোক্ত দ্বারা পৈত্র্যকার্য্য করিবে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করিবে না। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ করা দূরে থাক, তাহার মুখাবলোকন, দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও পুংশ্চলী সহিত সংসর্গ করা সাতিশয় দোষাবহ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমুদায়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানদ্বারা তিন বার আচমন ও দুই বার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয়স্থান স্পর্শ ও তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচ-কার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন। নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পর-ক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্র হইবেন। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস দান করিবেন। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈল-পায়িক গৃহে থাকিলে, গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিবে। মহাত্মা ব্যক্তিগণের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করিবে না। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও সম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর ও সখীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তুভোজন এবং ভোজ-নান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দোষাবহ। পান-ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই

শাস্ত্র-সঙ্গত। রাত্রিকালীন অতিরিক্ত ভোজনের আয়োজন বা অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে॥ আহারান্তে কেশচ্ছেদন বা ক্ষৌর কর্ম্ম করিবে না। করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সদ্বংশোদ্ভবা সুলক্ষণ-সম্পন্না বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বংশ-রক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তি-সম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে না।। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিতচিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করিবে। গ্লানি করিলে, অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাচ উচিত নহে। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহগোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়। বেশ্যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, নীচকুলোদ্ভবা এবং অপস্মারাক্রান্তের ও ক্ষয়রোগীর কুলসম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা প্রিয়দর্শনা ও মনোহারিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। নীচ-কুলোদ্ভবা বা পতিতা নারী বিবাহের যোগ্যা নহে। পরম যত্নসহকারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করিবে না। যত্নপূর্ব্বক ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। ঈর্ষাপ্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব, মনুষ্য সতত ঈর্ষাপরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর হয় সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরস্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যা-কালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। তৎ-কালে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে।

স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়। কিন্তু সমাদর না পাইলে, তথায় গমন করা উচিত নহে। একাকী দেশান্তরে গমন ও রাত্রিযোগে ভ্রমণ করা উচিত নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে, সন্ধ্যাকাল সমাগত হইবার পূর্ব্বেই গৃহে আসিয়া বাস করা বিধেয়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে চেষ্টিত হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য বিধেয়। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের একান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জনতৎপর, তাঁহাকে কখনই হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পণ্ডিত ঋতুস্নানদিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবেন। ঋতুস্নানের পর দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে, কন্যা ও তৎপরদিবসে ভার্য্যাসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে, কন্যা; ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে, পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গৃহী ব্যক্তি এই সকল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর যাহা অবশিষ্ট রহিল, তুমি তাহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট শ্রবণ করিবে। ফলতঃ আচারবলেই মনুষ্যের যশ ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ও আচার অলক্ষণ সমুদায় দূরীভূত করে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রভাবেই আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুষ্কর, যশস্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্

ব্রহ্মা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বর্ণ সমুদায়কে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। ১০৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব জ্যেষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার কর; যেমন গুরুশিষ্যের প্রতি ব্যবহার করেন, তোমারও কনিষ্ঠের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। গুরু অজ্ঞ হইলে, শিষ্য কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। গুরুর দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে, শিষ্যেরও দীর্ঘদর্শিতা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠ-দিগের কার্য্যবিশেষে, তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে, ছলক্রমে তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিবে। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্যেষ্ঠ যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, বিবেচনা দোষ ঘটিলে সেই কুলপর্য্যন্ত ধ্বংশ হইতে পারে। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠপদের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহাকে দণ্ড হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিবিধ নরকগমন করিতে হয়। বঞ্চকের জন্ম বেতসপুষ্পের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। যে কুলে পাপপরায়ণ ব্যক্তি জন্মপরিগ্রহ করে, সে কুলে অখিল বিপদ ঘটে; এবং সে কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চারিদিকে সঞ্চা-রিত হইয়া থাকে। কনিষ্ট সহোদরেরা কুপথগামী হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করিবেন না; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগকে ধনের অংশ প্রদান না করিয়া জ্যেষ্ঠ যৌতক করিবেন না। যদি জ্যেষ্ঠ পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত

ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে, পাপগ্রস্ত হইতে হয় না। যদি পিতার জীবদ্দশায় ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃক ধনবিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। যেমন স্বামী দুশ্চরিত্র বা মূর্খ হইলে স্ত্রী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবে না, তেমনি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপাত্মা ও অজ্ঞ হইলেও কনিষ্ঠ তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিবে। তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক; অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে, জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দান ও প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। হে ভারত! পিতা মাতা শরীরনির্ম্মাণের হেতু। কিন্তু আচার্য্য যে কুল শাসন করেন, তাহাই সত্যনিষ্ঠ, অজর এবং অমর। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃপত্নী ইহাঁরাও মাতৃতুল্য; কারণ বাল্যকালে ইহাঁদিগের স্তন পান করা যায়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়। ১০৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ম্লেচ্ছজাতিরা কিজন্য উপবাস করিয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি,ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি ব্রতাদি নিয়মই প্রতিপালন করিবেন। তবে উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হয়? এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদ্গতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়? কিরূপ কার্য্যপ্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়; কিরূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে? উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য? এবং কোন্ রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্যের সুখ লাভ হয়; তৎসমুদায় আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই প্রকার প্রশ্নকারী ধর্ম্মপুত্রকে কহিলেন, মহারাজ! উপবাস করিলে, যে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, তাহা আমি

পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই রূপ আমি পূর্ব্বে অগ্নিনন্দন তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি উপবাস বিহিত হইয়াছে, উহাঁরা দুই তিন রাত্রি বা এক দিবস উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে; তিন রাত্রি উপবাস উহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠি ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে, ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কখনই বংশহীন বা দরিদ্র হয় না। পঞ্চমী বা ষষ্ঠির উপবাস করিলে সৎকুলজাত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্ব্যাধি ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহারে অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তাঁহার ব্যাধি ও পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়; তিনি ধনধান্যপরিপূর্ণ ও বলবীর্য্য-সম্পন্ন হন এবং তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই কল্যাণ লাভ হয়। যিনি পৌষমাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন, তাঁহার পরম সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য ও যশোলাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহার করিয়া মাঘমাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার সুসমৃদ্ধ বংশে জন্ম ও জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ হয়। যিনি ফাল্গুনমাস একাহার করিয়া অতিক্রম করেন, মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে এবং তিনি তাহাদের একান্ত প্রিয় হন। যিনি একাহার দ্বারা চৈত্রমাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার সুসমৃদ্ধ বংশে জন্ম লাভ হয়। স্ত্রীই হউন, আর পুরুষই হউন, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। যিনি একাহার দ্বারা জৈষ্ঠমাস অতিবাহিত করেন, স্ত্রীই হউন, আর পুরুষই হউন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার দ্বারা আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন, তাঁহার অতুল ধনধান্য ও বহুপুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহার দ্বারা শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে সে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সমৃদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিক্রম করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতি-বাহিত করেন, তিনি শুচিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করেন, তিনি শূর, বহু-

ভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন। আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের এই বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম। তিথির নিয়ম সকলও বলিতেছি শ্রবণ কর।

যিনি পক্ষান্তরে অন্ন ভোজন করেন, তিনি গোসম্পন্ন, বহুপুত্রযুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্য লাভ হয়। আমি যে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, তাহা দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রাত্রিযোগে একবারমাত্র ভোজন করেন, মধ্যে জলপান পর্য্যন্ত করেন না; এবং অহিংসানিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়; তিনি নৃত্যগীতনিনাদিত স্ত্রীসহস্রসঙ্কুল অপ্সরোলোকে রজোগুণশূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন; তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মলোকবাসকাল অতীত হইলে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসরকাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশসহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্বৎসরকাল তিন রাত্রি উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসর পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সম্বৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন, তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি এক বৎসরকাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফললাভ হয় এবং তিনি ষষ্টিসহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সম্বৎসরকাল মাসে মাসে একবার মাত্র জল পান করেন, তাঁহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণবাহিত বিমানে

আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। এক মাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সকল উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং অসংখ্য অপ্সরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়া এই সমুদায় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর অবস্থান করেন এবং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের সময় স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুরশব্দে তাঁহাকে প্রবোধিত করে। স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে, বলাধান; ক্ষতাঙ্গ হইলে; প্রতী-কারবিধান; ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, ঔষধ সেবন; ক্রুদ্ধ হইলে, প্রসাদন; ও দুঃখিত হইলে, অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিজনক বোধ করেন না। এই জন্য তিনি দেহাবসানে দেবলোকে কাঞ্চনবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত, বিশুদ্ধচিত্ত, স্বস্থ, সফলকাম ও পাপবিহীন হইয়া যার পর নাই সুখলাভে সমর্থ হন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গবাস হয় এবং তিনি বালার্কসঙ্কাশ বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত বীণামুরজনিনাদিত পতাকাপরিশোভিত দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, গৌতম ও ভৃগু এই সমুদায় ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধি পাঠ শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মন কোন দোষে অভিভূত হয় না। তিনি অনায়াসে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার অশেষ কীর্ত্তিলাভ হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়। ১১০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ। আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধন সহায়সম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব, এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে, রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠানে নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে একবার ও রজনীযোগে এক বারমাত্র ভোজন করেন, উহার মধ্যে জলপানও করেন না, তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত দেবাঙ্গনাগণপরিপূর্ণ ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিলোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থদিনে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে

সমারূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক এক কল্পপর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভবিহীন, সত্য-বাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসাদ্বেষাদিপাপবিরহিত হইয়া চারি দিন উপ-বাসের পর পঞ্চম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভাসদৃশ সমুজ্জ্বল হংসযুক্ত স্বর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় এক পঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে একবারমাত্র আহার এবং প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। তিনি হংসময়ূরযুক্ত অনলের ন্যায় সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিনশত কোটি, পঞ্চাশৎ অযুত এবং একশত ভল্লুকচর্ম্মে যে পরি-মাণে লোম থাকে, তাবৎ সংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত এবং তাহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে জাগরিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগযত, ব্রহ্মচারী এবং স্রক্, চন্দন ও মধুমাং-সাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া এক বৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া হাব-ভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীকসমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া অনলার্কের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমালাসমলঙ্কৃত রুদ্রলোক বাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটি এক লক্ষ ও অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরম সুখে বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর নয় দিন উপবাসের পর দশম দিনে

ভোজন ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্ব-মেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপলসদৃশ স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র মণিমালাসমলঙ্কৃত, শঙ্খনিনাদনিনাদিত, হংসসারস-যুক্ত দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসরকাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের অভিলাষ ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমা-নস্থ দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তিনি হংস-যুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরম সুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মণিমুক্তাপ্রবালাদি-খচিত, হংসময়ূরচক্রবাকপরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষসমাকীর্ণ ব্রহ্মলোকস্থ দিব্য ধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্তনামক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণসঙ্কুল নানা-রত্নসমলঙ্কৃত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্য গন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্য কাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্র সমু-দায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বগণের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষাদ্বারা যৎ-পরোনাস্তি প্রীতি লাভ করেন। যিনি এক বৎসরকাল ত্রয়োদশ দিন উপ-বাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা মার্জ্জিতকেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরো-হণ করিয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল বাস করত সুর-রমণীদিগের কলহংসরব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হন। যিনি এক বৎসরকাল চতুর্দ্দশ দিন উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রত্যহ অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস-

ময়ূরযুক্ত দিব্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ একস্তম্ভচতুর্দ্বার, সপ্তবেদিসমন্বিত সহস্র পতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থলে খড়্গী ও মাতঙ্গগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চদশ দিবস উপবাসের পর ষোড়শ দিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং তিনি মধুরমূর্ত্তি সুরনারীদিগের সহিত চন্দ্রলোকে গমন করিয়া বহুকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্য গন্ধে সমাযুক্ত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। যিনি ষোড়শ দিবস উপবাসের পর সপ্তদশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রত্যহ অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি তথায় ভূর্ভুবনামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যাবৎ নভোমণ্ডলে চন্দ্রার্ক বিদ্যমান থাকেন, তাবৎকাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধরূপধারিণী দিব্যাভরণভূষিতা দেবকুমারীদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি এক বৎসরকাল সপ্তদশ দিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধারস পান করিয়া সহস্রকল্প দেবকন্যাগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে পারেন। তাঁহার গমনসময়ে দেবকন্যারা বন্দিঘোষনিনাদিত বিবিধ ভূষণবিভূষিত রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল অষ্টাদশ দিন উপবাসের পর উনবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত দিবাকরসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া দুঃখবিহীন ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণসমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক দশকোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যিনি মাংসত্যাগী, ব্রহ্মচারী সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল উনবিংশতি দিবস উপবাসের পর বিংশতি দিবসে ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবিস্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সুবর্ণময় দিব্য বিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল বিংশতি দিন উপবাসের পর একবিংশ দিবসে

ভোজন ও প্রতিদিবস হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও অশ্বিনীকুমার দিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ও ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসর কাল একবিংশতি দিন উপবাসের পর দ্বাবিংশ দিবসে একবার মাত্র ভোজন ও প্রত্যহ হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বসুলোকে গমন করিয়া পরম সুখে সুধাপান ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাবিংশ দিন উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যিনি এক বৎসরকাল ত্রয়োবিংশ দিন উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশ দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্যমাল্য, বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণ পূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আনন্দে আদিত্যলোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিন উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেব লোকে গমন করিয়া তথায় সংস্কৃত সুধাপান ও শত শত সুরকামিনীর সহবাসে কালযাপন করেন এবং তাঁহার গমন কালে অমরকন্যাগণ সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন সুবর্ণময় দিব্য রথে আরূঢ় হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। যিনি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিন উপবাসের পর ষড়্বিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত বিবিধ রত্নসমলঙ্কৃত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্ত মরুত ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিসহস্রযুগ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্বিংশতিদিন উপবাসের সপ্তবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রত্যহ হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল সুধাপান ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন।

যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতি দিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার প্রভাকরসদৃশ তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরপুরে গমন করিয়া অযুতশতবর্ষ দিব্যালঙ্কারসমলঙ্কৃতা পীনস্তনোরুজঘনা কামিনীকুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যিনি সত্যনিরত হইয়া এক বৎসরকাল অষ্টাবিংশতি দিন উপবাসের পর একোনত্রিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্মা ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকলাভ হয়। তিনি দিব্যদেহসম্পন্ন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ চন্দ্রার্কসন্নিভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিন উপবাসের পর ত্রিশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজ ও মধুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্য বস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ থাকে না। নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যিনি এক বৎসরকাল দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া ত্রিংশৎ দিন উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া দেবতার ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাসদ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারে, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়। ১০৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে কোন্ তীর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এই পৃথিবীস্থ সমুদায় তীর্থই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত মানসতীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে, পবিত্রতা, অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরম তীর্থ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, অহঙ্কার শূন্য তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ বলে। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, তাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে যত্নবান হন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার গাত্র সলিলদ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; যিনি জিতেন্দ্রিয় হন, তাঁহাকেই স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধ বলিয়া গণনা করা যায়। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুই অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা গ্রহণ করেন না এবং যাঁহারা বিষয়লাভে একান্ত নিস্পৃহ, তাঁহারা পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদি স্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিলে স্নান করাই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মতে প্রশস্ত। যিনি পরম ভক্তিসম্পন্ন, বিবিধ সদ্গুণসমন্বিত ও বিশুদ্ধস্বভাবযুক্ত, তিনিই প্রকৃত পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

আমি দেহস্থ তীর্থের বিষয় সকল এই কীর্ত্তন করিলাম। তীর্থস্থানের কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ সমুদায় পাপ বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান সমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুগণের যাতায়াতনিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমুদায় পার্থিব তীর্থ ও দেহস্থ তীর্থে অবগাহন

করেন, তাঁহার অচিরাৎ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াবিহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়েই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে, সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে কিন্তু তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও দেহতীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবাদ্বারাই মনুষ্যের শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

নবাধিক শততম অধ্যায়। ১০৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাস সমুদায়ের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে, পরম সুখ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কেশব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ বিনাশ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যে ব্যক্তি মাঘমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র মাধব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তাঁহার কুল উদ্ধার ও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি ফাল্গুনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র গোবিন্দ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের ফল এবং সোমলোক প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র বিষ্ণুনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র মধুসূদন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র ত্রিবিক্রম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি

আষাঢ়মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র বামন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র শ্রীধর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি পঞ্চযজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র হৃষীকেশ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি আশ্বিনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র পদ্মনাভ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সহস্র গোদানের ফললাভ করেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র দামোদর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সর্ব্বযজ্ঞের পরম পবিত্র ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে সম্বৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের উপাসনা করেন, তিনি জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়া অবিলম্বে বিষ্ণুস্বরূপ হন। এইরূপে দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ও ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা যে, উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই, তাহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং কহিয়াছেন।

দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির শরশয্যাগত কুরুপিতামহ ভীষ্মের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণমাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে, চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য! তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়ানক্ষত্রদ্বয় ঊরু-যুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখানক্ষত্রদ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুন-

র্ব্বয় অঙ্গুলি, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশকলাপরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে, বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তাঁহার সুন্দর জ্ঞান ও পরম সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণাঙ্গ হন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন। অতএব, আপনার নিকট মনুষ্যগণের সংসারবিধি অবগত হইতে বাসনা করি। মানবগণ কি জন্য বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে? কি কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে, কে তাহাদিগের অনুগামী হয়, এই সমুদায় বিষয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, উদারবুদ্ধিসম্পন্ন ভগবান্ বৃহস্পতি ঐ আগমন করিতেছেন; তুমি উহাঁকে এই পরম গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা কর; উঁনিভিন্ন আর কেহই ইহার উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না। কারণ, উহাঁর সদৃশ সদ্বক্তা আর কেহই নাই।

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ও রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা বৃহস্পতি স্বর্গ হইতে তথায় উপনীত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদ্গণ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছেন। অতএব মনুষ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ মৃত দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলে, পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে; এবং কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্মে, একাকীই মরে;

একাকীই মুক্ত হয়, এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, এবং ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ-দুঃখভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে। ধর্ম্মই কেবল তাহার অনুগমন করিয়া থাকেন। অতএব, সতত ধর্ম্মাচরণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মনিরত হইলে স্বর্গ এবং অধর্ম্মনিরত হইলে, নরকভোগ করিতে হয়। অতএব, বিজ্ঞব্যক্তিগণ ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায়। অনেকানেক জ্ঞানী ব্যক্তিও অন্যের হিতাভিলাষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু তাহা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী জীবনের ফল-স্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে এক্ষণে শরীরের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি; মৃতদেহ সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত; সুতরাং চক্ষুর অগোচর হইলে, ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুগামী হয়, তাহা অবগত হইতে বাসনা করি। আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা, ইহাঁরা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। ধর্ম্মও ইহাঁদিগের সহিত জীবের অনুগমন করেন। জীবন শরীরকে ত্যাগ করিলে পর, ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র এবং শোণিত ও দেহকে পরিত্যাগ করে, তদনন্তর ধর্ম্ম জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ জীব উভয়লোকে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি, ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে যেরূপে রেত উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন ও শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে, রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেতঃপ্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে রেতঃসম্ভূত স্থূলদেহের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রত্য পঞ্চভূত উহাকে আবরণ করে; তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকেই গমন করে। জীব পরিগ্রহ করিলেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্। জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া পরে স্ত্রীগণের গর্ভকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারম্বার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করত যমদূতগণের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীকেই জন্মাবধি স্ব স্ব ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি সাধ্যানুসারে ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার সর্ব্বদা সুখলাভ হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, সে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে দেহাবসানে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, যমলোকে দেবগণের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যগ্‌যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তথায় নিরন্ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা তথায় নিরন্ত দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

এক্ষণে মনুষ্যগণ যে যে কর্ম্মপ্রভাবে যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহবশতঃ পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করেন, তাহাকে দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশ বৎসর খরযোনি, তৎপরে সাত বৎসর

গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি লাভ করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহাকে দেহাবসানে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, তাহাকে দেহান্তে প্রথমতঃ কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে ভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। যে পাপিষ্ঠ মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, তাহাকে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহাবসানে প্রথমতঃ তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। যে উপাধ্যায় কোন কারণব্যতিরেকে পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তিনি নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি প্রাপ্ত হন। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, সে দেহত্যাগের পর দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাহাদের ক্রোধোৎপাদন করেন, সে দেহান্তে প্রথমতঃ দশমাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে, দেহাবসানে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে, দেহান্তে প্রথমতঃ দশ বৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি ভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয়মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহাবসানে ক্রমে ক্রমে শতযোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে, পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি মানবলীলাসম্বরণের পর প্রথমতঃ আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি

বৎসর মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাস, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, সে মানবলীলা সম্বরণের পর প্রথমতঃ মূষিক-যোনি প্রাপ্ত হয়, তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিয়ৎকালের পর দেহত্যাগ পূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করে এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পাঁচ বৎসরকাল জীবন ধারণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগানন্তর পুনরায় মানবযোনি প্রাপ্ত হয়। পর-দারা অপহরণ করিলে, ক্রমশঃ বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃভার্য্যা সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়, সে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিলত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি বন্ধুভার্য্যা বা রাজভার্য্যার সহিত সংসর্গ করে, সে প্রথমতঃ পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরে কৃমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। পরিশেষে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্নোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎ-সর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে পুন-রায় মনুষ্যযোনিতে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করিতে অভিলাষী হয়, সে দেহত্যাগের পর কৃমিদেহ ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিয়া থাকে; পরে পাপক্ষয় হইলে, পুনরায় তাহার মানবদেহ লাভ হয়। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া আহার করে, তাহাকে দেহত্যাগের পর একশত বৎসর বায়সযোনি, পরে কিয়ৎকাল কুক্কুটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, সে দেহাবসানে বক-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দুই বৎসরকাল জীবিত থাকে; তৎপরে তাহার পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণীর সহিত সংসর্গ করিলে, প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে, পরে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক

দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহাবসানে মূষিকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয় গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গার, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলীপ্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তুদ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে, প্রাণত্যাগ করিয়া বারম্বার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণাভোগের পর তির্য্যগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে কাক, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারীত, রৌপ্যপাত্র হরণ করিলে কপোত, স্বর্ণপাত্র হরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে কৃকর পক্ষী, কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্ত্তক পক্ষী, বিচিত্র বস্ত্র হরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র হরণ করিলে হংস, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর, এবং রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরিযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে, বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে, তৈলপায়িকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে, সে শস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্মক্ষয় হইলে, সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ

করে। যে নরাধম স্ত্রীহত্যা করে, তাহাকে দেহত্যাগের পর যমলোকে গমন পূর্ব্বক বহুতর ক্লেশ ভোগ ও বিংশতি প্রকার নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতিবৎসর নরকভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে, সে পুনরায় মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভোজন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে মক্ষিকাযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাগণের সহিত অবস্থান করিতে হয় এবং তৎপরে পাপক্ষয় হইলে, পুনরায় তাহার মানযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি ধান্য অপহরণ করে, তাহাকে পরজন্মে সাতিশয় লোমযুক্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্কমিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃতদ্রব্যপরিমিতকায় মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপক্ষয় হইলে, পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যুহযোনিতে, মৎস্য মাংস অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, ও লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, সে দেহাবসানে মৎস্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ু হয়।

মনুষ্যেরা এইরূপে নানাপ্রকার পাপাচরণ করিয়া বিবিধ তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। তখন সাক্ষী স্বরূপ ধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাহারা লোভমোহের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিয়া ব্রতাদিদ্বারা তাহা অপনোদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সতত সুখদুঃখযুক্ত ও ব্যথিত হইয়া কালাতিপাত এবং দেহাবসানে বাসস্থানশূন্য ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। যে সমুদায় মহাত্মা জন্মাবধি পাপকার্য্যে যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে, উহাদিগকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার যোনি পরিগ্রহ করিয়া উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের পত্নী হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণপ্রভৃতি এই কএকটি পাপকার্য্যের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতএব, তুমি কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি দেবর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করাতে এই সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত কথা অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট অধর্ম্মের ফল কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেইবা স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা দুষ্ট মনে অধর্ম্মের বশীভূত হইয়া পাপকর্ম্ম করে তাহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়। আর যাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযম পূর্ব্বক অনুতাপিত হন, তাঁহাদিগকে কদাচ স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির চিত্ত যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত প্রকাশ করে, সে অধর্ম্মকৃত অপবাদ হইতে অচিরাৎ মুক্তি পায়। মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার অধর্ম্ম প্রকাশ করিলে, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দ্রব্য প্রদান করে, সে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে লোকে পাপাচরণ করিয়াও যে যে দ্রব্য দান করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ অকপটচিত্তে প্রথমে অন্নই দান করিবে। অন্ন মনুষ্যদিগের জীবনস্বরূপ। অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে; সুতরাং অন্নকেই উৎকৃষ্ট কহা যায়। দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণ অন্নেরই প্রশংসা করেন। নরপতি রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব প্রীতমনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ উৎকৃষ্ট অন্নদান করিবে। যে ব্যক্তি সহস্র ব্রাহ্মণকে হৃষ্টচিত্তে অন্নভোজন করান তিনি কখনই তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হন না। পাপপরায়ণ ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন্ করাইলে, তাহার পাপধ্বংস হইতে পারে। স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন প্রদান করিলে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারেন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্ব গ্রহণ না করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কদাচ পূর্ব্বকৃত অধ-

র্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রমদ্বারা অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, তাহাকে কদাপি দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে, সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিগণের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতা প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন ও সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্ন দান করিলে, কদাচ মনুষ্যকে নরকগামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদানদ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কদাপি সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্ কীর্ত্তিমান্ ও ধনবান্ হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য এই কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্ত কার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটীর মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ছয় ধর্ম্মকার্য্যই শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ

ও লোককে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসা-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, সে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখকামনায় নিহত করে, দেহান্তে তাহার কদাপি সুখলাভ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীকেই আপনার ন্যায় বোধ করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, দেহান্তে তাহার পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতিনির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহার অধর্ম্মাচরণ করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কএকটী হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অতএব, হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধুপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন। দেবগুরু বৃহস্পতি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সকলের সাক্ষাতে নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতে! সুরগুরু বৃহস্পতি প্রস্থান করিলে পর, ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসাধর্ম্মেরই বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লোকে কার্য্য এবং কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কি প্রকারে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্ব-

ভোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে, অহিংসাধর্ম্ম আর আস্পদলাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে, ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই অহিংসা ধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে, ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেরূপ হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অহিংসা ধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে, তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণবাসনা, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে; এই জন্য তপোনিরত মনীষিগণ কদাচ মাংসভক্ষণ করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পুত্রমাংস সদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচপ্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেরূপ সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, তদ্রূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া কথিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে সাতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কদাপি তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিগণ যেরূপ মাংসের প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত, অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা স্বীয় মাংস প্রদান পূর্ব্বক অন্যের দেহরক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট এই অহিংসাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

—০*০—

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়। ১১৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে বারম্বার অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংস

প্রদান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে, মাংসলাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার সাতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সন্দেহ নিরাকরণ এবং মাংস ভক্ষণ করিলে, কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে, কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশুবিনাশ, অন্যকর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংস-ভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে, কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংসভক্ষণ না করিলে, যেরূপ ফললাভ হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান্, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংসত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু-হিংসা ও মাংসভক্ষণে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভো-জনবিরত ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চ-রণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক

সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিরত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভার্থী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মাংসভোজনপরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের প্রধান কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধভিন্ন তৃণকাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই; এই জন্য মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে বিরত হন, তাঁহাকে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্পপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না, তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা একেবারে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্যলাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগকেই যশ আয়ু ও স্বর্গ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংসভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি

স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাঁহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে, এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতগণ এইরূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যিনি মাংসভোজনে নিরত ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধি-বিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নরক-গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে প্রোক্ষিত মাস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেব-পূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নরক-গামী হইতে হয়। প্রথমতঃ মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

একণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাতন প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য, তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংস-ভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোক-

লাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পূর্ব্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে, তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; সেই অপরাধজন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ তপস্যাদ্বারা একবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, আমার মতে মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি, বল ও যশ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস মাংস ভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিক মাস বা কার্ত্তিক মাসের একপক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনুরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিশ্বক্সেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্ত্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। সত্য কথা কহিবে। সত্যই সনাতন ধর্ম্ম। সত্য প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতেছেন। যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা

আজন্ম মধুমাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও, তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসাধর্ম্মপ্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী ব্যক্তি রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে, যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল এই কীর্ত্তন করিলাম।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়। ১১৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; বিবিধ অপূপ শাক ও খণ্ডপ্রস্তুত নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মন মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষাদোষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! তুমি যে কহিলে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, সে কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। উহা তাহাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি করে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যও আর কিছুই নাই। কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অন্য মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার অপেক্ষা নীচাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। শুক্র হইতেই

মাংস উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। অতএব উহা ভক্ষণ করিলে পাপ, আর না করিলে পুণ্য জন্মে। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়া সর্ব্বদেবতাকে নিবেদন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশালী ব্যক্তি সমদ্বন্দী ভাবেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। হয় আপনারা মরেন, না হয় মৃগদিগকে মারেন। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াশীল, তাহার কখন ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াশীল ব্যক্তি দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব, মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত, বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই প্রাণিগণ তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান হয় নাই ও হইবে না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারম্বার তির্য্যক্‌জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস, এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়;

তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং বারম্বার ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারম্বার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই ; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংসভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। "মাং" অর্থাৎ আমাকে সঃ অর্থাৎ সে ভক্ষণ করিল, অতএব আমিও তাহাকে ভক্ষণ করিব" এই বাক্য হইতেই "মাংস" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে শরীরে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; তাহাকে সেই শরীরেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপস্যা, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে সর্ব্ব দানের ও সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে অহিংসার ফল এই কীর্ত্তন করিলাম, ইহার সমুদায় ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অকামই হউক, আর সকামই হউক, যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে প্রাণীদিগের কি গতি হয়? আপনি জানেন, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা কিন্তু সকলের পক্ষে ঘটে না। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাত্মা, প্রাণত্যাগ করা সকলের পক্ষেই কষ্টকর ; ইহার কারণ কি বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রাণীগণ সংসারে আসিয়া কেহ বা সমৃদ্ধ

কেহ বা দরিদ্র, কেহ বা সুখকর, কেহ বা কষ্টকর অবস্থায় পতিত হইয়া যে কারণে স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট রহিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাসকীটসম্বাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনব্যপদেশে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি; অতএব, তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ ব্যক্ত কর।

কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূরবর্ত্তী শকটের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার ভয় হইতেছে। মহাকোলাহল শুনিয়াও বোধ হইতেছে আমি মারা পড়িব। সারথীর কশাঘাতে তাড়িত ভারবাহী বৃষভগণের ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে, উহারা প্রায় নিকটে পৌঁছিয়াছে। বাহকেরাও নানাপ্রকার শব্দ করিতেছে। মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। ইহলোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মরণ দুঃখজনক; এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

মহর্ষি বেদব্যাস কীটের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ বিবিধ ভোগসুখ অনুভব করিতে পার না। সুতরাং আমার বিবেচনায় তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।

কীট কহিল, ভগবন্! জীব স্ব স্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, আমারও মনে আমার এই অবস্থাতেই সুখবোধ হইতেছে। অতএব, জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণ, জন্মাবধি সকলেরই ভোগ পৃথক্ পৃথক্। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনবান্ শূদ্রজাতীয় মনুষ্য ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি-

নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদাই স্বীয় মনোরথ পূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় আমার স্মৃতিপথ অতিক্রম করে নাই। এক্ষণে আমি সৎকার্য্য দ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৮।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভপ্রযুক্ত একবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্ব লাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পুনরায় ধর্ম্মলাভ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যক্‌যোনি ও কি মনুষ্য, সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক, বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্রার্কের অর্চ্চনা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব, এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শকট তথায় উপনীত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার মৃত্যু হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণের পৃষ্ঠে এবং বাহ্লীকদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। বায়ুশূন্য গৃহমধ্যে উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রাত্রিযাপন করি। রাত্রিশেষে দেবগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তবপাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্যবিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সেই পাপ বিনষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর, তুমি গোধন দান ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞসমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। তির্য্যগ্‌যোনি হইতে শূদ্রজাতি প্রাপ্ত হয়। শূদ্র বৈশ্য এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়যোনি লাভ করে। ক্ষত্রিয় ধন দ্বারা সৎ

কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সাধুশীল হইলে স্বর্গ লাভ করেন।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১১৯।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট উপনীত হইয়া তাহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম। অতএব, তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও ধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন কর; তাহা হইলেই তোমার পরজন্মে ব্রাহ্মণ্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ভূপতি বনে আসিয়া বেদব্যাসের এইরূপ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেন, এবং কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নিকৃষ্টযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব, তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া, যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে। আমি আজি ধর্ম্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের উপদেশে নিজকর্ম্ম ফলজাত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে নরপতিগণ নিজ স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব

তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্যা তপস্যা ও দান এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে মৈত্রেয়বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বৈরিণী-কুলোদ্ভব মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহারদ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিতচিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, কুলবিষয়ে আপনার সহিত আমার অধিক প্রভেদ নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়, তুমি সামান্য অন্নাদ দান করিয়াই সেই গতিলাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্যপ্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা উচিত। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি

অকপটচিত্তে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করিয়া মহালোকসাধ্য লোকসমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান, তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকালেপন প্রভৃতি সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা, উৎকৃষ্ট ও শুভ ফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান যে, তৎসমুদায় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুন্দররূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগের যে ফল, দানেরও সেই ফল। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তোমার সমধিক সুখলাভ হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি ও অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য নেত্রগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্যবিরহিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণপ্রভৃতি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং দুঃখভোগ ও দেহান্তে তাহাদিগকে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ফল ভিন্ন যে কিছু ফল আছে, তাহাতে পাপও নাই; পুণ্যও নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছ; অতএব হৃষ্টচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর। কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না।

—০*—

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২১।

মহামতি মৈত্রেয় মহর্ষি বেদব্যাসের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

বেদব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান ও তপঃপরায়ণ। আপনি যে দানসংক্রান্ত কথা কহিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও বিশুদ্ধ স্বভাব, আপনি আমার আবাসে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফল-নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, জ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুলসমুদ্ভূত তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলেই দেবতা ও পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবানদিগের আরাধ্য আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে, এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্নদ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না; প্রত্যুত, উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ, গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গৃহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গৃহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই

সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২২।

মহর্ষি বেদব্যাস মহাত্মা মৈত্রেয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণ অনুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি; তুমিও বৈদিক মত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানসম্পাদক। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্য তপ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য যা কিছু অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমস্তই নিরাকৃত হইয়া যায়। যে কোন অভিসন্ধিতে তপোনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। এই জীবলোকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে সেই সমস্তই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যপরায়ণ, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়। যে মনুষ্য সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্; আর তপস্বী যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুষ্মান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব, সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ক্রিয়ানুষ্ঠানতৎপর মহাত্মারা অন্নদানপ্রভাবে অনায়াসে ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইতে পারেন। পূজিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত

অন্নদাতার অর্চনা ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হয়, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহাকে নিশ্চয়ই স্বকর্ম্মানুরূপ লোক লাভ করিতে হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশসম্ভূত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব, তুমি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপানলাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহস্থগণের প্রশস্ত কার্য্যের উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালনে যত্নবান্ হও। যে গৃহে স্বামী স্বপত্নীতেই আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার পতির প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর শুভই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ জলদ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অনলপ্রভা দ্বারা তিমির তিরোহিত হয়, তদ্রূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। তোমাকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহা বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, নিশ্চয়ই তুমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে, মহাত্মা মৈত্রেয় তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীগণের ব্যবহার জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব, আপনি আমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী সুরলোকে আরোহণ করিলে, দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি কি প্রকার সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অগ্নিশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বলকলেবরে এই দেবলোকে আগমন করিলে? তোমাকে দিব্য বসন পরিধান পূর্ব্বক সচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া, বোধ হইতেছে, তুমি সমধিক তপস্যা, দান বা নিয়ম দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত

হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

সুমনা এই প্রকার মধুর বাক্যে প্রয়োগ করিলে, চারুহাসিনী শাণ্ডিলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এইলোক প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কদাচ পতির প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সতত অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের উদয় হয় নাই; আমি কখনই বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যাত্মক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কখনই আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহাগমন করিলে, আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সংকার করিতাম; যে সমস্ত ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কোনক্রমেই তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিত্ত যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্যদ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতাম; আমার ভর্ত্তা কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা শরীরের সৌন্দর্য্য সাধন না করিয়া সতত সংযতচিত্তে নানাবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিজনের প্রতিপালনার্থ সতত পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না; গোপনীয় বিষয় কোনক্রমে প্রকাশ করিতাম না এবং সতত গৃহ সকল পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় সুরলোকে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভবা শাণ্ডিলী সুমনার নিকট এই প্রকার পতিব্রতাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দনবনে অতুল সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ১২৪।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটীর মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সাম দ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্য-মধ্যে সামদ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক বুদ্ধিমান্ সদ্বক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত, বা মুগ্ধ না হইয়া শান্তবাদ দ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ নিশাচরের এই কথা শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সাক্ষাতেই তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমাকর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণসম্পন্ন, বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়গণকে সৎকারলাভ করিতে দেখিতেছ। নীচ ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে। তুমি গৌরবপ্রযুক্ত প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া অতিক্লেশে জীবন যাপন করিতেছ। তুমি আপনার মহানুভবতানিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমাকে পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কামক্রোধপরায়ণ কুপথাবলম্বী মূঢ়দিগকে সুখভোগ করিতে দেখিয়া তুমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছ। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞা-বিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। সেই শক্রপ্রায় [illegible]

মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চিত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থফলজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের সম্মানভাজন হইতেছ না। তুমি অসৎসমাজে আপনার গুণ সকল প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পার নাই। বলবুদ্ধি ও বেদজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎপদ লাভ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছ। তুমি বনবাসী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইলেও তোমার বান্ধবেরা ঐ কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যশালী যুবা কামাবমোহিত প্রতিবাসী আছে; সেই দুরাত্মা পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা তোমার মনে সতত জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিগণের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরম আত্মীয় স্বীয় মূর্খতাপ্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি প্রথমে তোমাকে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বদা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বদা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইতেছে। তুমি নিজ গুণপ্রভাবে লোকসমাজে সৎকৃত হইলেও তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত বোধ করিতেছে। তুমি লজ্জাপ্রযুক্ত আপনার অন্তর্গত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদিগকে নিজগুণপ্রভাবে বশীভূত করিতে বাসনা করিতেছ; স্বয়ং অবিদ্বান্ ও অল্পধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রম ও দানলভ্য যশোলাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। এখন তুমি চিরাভিলষিত ফল লাভ করিতে পার নাই। তুমি যখন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে যত্নবান হও, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া দেয়। তুমি নিরপরাধী হইয়াও অন্য কর্ত্তৃক অকারণে অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণ ও ধন হীন হইয়া আপনার সুহৃদ্বর্গের দুঃখমোচন করিতে পারিতেছ না। তুমি সাধুগণকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষগণকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণপ্রদত্ত অর্থপ্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছ। পাপপরায়ণগণের উন্নতি ও পুণ্যবান্দিগের অবনতি দেখিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। সুহৃদ্গণের অনুরোধে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিগণের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিতেছ।

অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে কুপথগামী ও জ্ঞানবানদিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে সাতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সকলের অন্যতর কারণপ্রযুক্তই তোমার কলেবর এইরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

রাক্ষস ধীমান্ ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।

—০*০—

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শুভাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? উৎকৃষ্ট দান কি? কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা কর্ত্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়, আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ করেন, এবং যে শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম মহাদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে; যাঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ; ও একটী ক্ষুদ্র রাজা দশটী বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল; সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব ইহাঁদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গ শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবচরিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য ঋষিধর্ম্ম মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ

ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণ স্বরূপ বলিয়া কথিত হন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসৎকার করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থ-যাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রবণ করেন, ও যাঁহাদিগের মন পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিত ভাবে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিদেশানুসারে মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণের সান্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উহাঁরা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞাত হইতে আমি অতিশয় উৎসুক হইয়াছি।

পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে, আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধদিবস অবধি এক মাসকাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

দেবদূত কহিলেন, পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ড সংস্থাপনের কল্পনা কহিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কি রূপেই বা পিতৃ-গণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়? প্রধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন; এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা কাহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে! আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।

তখন পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতিশয় বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু উহাঁদের মধ্যে চিরজীবী পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বয়ম্ভু-প্রতিম লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান নিশানাথের প্রীতি জন্মে। নিশানাথ ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাঁহার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ব্ভে পুত্র প্রদান করেন। আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয় আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে শ্রাদ্ধদিবসে শ্রাদ্ধ-ভোক্তার যে নিমিত্ত মৈথুন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধদিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃস্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসংবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধি হয়!

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ন্যায় অতুল-তেজঃসম্পন্ন এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা, সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যকযোনিগত প্রাণিগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক যে বিপুল পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায় তির্য্যক্‌যোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন, সন্দেহ নাই।

দেবরাজ এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বটকষায় ও প্রিয়ঙ্গুদ্বারা অনুলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক নিরাহার, ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নি-দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, 'সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধ পানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধদোহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনু সমুদায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁরা মনুষ্যগণের দেবতা। ইহাঁরাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতি বৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়? যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভস্থাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়। যাহারা প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্য সময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না, এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র উৎপন্ন হয় না। কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহা নিষিদ্ধ তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, আর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কোন সংশয় না জন্মে।

শাস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সুরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ!

অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন ?

তখন পিতৃগণ কহিলেন, হে মহাভাগগণ। সৎকর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি আমরা যে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৃষ্ণবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান; ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎফলজনক, সন্দেহ নাই। আমরা ঐরূপ দান দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি গার্গ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! কৃষ্ণবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন করিলে কি রূপ ফলোদয় হয়, এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফল লাভ হইয়া থাকে ?

পিতৃগণ কহিলেন, তপোধন! যদি কৃষ্ণবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গূলদ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সেই সলিল দ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক ষষ্টি সহস্র বৎসর তুষ্টিলাভে সমর্থ হন। আর যদি ঐ বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নদ্যাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপদান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্র পাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে এবং তাহাদের বংশ সন্তানসন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্য লাভে সমর্থ হন।

—০*০—

ষড়বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৬।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, পুরন্দর! ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই, আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্রপূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা উৎখাত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়। আমি ঐ সমুদায় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি। যতদিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততদিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যপ্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না; সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ। তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোত্থিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মৃত্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন?

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার, এবং বামন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৎকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কোন স্থানেই তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অগ্রভাগ প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদায় তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্তি হয় এবং কিছুমাত্র পাপ থাকে না। এই আমি পরম গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিষ্ণু এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, বলদেব কহিলেন, এক্ষণে মানবগণের এক সুখজনক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ

ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার কিছুমাত্র পাপ থাকে না। অগ্র পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দর্শন না করা তপস্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবগণ কহিলেন, যে ব্যক্তি বারিপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের সংকল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়। উপবাসের সংকল্প এবং বলি প্রদান বিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। তাম্রপাত্র দ্বারাই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ফল লাভ হয়। আমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক্, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হন না; প্রত্যুত তাহার বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী ও অগ্নির উপর পদাঘাত করিলে যে দোষ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অগ্নিতে পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না। তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন। হুতাশন কখনই আহুতি গ্রহণ করেন না। তাহাকে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয় না। অতএব শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃগণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশবৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।

গাভীগণ কহিল, যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে! হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে সখি! হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নিপথে অবস্থান করিলে দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন," এই বলিয়া গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রতুল্য কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না, এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তমহর্ষি ভগবান্ ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সৎস্বভাব, অথচ দরিদ্র, তাঁহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফল লাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধনগণ! তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষমাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ! তোমরা আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়। ১২৭।

সূর্য্য কহিলেন; পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ চন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করেন, তাঁহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে

চন্দ্রের হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন, দেবগণ পূর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত ঘৃত পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, যে ব্যক্তির গৃহে কামিনীগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পান ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

অঙ্গিরা কহিলেন, যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল সুবর্চ্চলা লতার মূল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক করঞ্জক বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

গার্গ্য কহিলেন, অতিথিসৎকার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থের নাম কীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ বলিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদায়ের ফলহীন হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য বা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে, যদি রজস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র মনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা, কুক্কুট, কুক্কুর ও গৃহমধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অনিষ্টকর। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্নভাণ্ড থাকে, তাহাকে সতত কলহে কালযাপন করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয়, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা সুতরাং আবাস মধ্যে বৃক্ষ রোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত

বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরা হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ পবিত্রচিত্তে ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৮।

বায়ু কহিলেন, আমি এক্ষণে মানবগণের সুখকর ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালীন চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধ যাগের ফল লাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশতঃ যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যসমূহ দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; অগ্নিত্রয় তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন; দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহাকে শূদ্রত্ব লাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। উপবাস করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন। আমি স্বর্গলাভার্থী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় এই কীর্ত্তন করিলাম।

একোনত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ১২৯।

লোমশ কহিলেন, যাহারা দারগ্রহণ না করিয়া পরস্ত্রী সম্ভোগে আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষজনক। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরদারাভিগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে আসক্তি প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়, সে অসাধারণ তেজ ও বলসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমা প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক, দীপ ও কৃশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদক দানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের সাতিশয় হর্ষ উপস্থিত হয়। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোক পূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ১৩০।

অনন্তর মহর্ষি, পিতৃলোক ও দেবগণ তপস্বিনী ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতনিরতা, সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা। এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, মহানুভবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হই-

য়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহারা শ্রদ্ধান্বিত এবং যাহাদিগের মনে অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণহন্তা ও গুরুতল্পগামী, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটী কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখকর আর এক ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গস্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণ সেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয় সন্দেহ নাই। অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহানুভাবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা, পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বর-প্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।

যম কহিলেন, শুভে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরম মনোহর সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিজনক সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ সমুদায় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। ঐ সমুদায় পর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য পরলোকগত হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অনন্তর যাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্কর তীর্থে বেদবিশারদ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া তাহাদের কোন রূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অত-এব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদানই ঐ বিপদ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্প ব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। জলদান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাহারা জলদান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিজনক। জলদাতা পরলোকে সেই নদীর জলপান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর অন্ধকারময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রদান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্ম-ণকে কপিলাদান, বিশেষতঃ পুষ্করতীর্থে কপিলা দানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্কর তীর্থে কপিলা দান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভী দানের ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান, ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ভীষণ পাতক সমুদায় বিলুপ্ত করিয়া থাকে। অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়া লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

তখন ভগবান সূর্য্যদেব চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসহ-কারে ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের আর কিছু-মাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘ্ন, পরস্ত্রীনিরত বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপপরায়ণ পামরদিগের সহিত

কথোপকথন করাও অকর্ত্তব্য। তাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা পরলোকগত হইয়া নিশ্চয়ই পূযশোণিতভোজী কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ দেবগণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান হইবেন।

—০*০—

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ১৩১।

অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপে উচ্ছিষ্ট শরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর। লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে অত্যাচার করিতে পার না। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন প্রমথগণ কহিল, যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশতঃ অবৈধ মাংসভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মাপ্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকস্থাপন স্থানে পদ ও পদসংস্থাপনস্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য; আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎকচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, আমাদিগের ন্যায় মাংসাশী দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

—০*০—

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩২।

অনন্তর ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ঐ যে অনতিদূরে রসাতলবাসী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ মাতঙ্গ পর্ব্বতারণ্য সমাকীর্ণা পৃথিবী ধারণ করিতেছে; তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদায় সূক্ষ্মধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহাগজ রেণুককে দিগগজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাগজগণ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দিগগজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহানাগ! কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে, যাহারা ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক সায়ংকালে "অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষয় নাগ সমুদায় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভূত ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলিপ্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বল লাভ হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হস্তিপলাশ পুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতিলাভ হয় এবং আমাদিদিগেরও পৃথিবী ধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে ঐপ্রকার বলিদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল ঐরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরাক্রান্ত নাগসমুদায়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয় এবং তিনি অনায়াসে অতুল ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

মহাগজ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমন পূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে তাঁহারা উহাঁর যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৩।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, হে মহানুভবগণ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদিগের নিকটই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা উচিত। যে ব্যক্তি একমাস প্রশান্তচিত্তে গোসমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবারমাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্য প্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্ম লাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার সমীপবর্ত্তী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমাকে একটি বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে। আমি সতত গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৪।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এক্ষণে আমি স্বীয় অভিলষিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গাত্রে মর্দ্দন করিয়া তিন

দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে, এবং যতবার পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করে, ততবারই বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পকান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হন। এই আমি পরমসুখাবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাবিহীন হইয়া প্রতিদিন ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তাহার প্রদত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণমাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা রত্নপূর্ণ ধরিত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভক্তিশূন্য নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত গুরুদ্বেষ্টা ও স্বার্থপর ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু কুকর্ম্মাসক্ত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতুর্ম্মাস্য-

নিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত আসক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উহাঁদিগকে নিশ্চয়ই পরিণামে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন, তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভক্ষ্যভক্ষণপ্রযুক্ত ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজ ও নীচ যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও গর্হিত ব্যক্তির অন্ন রুধিরসদৃশ; অতএব ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে, গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিত ধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহির্গত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট, যাহার অন্নভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্নভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার ইচ্ছা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি খাদ্যাখাদ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার মনে আর একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্য কব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয় কালপর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কাঞ্চন গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে পাপশূন্য হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে দত্ত পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিত চিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। প্রেতোদ্দেশে দত্ত ও জন্মাশৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্ণে ভোজন করিলে তাঁহার রাত্রিযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে হবি প্রদান পূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ এবং রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার বিপদ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের

আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও মিত্রনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত এক পাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতীযাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা, দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও তপস্যা এই উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দানদ্বারা যে সমুদায় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার কীর্ত্তিসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে একশত সুবর্ণ শলাকা সংযুক্ত ছত্রপ্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং মহারথী কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। রাজর্ষি

বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিতেছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিসময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথপুত্র রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরম ধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। মহারাজ মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী দময়ন্তীরে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। মহাযশা রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীমতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদ্গল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরন্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য, শল্যরাজ দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনামে যশস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপোবলে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাপ্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, যাবৎ এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে; কল্য তাহা ছেদন করিব।

—০*০—

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৮।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! দানপ্রভাবে যে সমুদায় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দান কয় প্রকার? তাহার ফল কি? কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণনিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার কথিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখ লাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে অর্থানিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার অনিষ্টসাধন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক কহে। উহার সহিত আমার সম্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান কহে। আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উহাকে অল্পমাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে। এইরূপ বিবেচনা করত দয়াবশতঃ যে দান করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে।

হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাশক্তি দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও আমাদিগের কুলপ্রদীপ! আমাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই আমাদিগের একমাত্র উপদেষ্টা। অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পরিণামসুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই আপনার সম্মানকারী সর্ব্বপার্থিব পূজিত মহাত্মা মধুসূদন ও এই সমুদায় নরপতির সমক্ষেই উহা কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মা বাসুদেব ও ভগবান্ মহাদেবের যেরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং রুদ্র ও রুদ্রাণীর যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোন পর্ব্বতে এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশ বার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ প্রভৃতি অসংখ্য দীক্ষাসম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্ব স্ব শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হন। ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন তাঁহারা কেহ কেহ হরিবর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণবর্ণ, কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত, কেহ কেহ বা অন্যান্যপ্রকার নূতন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর প্রীতমনে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা মধুসূদনের মুখ হইতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই অসংখ্য মৃগপক্ষি ও শ্বাপদসমাকুল বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণ দারুণ দহনদাহে বিচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই সুদারুণ বহ্নি ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গসমুদায় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ইহাঁর পাদদ্বয়ে অবনত হইল। তখন ভগবান মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেব দৃষ্টিপাত করিবামাত্র

পর্ব্বত পূর্ব্বের ন্যায় পুষ্পিত বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ এবং পক্ষি, শ্বাপদ ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদায়ে পরিপূর্ণ হইল।

ঐ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ভক্তিভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা নিঃশঙ্ক নির্ম্মল ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, প্রভো! আপনা হইতে লোকসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ এবং ইহলোকে যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদায়ের পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; অতএব অগ্রে এই বহ্নির উৎপত্তির কারণ আপনিই আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন; পরে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদায় আপনার নিকট নিবেদন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজ আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিল, উহা বৈষ্ণব তেজ। আপনারা অক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ও দেবতুল্য হইয়াও ঐ তেজোদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের বাসনায় এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে বিনির্গত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ আমার পুত্ররূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার পাদদ্বয় বন্দন পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই আমি আপনাদিগের নিকট স্বীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনারা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ, আপনাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা পৃথিবীতে যে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাদিগের মুখবিনিঃসৃত বচনসুধা পান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি স্বীয়

অপ্রতিহত প্রকৃতিপ্রভাবে কি পৃথিবীস্থ কি স্বর্গস্থ সমুদায় অদ্ভুত বিষয়ই অবগত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার প্রকৃতি প্রভাবে যাহা অবগত হই, তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা যে সমুদায় বাক্য কীর্ত্তন করেন, তৎসমুদায় অতিশয় শ্রদ্ধের এবং পাষাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখবিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্ম্মলবুদ্ধিপ্রদ বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মুনিগণকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেহ ইহাঁর পূজা ও কেহ ইহাঁর স্তব করিতে করিতে ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া মহাতপস্বী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয় পর্ব্বতে যে অচিন্তনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

— *০* —

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪০।

মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে নারায়ণসুহৃৎ দেবর্ষি নারদ হর-পার্ব্বতী সংবাদ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে ভগবান্ ভবানীপতি যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি পুষ্পসমাযুক্ত, অতি রমণীয় পুণ্যাশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট যে সমুদায় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিকটা-কার, কেহ কেহ দিব্যমূর্ত্তি, কেহ বা অতিকদাকার, কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ বা হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ কেহ শৃগাল, কেহ কেহ দ্বীপি, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উলুক, কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যেন, কেহ কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অন্যান্য পশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ভগবান্ ভূতপতি, যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্য পুষ্প, দিব্য জ্যোতি, দিব্য ধূপ, গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরী শব্দে পরিপূর্ণ ছিল।

উহার কোন দিকে ভূতগণ ও কোন দিকে অপ্সরোগণ ও কোন দিকে ময়ূরগণ নৃত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল; কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুণ গুণ শব্দে গান করিতেছিল। মহাত্মা মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু, সাধ্য, হুতাশন, বায়ু, বিশ্বদেব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমুদায় ঋতু সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান ছিল। ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে আহ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। মহাত্মা দেবদেবের তপঃপ্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরিসীমা ছিল না। ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, অসুরকুলঘাতী, হরিতবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজূটধারী ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একেবারে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমুদায় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণকলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমন কালে গিরিনদী সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যমুখে স্বীয় করতল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্কার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাট দেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতি বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় অন্ধকার দূরীভূত করিয়া পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগসমুদায় ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশদিবাকরসন্নিভ যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একবারে গগনস্পর্শী হইয়া

অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিব্রতা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তইবা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্ত দ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে, সমুদায় লোক আলোকবিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণ দিকের মুখ অতি ভীষণ হইল? আপনার জটাকলাপ কপিল বর্ণ ও উর্দ্ধগত হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহারই কারণ কি? এবং আপনি কি নিমিত্তইবা পিণাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪১।

ভগবান্ ভূতনাথ পতিপরায়ণা পার্ব্বতী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! একণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা সমুদায় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোক সমুদায়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিণাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন বিদ্যমান থাকিতে, বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?

মহাদেব কহিলেন, দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভির সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভির বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলেরই বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভির বৎসের মুখবিনির্গত ফেন সমুদায় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদায় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ কমলযোনি ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন! সুরপুরে অতি মনোহর বাসস্থান সমুদায় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অস্ত্র সমূহে সমাকীর্ণ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরিব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন?

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধ-শাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যসুশোভিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্র স্থানলাভার্থী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে? এই সমুদায় বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদায় তপোনুষ্ঠান-নিরত বিবিধ বেশধারী মহর্ষির হিতসাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

দেবী পার্ব্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমরা বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, পরদার-বিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্তবস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখা স্বরূপ। ধার্ম্মিক মহাত্মারা যত্নপূর্ব্বক এই সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিবেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ইঁহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্য লাভে কদাচ সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! চারিবর্ণের ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মহা সংশয় আছে; অতএব সবিস্তরে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মহেশ্বর কহিলেন, পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্য-সম্পাদন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বিঘসান্ন ভোজন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের নিতান্ত বিধেয়। ভার্য্যা ও স্বামির চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি জন্মে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন। যে ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যপ্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতি প্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সদ্বিচার, সত্যবাক্য প্রদর্শন এবং আর্ত্তব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রিয়প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হয়।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসেবা, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কখনই উচিত নহে।

অতিথিসেবা ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসৎকারনিরত, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে শৈলরাজসুতে! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই নিখিল লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। অতএব, আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় আর কিছু কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ তিন বেদেপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত আসক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ; এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ষড়বিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসা ও উৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে সমর্থ হন।

অতঃপর সাধারণধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, সত্যবাক্য প্রয়োগ ঈর্ষা পরিত্যাগ দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত বাসস্থানে অবস্থান, অভিমান ও কপ-

টতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজন-বর্গের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রভাতে গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অহোরাত্র ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে। যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান পুষ্টিজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বলা যায়। এক রাত্রির অধিক কাল একগ্রামে বাস না করা এবং সমুদায় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, বারি, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা নিস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে অচিরাৎ মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রাম বা একনদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষলাভার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাঁদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি জীবলোকের মঙ্গলজনক পথ-

স্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন, একণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদায় তপোবন আমোদিত হয়; আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়া থাকি। অতএব, আপনি আমার নিকট উহাঁদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেনপান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বা বল্কল পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপস্যা করিয়া থাকেন। ঐ সকল তপোনিরত সমুদায় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। দয়াশীল চক্রচর সোমলোকচারী ও পিতৃলোকনিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট ও দন্তোলূখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীর সহিত উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান, পিতৃগণের অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইহাঁদিগের পরম ধর্ম্ম। কাম ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে অবগত হওয়া সমুদায় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের পূজা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাঁরা গোরস পানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফলমূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভক্ষণ করিবেন। এই সমুদায় নিয়ম দ্বারা ইহাঁদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ বিধূম, মুষলধ্বনিবিবর্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন পাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমানবিহীন, সতত আহ্লাদিত,

বিস্ময়বিবর্জ্জিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্ম-বেত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪২।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! যে সমস্ত বানপ্রস্থ নদীতট, নিকুঞ্জ, অরণ্য, পর্ব্বত ও ফলমূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশসমুদায়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই সকল স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সমাহিত হইয়া তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর। বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিষেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞসম্পাদন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডুক-যোগ সাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উহাঁদিগের অব্ভক্ষ, বায়ুভক্ষ, শৈবালভক্ষ, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলিক বা সংপ্রক্ষাল হইয়া চীরবল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টকশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উহাঁদের পরম ধর্ম্ম। উহাঁদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ বিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক ও ভাণ্ড ইহাঁদিগের পরম ধন। ইহাঁরা নিরন্তর অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরম গতিলাভ করিতে পারেন। ইহাঁরাই শাশ্বত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ভগবন্! বনবাসী জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী হইয়া থাকেন, অতএব, আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে সমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তক মুণ্ডন ও কষায় বস্ত্র ধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা

দারসংযুক্ত, তাঁহারা রাত্রিকাল উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেচ্ছ বিহার উহাঁ-দের ধর্ম্ম নহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অব-স্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসংসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদায় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিতে পারেন। স্বদারনিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি অহিংসানিরত এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। স্নান ও সমুদায় প্রাণীকে সরলতা প্রদ-র্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম। কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক আসক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করেন। অতএব, যাহাঁর ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরলস্বভাব হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষমাশীল, জিতে-ন্দ্রিয় ও হিংসাবিহীন ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী ও সচ্চরিত্র, তিনি চরমে ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আশ্রমপ্রতিপালননিরত তপস্বিগণ কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশীল হইয়া থাকেন? ধনবান্ রাজা বা নির্দ্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হন? আর বনবাসী তাপসগণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকে দিব্য স্থান অধিকার করিয়া দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন? আমার এই সমস্ত বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ভঞ্জন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যাহাঁরা উপবাসী হইয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, এবং যাহাঁরা অহিংসক ও সত্যবাদী হন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মণ্ডূকযোগনিরত ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহাবসানে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদায় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম সুখে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশ সহ্য করত শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি দ্বাদশবৎসরকাল যথাবিধি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশবৎসরকাল পান ভোজন পরিত্যাগী হন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত প্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীতমনে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনাহারে শরীর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহ সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণ লোক লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাধান পূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহাবসানে দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষান্তে অনলমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধান পূর্ব্বক ধার্ম্মিক ও নির্ম্মম দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপ পুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে দেহত্যাগ বাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন, দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগে উৎসুক হন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে এবং তিনি কামচারীবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্তত সঞ্চরণ করেন।

—০*০—

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৩।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি সূর্য্যের নয়ন ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাবান্ আর কেহই

নাই। এক্ষণে আমার এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ভঞ্জন করুন। ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব এবং কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে? এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেইবা ব্রাহ্মণ্য লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম-ত্যাগী হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অথবা লোভমোহবশত বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভ-মোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে পরজন্মে স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। যে বিজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ক অন্ন, আদ্য শ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রত্ব লাভ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে প্রাণ-ত্যাগ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহপ্রযুক্ত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক অভোজ্য অন্নভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট

হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদ-বিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সৎস্বভাবসম্পন্ন হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া স্থিরচিত্তে ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানানন্তর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যপরায়ণ, অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী যজ্ঞশীল বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথি সৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের আরাধনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের আরাধনা, আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্ম কার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনেচ্ছা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার রাত্রি যোগে একবার মাত্র ভোজন, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্ণ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে অনলে আহুতি প্রদান এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধস্থলে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। হে দেবি! এইরূপে অতি হীন বর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচ বর্ণের অন্নভোজনাদি অসৎ কর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মণ্য

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মানুরত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রহ্মণ্যের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার অন্তঃকরণে নির্ম্মল ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগ মাত্র। বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাগ্নিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচ জাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নসহকারে তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৪।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্যেরা কার্য্য, মন ও বাক্য প্রভাবে কখন বন্ধন যুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারে, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রম সমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও সন্দেহশূন্য হইতে পারেন,

তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীত-রাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাসপাত্র, হিংসা-বিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগ্যোপজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রীসম্ভোগের কথা দূরে থাকুক, তাহা-দের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের অভিলাষ করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে মনুষ্যের নরক ও কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করেন; যাঁহারা নির্দ্দোষ, মধুর বাক্যে লোকের স্বাগত জিজ্ঞাসা ও একবারে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না; মিত্রভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না; যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; যাঁহারা শঠতা ও অসদ্বাক্য ব্যবহার না করিয়া সতত মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্ট কথা করেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব, সতত এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যদিগের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি

অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের নরক ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিলহৃদয় মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক নরক ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা অরণ্য-মধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের চিত্ত বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধনসন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে সমুৎসুক, প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভে যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যা প্রভাবে দীর্ঘায়ু ও কিরূপ কার্য্য দ্বারা ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান্, কেহ মন্দভাগ্য, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ মধুরদর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত, কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্পক্লেশযুক্ত, কেহ বা বহুক্লেশসম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিয়া থাকে; এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; অতএব, আপনি উহা বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, প্রাণনাশক, দয়াবিহীন, জীবগণের উদ্বেগজনক এবং কীটপতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাঁহারা এই সমুদায় আচরণে বিরত হন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরম সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মসম্পন্ন হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক ও

হিংসাবিহীন হইলেই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যনিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে ক্ষীণায়ু হইয়া থাকে; আর যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে বিমুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসায় অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করত দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যে নিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ১৪৫।

পার্ব্বতী কহিলেন, দেব! মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যিনি ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যিনি সন্তুষ্টচিত্তে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রীপ্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসমুদায় অকাতরে দান করেন, তিনি দেহাবসানে দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন বনে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনবান্ ও ভোগশীল হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ ব্রহ্মা দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পৃথিবীমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদানে বিমুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরেরা নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও

অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল, দানবিমুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে দরিদ্র লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! দানবিমুখ কৃপণদিগের এইরূপ দুর্গতি লাভ হয়। যাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূত লোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধ বর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। এই পামরেরা যদি কোন ক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরবশ নহে; যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত পূজা করেন, যাহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথ প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গলাভ পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মশীল, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে; যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কোন ক্রমে পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি

পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপদপূর্ণ অতি নিকৃষ্ট বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াশীল হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন; যিনি হস্ত পদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ পূর্ব্বক দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরম সুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর কখনই বিপদাপন্ন হইতে হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! এই জীব লোকে কতকগুলি তর্কবিতর্ক-সুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে; ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তইবা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা অপনোদন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যে সকল শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহ-লোকে সুখ ও দেহাবসানে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণ-ভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসদভিপ্রায়ে বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পর-জন্মে সতত রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে আসক্ত হয় এবং যাহারা গুরু-দারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত মঙ্গলপ্রাপ্তির পথ জিজ্ঞাসা করেন, এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে

মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতসাধনার্থ শুভজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! এই ভূমণ্ডলমধ্যে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, স্বল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন, শ্রুতশূন্য, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অযাজ্ঞিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মনিরত শ্রদ্ধাবান্ ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! বেদে লোক ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে; যাঁহারা সেই বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে শ্রুতশীল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা বিমোহিত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসতুল্য পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম, বষট্কার ও ব্রতশূন্য হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৬।

নারদ কহিলেন, ভূতভাবন ভবানীপতি প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে। তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান। তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষ, দম ও শান্তিগুণযুক্ত, মমতাপরিশূন্য এবং ধর্ম্মনিরত। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধূমোর্ণা, কুবেরের ঋদ্ধি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অনলের স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি ইহাঁদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি শ্রুত, কি সারাংশ, কি বীর্য্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অতি ঘোরতর তপস্যা করিয়াছ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ

ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত অঙ্গনাগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীর দ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের হিতসাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্ম-বিষয় তোমার অবিদিত নাই। অতএব, তুমি এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। কারণ তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

ভগবান্ ভবানীপতি এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদেই আমার বাক্‌শক্তি প্রতিভাষিত হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সারদ্বরা সরস্বতী এবং গোমতী স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদায় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইহাঁরা সকলেই সমাগত হইয়াছেন। আমি ইহাঁদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আদ্যোপান্ত স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। স্ত্রীলোকেরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি নদীসমুদায়ের সহিত পরামর্শ করিলে উহাঁদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব, উহাঁদের সহিত পরামর্শ করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভগবতী পার্ব্বতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্য-মুখে স্ত্রীধর্ম্মকুশল সরিদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীগণ! ভগবান ভূতভাবন আমাকে স্ত্রীধর্ম্মবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উহাঁকে তাহার উত্তর দান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞান-বিষয় অবধারণ করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্মাননা করেন, তিনি যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি তর্কবিতর্কবিশারদ জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদে আক্রান্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমানপ্রযুক্ত অনাকৃত সাহায্যের

অপেক্ষা না করিয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত; অতএব, তুমি স্বয়ংই স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদর পূর্ব্বক এই কথা কহিলে, তিনি সবিস্তরে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্ম্মের যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সংপে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুগণের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামী মুখদর্শনে পুত্রমুখদর্শনজনিত আনন্দের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনি যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়; স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থিতি করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, কাতরভাবাপন্ন বা পথশ্রান্ত হইলে, যিনি তাহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রসূতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর সেবা করেন; যাঁহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে; যিনি প্রতিনিয়ত অন্ন প্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয়ে অভিলাস, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন; যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহসম্মার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহার দ্বারা লোক সকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন; তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধনলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত আসক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে অনুরক্ত হন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান

ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য, বা অধর্ম্মাচরণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাতিব্রত্যধর্ম্মভাগিনী হন।

হে রাজন্! ভগবতী পার্ব্বতী এইরূপ কহিলে, ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

—*—

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৭।

অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, দশবাহু, দৈত্যনিসূদন, শ্রীবৎসাঙ্ক, সর্ব্বদেবপূজিত, সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার, উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থসমুদায়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্যলোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়ানির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতগণ তাঁহারে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই লোকত্রয়মধ্যে তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই দেবগণের

কার্য্যসাধনার্থ মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সমরে অসংখ্য ভূপতির বিনাশ-সাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের স্বরূপ। কি লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ, আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শার্ঙ্গচক্রখড়্গধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শমদম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অস্ত্রসমুদায়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনা, বীর মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধার-কর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, বিদ্বান, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতনমস্কৃত, আশ্রিত শত্রু দিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি দেবগণের কল্যাণসাধনার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশপ্রচেতা, দশপ্রচেতা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বত মনু সমুৎপন্ন হইবেন। সেই বৈবস্বত মনুর বংশে ইলা জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান, বৃজিনীবান হইতে ঋষদগু ও ঋষদগু হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে। ভগবান বাসুদেব এই প্রকারে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্ব্বক তাহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন; এবং পরি-শেষে অপ্রতিহত বলবীর্য্য প্রভাবে সমুদায় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব সেই সময় তোমরা গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসু-দেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যাহারা আমাকে বা সর্ব্ব-

লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা হইবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করে। ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান বাসুদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবগণ তাঁহার প্রতিপ্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যনিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভ হইবে।

মহাত্মা বাসুদেব প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব সতত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহমূর্ত্তিধর জগৎপতিকে সতত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন লাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করি। ঐ মহাত্মা ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় মস্তক দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহা আহ্লাদে পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই অনন্তদেব, এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব

চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব, এই উভয়কে যত্ন পূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে মহর্ষিগণ এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্ন পূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

—•*•—

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৪৮।

নারদ কহিলেন, ভগবান ভবানীপতি এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ আকাশমণ্ডলে জলদজাল উদিত, বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত ও মেঘের অতি গভীরগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বেই নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল তিরোহিত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও মহাদেবের পার্ব্বতীর সহিত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তীর্থ পর্য্যটনার্থ তথা হইতে বহির্গত হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগবান মহাদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে ভগবান্ মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবকীতনয় ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতমনে বাসুদেবকে কহিলেন, বাসুদেব! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি সমুৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগকে বারম্বার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহেশ্বর তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ; এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রতিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদ বিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোক মধ্যে তুমি কিছুই অবিদিত নহ। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব; কোন

গোপনীয় বিষয় আমরা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও স্বীয় লঘুত্বনিবন্ধন আমরা তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে, যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধিপরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক; অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দীপ্তিশীল কীর্ত্তিমান ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম। মহর্ষিগণ এই বলিয়া দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান্ বাসুদেব আনন্দিত চিত্তে বিধানানু-সারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমাগত হইলেন। কিছু-দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভবতী হইয়া দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশ-ধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। উঁহার নাম কাম।

হে যুধিষ্ঠির! এই মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রীতি পূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব ও অনাদিঅনন্ত; সকল ভূতের আশ্রয় স্থান; অব্যক্তস্বরূপ। এই বাসু-দেব দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইহাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলসদৃশ কৃষ্ণরূপ স্রুব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক ভূপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় দানবগণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী সব্যসাচী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃ প্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্য-

গণকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে হিমালয়ে ভগবান্ মহাদেব তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজ, পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদায় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি বলিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধ ও পরাধীন; সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদক্ষেপ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তর প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এতদিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আমিও কালবশে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে সম্যকপ্রকারে অবগত আছ, অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না। আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উহা যতদূর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উহাঁর মহিমার একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আমি তোমার নিকট বহুসংখ্যক মহর্ষির প্রভাব, বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছি। যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ ও দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণেরা ইহাঁকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ ভগবান্ ভবানীপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি নিরন্তর সেই সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালনে অনুরক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সজ্জনগণ সমীপে আমার

হরপার্ব্বতীসম্বাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করা বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে মহাদেবের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেব দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংসের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই শাশ্বত পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন সেই বাসুদেব তোমার প্রিয়সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তর গমন করিলেও আমি তাহার নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের আশ্চর্য্য মহিমাশ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

——•——

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে? কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল লাভ হয়? কোন ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উহাঁর সহস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উহাঁরে স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভফল লাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদায় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক সেই পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদায় তেজ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজ, যিনি সমুদায় তপস্যা অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি সমুদায় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদায় পবিত্র বস্তু অপেক্ষা পবিত্র, যিনি সমুদায় মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিগের দেবতা, যিনি সমুদায় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ, এবং কল্পের আদিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাহাঁতে সমুদায় জীব বিলীন হয়, আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্‌কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তা, দগের নায়ক, প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান, কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্ম্মা, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহঃ, সম্বৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি অমেয়াত্মা, সমুদায় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনা, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপা,

সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্‌সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতাকৃত, চতুরাত্মা, চতুর্ব্ব্যূহ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি উর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্ম, নিয়ম, যম, বেদ্য বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়া মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান্, অমেয়াত্মা, মহাপর্ব্বতধারী, মহাধনুর্দ্ধর, মহীভর্ত্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, সুপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপা, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু সর্ব্বদৃক, সিংহ, সন্ধাত, সন্ধিমান, স্থির, অজ, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ, স্রগ্বী, বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান, ন্যায়, নেতা, সমীরণ, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা, সংবৃত, সংপ্রমর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি, অনিল, ধরণীধর, সুপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্বধারী, বিশ্বভোক্তা, বিভু, সৎকর্ত্তা, সৎকৃত, সাধু, জহ্নু, নারায়ণ, নর, অসঙ্খ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট, শাসনকর্ত্তা, শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিসাধন, বৃষাহী, বৃষভ, বিষ্ণু, বিষপর্ব্বা, বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রুতিসাগর, সুভুজ, দুর্দ্ধর, বাগ্মী, মহেন্দ্র বসুদ, বসু, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজ, দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্করদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাতী, কামকারী, কান্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য, অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ, অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধহা, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ, জলনাথ, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জলেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্মনিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সময়জ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্, সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু,

দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান্, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভন, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান, স্থানদাতা, ধ্রুব, পরার্দ্ধি, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোষ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিন্ন, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, উত্তম জ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোষ, সুখদাতা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেকধর্ম্মকৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, সহস্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত, পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরুত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশার্হ, সাত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী, মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবস্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনা, ভগবান্, ভগঘ্ন, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পর্শী, সর্ব্বদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ, ভিষক্, সন্ন্যাসকারী, শম শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তিদ, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষ্ণা, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃত্তাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি,

শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দি, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সৎকীর্ত্তি ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিতকুম্ভ, বিশুদ্ধাত্মা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ, অপ্রতিরথ, প্রদ্যুম্ন, অমিতবিক্রম, কালনেমি, নিহন্তা, বীর, শৌরি, শূরজনেশ্বর, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিহা, হরি, কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম, অনির্দ্দেশ্যবপু, বিষ্ণু বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, রণপ্রিয়, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব তীর্থকর, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, হবি, সদ্গতি, সৎকৃতি, সত্তা, সদ্ভূতি, সৎপরায়ণ, শূরসেন, যদুশ্রেষ্ঠ, সন্নিবাস, বাস, সুযামুন, ভূতাবাস, বাসুদেব সর্ব্বাসুনিলয়, অনল, দর্পহা, দর্পদ দৃপ্ত, দুর্দ্ধর, অপরাজিত, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান্, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শতমূর্ত্তি, শতানন, এক, অনেক, সব, ক, কিং, যত্তদ্বাচ্য, লোকবন্ধু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, বীরহা, বিষম, শূন্য, ঘৃতাশী, অচল চল, অমানী, মানদ, মান্য, লোকস্বামী, ত্রিলোককৃৎ, সুমেধা, মেধজ, ধন্য সত্যমেধ, ধরাধর, তেজ, বৃষ, দ্যুতিধর, সর্ব্বশস্ত্রধরাগ্রগণ্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, গদাগ্রজ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, একপাৎ, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, সুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, ইন্দ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব, সুন্দর, সুন্দ, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিদ, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু, অক্ষোভ্য, সর্ব্ববাক্ ঈশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, চানূরান্ধ্রনিসূদন, সহস্রার্চ্চি, সপ্তজিহ্ব, সপ্তধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, অনঘ, অচিন্ত্য, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান্, অধৃত, স্বধৃত, স্বার্থ, প্রাগ্বংশ, বংশবর্দ্ধন, ভারভৃৎ, যোগী, যোগীশ, সর্ব্বকামদ, আশ্রম, শ্রমণ ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনু-

র্ব্বিদ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্ত্ববান, সাত্ত্বিক, সত্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়ার্হ, অর্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্দ্ধন, বিহায়সগতি, জ্যোতি, সুরুচি, হুতভুক, বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হুতভুক্, ভোক্তা, সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্ব্বিণ্ণ, সদামর্ষী, লোকাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনৎকুমার সনাতন, কপিল, কপি, অব্যয়, স্বস্তিদ, স্বস্তিকৃৎ, স্বাস্ত, স্বস্তিভুক, স্বস্তিদক্ষিণ, অরৌদ্র, কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, ঊর্জ্জিতশাসন, শব্দাতিগ, শব্দসহ, শিশির শর্ব্বরীকর, অক্রূর, পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, বিদ্বত্তম, বীতভয়, পুণ্য, শ্রবণ, কীর্ত্তন, উত্তারণ, দুষ্কৃতিহা, পুণ্য দুঃস্বপ্ননাশন, বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবস্থিত, অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমন্যু, ভয়াবহ, চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো, দিশ, অনাদি, ভূলোক ও ভুবলোকের ঐশ্বর্য্য, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম, ভীমপরাক্রম, আধারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস, প্রজাগর ঊর্দ্ধগ, সৎপথাচার, প্রাণদ, প্রণব, পণ, প্রমাণ, প্রাণিনিলয়, প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ, একাত্মা, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, অন্ন, অন্নাদ, আত্মযোনি, স্বয়ঞ্জাত, বৈখান, সামগায়ন, দেবকীনন্দন, স্রষ্টা, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, রথাঙ্গপাণি, অক্ষোভ্য ও সর্ব্বপ্রহরণয়ুধ, এই আমি তোমার নিকট ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সহস্র নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার ইহলোক বা পরলোকে কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের বেদান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রিয়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ্ শূদ্রের সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন, কামীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্র লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিতচিত্তে বাসুদেবের এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বিপুল যশ, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বল বীর্য্য ও শ্রেয়োলাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন, দ্যুতিমান্, ও রূপগুণে বিভূষিত হইয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে রোগাক্রান্তদিগের রোগ হইতে, বদ্ধদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ

হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহার আশ্রিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্ত ব্যক্তিরা কদাচ জন্মমৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হয় না। যাঁহারা মুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান ও সুখী হইতে পারেন। যাঁহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যশীলদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। ভগবান্ বাসুদেবই স্বীয় বীর্য্যবলে চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রগণে সমলঙ্কৃত নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায় পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সংবলিত সমুদায় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনিই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য্য, দেহ ও জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষা কর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকার্য্য, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী ত্রিলোকমধ্যে সমুদায় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয় ও সুখলাভের অভিলাষ করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাসোক্ত স্তব পাঠ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কখনই পরাভূত হন না।

—*—

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফল লাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন্ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন

করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে কিছুমাত্র পাপ থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই, "মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প, অনন্ত, অক্ষয়, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র; ইহারাই শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ইহাঁরা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্রী, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য ও দস্র ইহাঁরা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উহাঁরা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।"

অনন্তর লোকদিগের যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাক্ষীদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বদেব, পিতৃলোক তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইহাঁরাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইহাঁরা শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রযত্নভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক সমুদায়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা নন্দীশ্বর, মহাকায়া, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সোমগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারিসমুদ্র মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, বিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা। ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষিবান্, অঙ্গিরার পুত্র বর্গ এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মান লাভ করা যায়। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয় দৃঢ়ব্য, উর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত, এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকবংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইঁহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদায় মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গল লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ মার্কণ্ডেয়, সাঙ্খ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোক নিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পৃথিবীর পিতা বেণুরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরূরবা, ত্রিলোকবিখ্যাত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব বিশ্বজিৎ যজ্ঞকর্ত্তা তপোবনসমন্বিত দ্যুতি ... র্ষি শ্বেত, মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়নকর্ত্তা অক্ষয়ে...

হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকারণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাংখ্য যোগ হব্যকব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম এই সমুদায় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গললাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উঁহারা পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয় চৌরভয় ও দুস্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি সমুদায় অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদায় পবিত্র নাম অধ্যয়ন করেন, তাহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় অসূয়া শূন্য সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও শ্রদ্ধিমান হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। গৃহ মধ্যে পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমন সময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, বীজ ওষধি ও আপনার হিতের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামসময়ে ঐ সমুদায় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজয় করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন। তিনি কখনই ব্যাধি, হিংস্রজন্তু ও তস্কর হইতে ভীত হন না এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যাঁহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালগ্রাসে নিপাতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে, নরপতি, পিশাচ সর্প, রাক্ষস অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলত সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করিলে চারিবর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা

গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান সকল সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জপহোমপরায়ণ পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতিস্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কশ্যপ, গোতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন, আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ, বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে শৌর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুরে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে ব্রাহ্মণগণ পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায়

অনুষ্ঠান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদায় লোকে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্বভাবই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ; ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞপ্রকাশ ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহধৃত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হন না। উঁহারা হব্যকব্যের অগ্রভাগ ভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উঁহারা ভোজন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। উঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী, সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ, চক্ষুষ্মান্‌দিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। উঁহারা আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই বিদিত আছেন এবং উঁহারা সংশয়বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানে সুনিপুণ। উঁহাদের চরমে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ, নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান। উঁহারা দুকূল, শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও মৃগচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহুদিবস অতিক্রম পূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদায় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উঁহারা দেবগণের দেবতা কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সজাতীয়দিগের নিকট সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান্ তিনি যে পরম পাবন, তাহার আর বিচিত্র কি। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবি-

দ্বান হউন, তাঁহারে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতই হউন। তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহারে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবনকার্ত্তবীর্য্য সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হৈহয়বংশসম্ভূত সহস্রবাহুসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদায় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতী পুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহারে প্রচুর ধনদান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যে আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্র বাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সৎপথ হইতে বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে দ্বিজবর দত্তাত্রেয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিলেন। তখন ঐ মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল

রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে সমর্থ হয় না।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইলে, জীবগণের সৃষ্টি এবং ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় জীবকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব, ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। "ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করিতে পারেন না" কারণ, তুমি এই হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজাপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর, আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা কি মনুষ্য কেহই আমারে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব, আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজি,আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিলে আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে এই দুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর। উহাঁদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উহাঁরা তোমাকে হয় বিনষ্ট না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে?

পবন কহিলেন, আমি দেবদূত বায়ু; তোমারে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।

তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন: সমীরণ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী বা আপনার সদৃশ?

—•—

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৩।

তখন পবন কহিলেন, মূঢ়! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ উহাঁকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদায় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী সলিলপূর্ণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি রোষপরবশ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন; কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহারে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধ সলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে। নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব, তুমি আপনারে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অসীম ক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও সতত নমস্কার করিয়া থাকেন। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবর্ণহীন দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের অনুগ্রহেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাকে, তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইতে শৈল, দিক্, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মারে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজ নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোনরূপেই সম্ভব

নহে। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অণ্ডজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব, তাঁহার সদৃশ হইতে বাসনা করা তোমার কখনই উচিত নহে। ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

—০*০—

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৪।

তখন বায়ু পুনর্ব্বার কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ভূপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণিকেই ধারণ করিয়া আছি; এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি অচিরাৎ রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে এই অনিষ্টানভূত ভূমিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান ব্রহ্মার নিকট গমন করি। ভগবতী পৃথিবী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অনতিবিলম্বে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্ম দূরীভূত হইয়া গেল। মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব, বল, সেই কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ? ভগবান্ বায়ু কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য

শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন সমীরণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ছয়লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্ব্বকামসম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কোন স্থানেই দৃষ্টিগোচর হয় না। জলাধিপতি বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরীমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় ভার্য্যাহরণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকপালক, লোকের ত বিলোপক নহ; ভগবান্ চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও, যে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইহাঁকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে, মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমন পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে

কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম ; তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা প্রতি প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদায় স্তম্ভন পূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল সমুদায় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারম্বার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোমকন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে পৃথিবীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়? মহর্ষি উতথ্য এইরূপ কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান ঊষর ক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে এই বিপজ্জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জলাধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম; অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা। মহর্ষি উতথ্য এই বলিয়া তথা হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন ক্ষত্রিয় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

—০*০—

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ১৫৫।

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন

করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্ম কাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্কর-সদৃশ মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাভব ও ঐশ্বর্য্য-চ্যুত করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহা-দের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়া-ছিল, কেবল তাহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতাল-তলে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই রূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে দেবগণ পুন-রায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন, মহর্ষি অগস্ত্যের ক্রোধানল নির্ব্বাণ হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্। আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজয় করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ। আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আর আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি, কারণ বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এই রূপে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দানবগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতাগণ মানস সরো-

সরস্বতীতে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলীনামে পর্ব্বতাকার দানব সমুদায় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোন ক্রমে বিনষ্ট হইত, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ঐ মানস সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বর-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণকার পর্ব্বত ও বৃক্ষ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই শতযোজন সমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে তীরে গাত্রোত্থান করিত। ঐ দৈত্যগণ বলদর্পে দর্পিত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তখন দেবরাজও তাঁহাদের পরাক্রম প্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান এবং অবলীলা ক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মীভূত করিলেন। তখন ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানস সরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদীদ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে স্থানে সেই খলীনামে দৈত্য সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি খলিন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এই প্রকারে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

ষটপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৬।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদায় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুর-

গণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রি-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র ও সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি, কোন রূপেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কি রূপে তোমাদিগের রক্ষা করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্র-সূর্য্যরূপী হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করিয়া আমাদিগের অরাতিগণকে নিপাতিত করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ পূর্ব্বক পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ অন্ধকারহীন ও দেবগণের অস্ত্রজাল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ ও অনুচরগণকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায় চর্ম্মাম্বরধারী ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে সূর্য্যের প্রকাশ, দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ বায়ু এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সমীরণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্! উঁহারা আমাদিগের পরিত্যজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখনই উঁহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইহাঁরা সূর্য্যের তনয়, সুতরাং ইহাঁরা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। যদি তুমি আমার বাক্য অন্যথা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের যার পর নাই বিপদে পতিত হইতে হইবে।

ইন্দ্র কহিলেন মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উহাদিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! তুমি সহজে আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্য-দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তপোধন ভগবান চ্যবন ইন্দ্রকে ঐ রূপে পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাবমান দেখিয়া সহসা জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মন্ত্রাহুতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদায় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রা সকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য সমুদায় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবগণের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব। এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কার পূর্ব্বক উহাঁর ক্রোধ শান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদায় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য, ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়াদিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রকে অবসন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরি-

ত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখি, কোন ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?

— *০* —

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৭।

ধর্ম্মরাজ! ভগবান সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতিময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হন, ঐ সময় মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক এবং কপ নামে অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে পারিবে। পদ্মযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবগণ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব? দেবগণ কহিলেন, আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া, কপদিগের বিনাশসাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে এক জন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দ্বিজগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তবে বৃথা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন কেন? তাঁহারা

সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলাসংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞাপ্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ জন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব, আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব, আমরা সেই দেবশত্রু, কপগণকে বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্য অস্বীকার করিলে, দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে সম্মত নহেন। দূত এই কথা কহিলে, কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধন বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোকমধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবন ধারণ করিয়াছি। অতঃপর

প্রতিনিয়ত উহাঁদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এই রূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি।

তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৮।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কি রূপ ফল ও কি রূপ উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। অতি অল্পদিন মধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমারে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদায়ই কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর। আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহাঁর পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাঁর দেহ হইতেই পৃথিবী সম্ভূত হয় এবং ইনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইহাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাঁ হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্য-

যুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক। যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্য রূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদায়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারের নিমিত্ত কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইহাঁর শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। ইনি সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ ও বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। লোকে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইহাঁরে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইহাঁর স্তব করেন। ইনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিকগণ ইহাঁর স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইহাঁরই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইহাঁরই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইহাঁর নিমিত্ত হবির ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কালে ইহাঁর স্তব করিয়াছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদায়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছেন। এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকে ইহাঁরেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইহাঁরেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইহাঁরই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেত হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ইনি বায়ু, বিভু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ করেন। ইহাঁরই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইহাঁরই করজাল ঊর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইহাঁর সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইহাঁরই কিরণ লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে করজাল বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি দেবরূপী। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইহাঁরই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত উত্তাপ ও বৃষ্টিস্বরূপ, ইনি নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী সর্ব্ব-গামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের শরণাগত হও। ইনি কোন সময়ে অনলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডব প্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থান পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া অনলে সকল বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনিই সব্য-সাচীকে শ্বেতবর্ণ অশ্বপ্রদান করিয়াছেন। ইনি অশ্বসমুদায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিনগুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ প্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প এই চারিটী যাহার অশ্ব, এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এইতিনটী যাহার বর্ণ, সেই সংসার রথ ইহাঁর অধি-কৃত। ইনিই সংসারের সৃষ্টি সংহারকারক। ইনিই অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাসুদেব নদীলঙ্ঘন পূর্ব্বক বজ্র-প্রহরণোদ্যত পুরন্দরকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্র স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে ঋক্ সহস্রদ্বারা ইহাঁরই স্তব করিয়া থাকেন। ইহাঁ ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসারে গৃহে অবস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইনিই এক মাত্র পুরাতন ঋষি। ইনি আপন হইতেই সমু-দায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধি সমুদয় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্ল, জ্যোতি, তিন লোক, ত্রিলোকপালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহো-রাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, লব ও ক্ষণ। ইহাঁ হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা, নক্ষত্রযোগ ও ঋতু সমুদয় সমুৎপন্ন হই-য়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি, ও সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন, জলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমুদয় বস্তু সলিলে নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বলবিষয়ে যে সকল বিহিত হইয়াছে,

সেই সমস্ত অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিস্বরূপ হইয়া প্রভাদ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি অগ্রে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত। ইনি বিশ্বের আধার স্বরূপ। নির্গুণ ও জীবনস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনিই সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি পাঞ্চভৌতিক বিশ্বসৃষ্টির অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি স্বীয় মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তকালে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ, ইনিই তৎসমুদায়স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়। ইঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা কেবল কথা মাত্র।

—*০*—

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! পিতামহ ত্বদীয় মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন; অতএব, তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণ সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরীতে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট সমাগমন পূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিল, পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকে ঈশ্বরত্ব লয়া অভিহিত হন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফললাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে আমি তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্যোগ, শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আহ্লাদজনক এবং

উভয়লোকে সুখদুঃখদাতা; ব্রাহ্মণগণ হইতেই সমস্ত মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। উহাঁদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল বর্দ্ধিত হয়। উহাঁরাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উহাঁদের অনাদর করিতে পারি না। একণে তাঁহাদিগের প্রতি তোমার ক্রোধ করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে সমুদয় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতন লোক ও লোকেশ্বর সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব,পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সতত তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

পূর্ব্বে চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, দীর্ঘকলেবর, দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোকে ও দেবলোকের সমুদয় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতেছি, অতএব, আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অল্পমাত্র অপরাধ দৃষ্ট হইলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যিনি আমাকে আশ্রয় দান করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বাস করাইলাম। ঐ মহাত্মা কোন দিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য, কোন দিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোন দিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গত হইয়া আর প্রত্যাগমন করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যা,আস্তরণ ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমারে কহিলেন,বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব, শীঘ্র উহা আমাকে প্রদান কর। আমি ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনগণ দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। একণে তদীয় আজ্ঞা মাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্ব্বাসা এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিতচিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার

উচ্ছিষ্ট পায়স লেপন করিলাম; তখন তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি তাহারে দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে তাহার গাত্রে পায়স লেপন পূর্ব্বক তাঁহারে রথে নিয়োজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেরূপ বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সাক্ষাতেই প্রতোদ দ্বারা তাহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এইরূপে রুক্মিণীরে ক্লেশ প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না। অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। তখন কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে; ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি অদ্ভুত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাবা রুক্মিণীরে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আশীবিষের বিষ অতীব তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ বলা যায়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপ আশীবিষ কর্তৃক নিপীড়িত হয়, কেহই তাহারে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয় না। পরম দুদ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই প্রকারে রথারূঢ় হইয়া রাজপথে ধাবমান হইলে, তোমার জননী পথমধ্যে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাহারে বারংবার কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিণী কোন রূপেই গমন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধ কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একবারেই পরাজিত করিয়াছ? তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ দৃষ্ট হয় না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অন্ন যেরূপ দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রীতিজনক, তুমিও তদ্রূপ লোক সকলের প্রীতিভাজন হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় হইবে। তোমার যে সকল বস্তু দগ্ধ ও ভস্ম হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যু ভয় তিরোহিত হইল। তুমি যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে

সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে পায়স লেপন না করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলে আমি স্বীয় শরীরকে আশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইবে না। তুমি পবিত্র গন্ধযুক্ত হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শ সহস্র বধূমধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন।

হুতাশনসদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীরে এই কথা কহিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম এক্ষণে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিলাম, অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গোসমুদয় ও ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই এই মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছি।

—০ঃ০—

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার অনুগ্রহে যে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদয় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব, উহা তুমি কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতি দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পবিত্রভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান্ ভূতনাথকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই লোকত্রয়ের আদিকারণ; এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইতে কেহই সমর্থ নহে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সংগ্রামে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সঙ্গহীন ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে সমরস্থলে দেব-গণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে, তিনি ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোগ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরি-ত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক্, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না তৎকালে মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদয় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বত সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল একবারে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসম্প্রদায় গাঢ়-তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমু-দায় জগতের হিতকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবল-পরাক্রম রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহারে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাঁহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবা-দিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হই-লেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথাস্থানে

স্থাপিত করিয়া তাঁহার যে সকল অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, সেই সমুদয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

পূর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী ছিল, দেবরাজ ইন্দ্র ও স্বীয় অস্ত্র সমূহ দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া ভগবান্ রুদ্রদেবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, দেবাদিদেব! দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সকল কার্য্যেই উপদ্রব করিবে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুরে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারিবেদকে শরাসন, সাবিত্রী দেবীরে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয়সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন পঞ্চশিখাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালকটী কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে সেই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহারে ও পার্ব্বতীরে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জকলেবর দুর্ব্বাসার রূপ ধারণ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃত চিত্তে সেই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, বায়ু, অশ্বিনী কুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যু, তম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদায় গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬১।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনাম ধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিতমিশ্র মজ্জামাংসভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র। উনি দেবগণের মধ্যে মহান্; উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে পালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব। উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূর্জ্জটী, উনি মানবগণের মঙ্গল কামনা করিয়া সতত বিবিধ কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব। উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণীগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু। উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালক ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উঁহারে পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গপূজায় উঁহার পরম প্রীতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি এবং যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ উঁহার ঊর্দ্ধ সমাস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রজয়িতারে উৎকৃষ্ট সুখপ্রদান করেন। শ্মশান-

ভূমি উহাঁর বাসস্থান, যাঁহারা ঐ স্থানে উহাঁর অর্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীর লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপান বায়ুস্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানা প্রকার বিকট মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্রনিবন্ধন বেদে উহাঁর নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উহাঁর বেদোক্ত এবং ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। ইনিই সমুদায় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ ইহাঁরে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উহাঁর মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না; উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমুদায় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, তৎসমুদায় উহাঁরই ঐশ্বর্য্য; উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে উহাঁর প্রভুত্ব আছে বলিয়া উহাঁরে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহৎ বিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপদ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্র মধ্যস্থিত বড়বামুখ উহাঁরই বক্ত্র।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬২।

দেবকীতনয় বাসুদেব এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টী প্রমাণ হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। যাহা হউক, যদি তোমার ইহাতে সংশয় হইয়া থাকে, আমি তাহা দূরীকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুই প্রমাণে অনায়াসেই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু সেই সংশয়টী ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন; প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী অল্প-

বুদ্ধ ব্যক্তির ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক, সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রানির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগম প্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞান লাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রত্যক্ষ আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ~~পিতামহ~~! বলবান দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম হ্রিয়মাণ হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণদ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্টলোকেরা শিষ্টাচার উচ্ছন্ন করিতে যত্নপরায়ণ হয়; অতএব তখন ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সকল অসচ্চরিত্র, শ্রুতিত্যাগপরায়ণ, ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেদানুরক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত ও ঐ সকল পামরের বিদ্বেষী, অর্থ, কাম, লোভ, ও মোহের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া সেই সকল মহাত্মার নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সকল মহাত্মাগণের চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মও তিনপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকই যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে, উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহারে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয়

ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়; অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহা অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত মূর্খ। তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণযোগ্য হইতে পারে না। সে সকলেরই শোচনীয়। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সৎকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণগণই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উহাঁরাই এই লোকত্রয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করে এবং যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতি লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাহারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক, আর দেবতাই হউক, যাহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভ মোহশূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ। ধার্ম্মিকগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অসাধু, দুরাচার ও দুর্ম্মুখ এবং সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজপথ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা ভোজন করেন। ভোজন কালে কথোপকথন বা আর্দ্র হস্তে শয়ন করেন না। উহাঁরা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, চৈত্য ও বৃক্ষকে

প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় কালই ভোজনের প্রকৃত সময়; এই সময়ের মধ্যে আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেরূপ আজ্য পাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে; অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা বিধেয়। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীসংসর্গ না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয়, তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে। পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্ন দেশেই হউক, অতিথিরে উপবাসী রাখা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ সমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা ও দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উঁহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবসনা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রী সংসর্গ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধ জনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজন কালে দক্ষিণপাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া অভিনন্দন করা কর্ত্তব্য। বিপদাক্রান্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যু তুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষ-

জনক নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জন-সমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তিরা "আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই," এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপ কার্য্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধুসমাজে প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তি-দিগের নিকট পাপ কার্য্য প্রকাশ করিলে, তাঁহারা কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শান্তি বিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জল-সেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়, তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়-শ্চিত্ত করিলে অচিরাৎ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালক্রমে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—•••—

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়। ১৬৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বল-বান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্য-বান্ সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহু যত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না; আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নশীল হইলেই সমুদায় ফললাভ করিতে

পারিত, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভে সমর্থ হয় না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে, কেহই উহা লাভ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয়াসস্বত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। কোন কোন ধনবিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াও ধনবান্ এবং কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে। কেহ কেহ যত্নপূর্ব্বক নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না, আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়কেই ধনশালী, আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই ধনবিহীন হইতে দেখা যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখলাভ হইত, তাহা হইলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জলদ্বারা যেরূপ লোকের পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ যদি বিদ্যাপ্রভাবেই লোকের সকল কার্য্য সাধন হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, কেহই বিদ্যা উপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুঃসত্ত্বে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় না; কিন্তু আয়ুঃক্ষয় হইলে লোকে তৃণদ্বারা বিদ্ধ হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; সুতরাং আপনার উন্নতিসাধনার্থ মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে; অতএব, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি বহুযত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে সমর্থ না হয়, কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ বপন না করিলে কেহই ফলভোগের অধিকারী হয় না। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষাদ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়; অতএব, মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাচ্ঞা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশ, কীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব, প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৪।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে; আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা; কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, তখনই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ। অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই ভূমণ্ডলে আর রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়া, বুদ্ধি দ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের কারণ করিতে পারে না। অতএব, ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া কথিত হয়। কেহ কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতঃই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মের অধিকার নাই, এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উঁহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই সকলে এক ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্য পদার্থ; কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি অনিত্য হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার, সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য; সুতরাং তাহার ফলও অনিত্য। আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য; সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মপ্রভাবে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মযুক্ত সঙ্কল্প সমুদিত হইয়া

গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ, সুতরাং তির্য্যগযোনিস্থ প্রাণিগণেরও সুখ দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—০*০—

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের শ্রেয় কি? কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কি প্রকার কার্য্য করিলেইবা লোকের পাপ দূরীভূত হইয়া যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্ব্বত সমুদায়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সকল নাম ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে, সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধি পূর্ব্বক বা বুদ্ধি পূর্ব্বকই হউক, ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা, রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপাচরণ করে, পবিত্র হইয়া এই সমুদয় নাম কীর্ত্তন করিলে সেই সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই সকল নাম পাঠ করে, সে কদাচ অন্ধ বা বধির হয় না; তাহার সতত মঙ্গললাভ হয়; সে কখনই তির্য্যগ্‌যোনি, সঙ্করযোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না; তাহার দুঃখভয় একবারেই তিরোহিত হইয়া যায় এবং মৃত্যুকালেও তাহাকে বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সকল নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতনমস্কৃত সুরাসুরগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদ সমুদায়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহেশ্বর, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাঁহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভি, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা- হুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস,

পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী, সরযু, গণ্ডকী, মহানদ লোহিত, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণ বেণ্যা, অদ্রিজা, দৃষদ্বতী, কাবেরী, বক্ষু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমলসরোবর পুণ্যতীর্থসঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমিভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণসম্বলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপনাশন মানসসরোবর, দিব্যৌষধিসমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতুসম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজতপূর্ণ শ্বেতশৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকুট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক, বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বেদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের রক্ষাবিধান করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদায় পাপ ও ভয় হইতে পরিত্রাণ পান, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্ব্বপাপবিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইহাঁরা পূর্ব্ব দিক্; মহর্ষি উন্মুচু, প্রমুচু, মুমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু ইহাঁরা দক্ষিণ দিক্; উষদ্গু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইহাঁরা পশ্চিম দিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইহাঁরা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট বেদজ্ঞ সর্ব্বপাপবিনাশক মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

অনন্তর রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব,

চিত্ররথ, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, রঘু, দশরথ, শ্রী-রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবরণ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণু-পুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হবিধ্র, পৃষধ, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষাকু, অনরণ্য, জানু, জহ্ম ও কক্ষসেন। যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পবিত্র হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার ধর্ম্মফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ু, যশ ও স্বর্গ প্রদান করুন। আমাকে যেন কদাচ শত্রুহস্তে নিপাতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হই।

ষটষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৬।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মদীয় পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরববধুবন্ধুর বীরজনোচিত শরশয্যাশায়ী মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণ পূর্ব্বক সন্দেহ সমুদায় নিরাকরণ করিয়া পরিশেষে কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, পার্শ্বস্থিত নরপতিগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গঙ্গাপুত্র! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন; এক্ষণে তুমি ইহাঁকে হস্তিনায় গমন করিতে অনুমতি কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি শীঘ্র অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দম-

গুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদ্গণের যথোচিত সম্মান কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বিহগগণ যেমন ফলবান্ চৈত্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদ্গণ তোমাকেই আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করুন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনানগরে গমন কর; ভগবান্ সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে, পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।

মহাত্মা গাঙ্গেয় এইরূপ অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদায় ও অন্য অন্য পরিবারগণের সহিত হস্তিনায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আনুশাসনিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

—০*০—

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৭।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জানপদগণকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং যাহাদিগের পতি পুত্রাদি সমরে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাবর্গের সম্মান বর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হস্তিনানগরে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, ধর্ম্মরাজ সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করত যাজকগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, গন্ধদ্রব্য, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃতাগ্নিবাহক পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রসর করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্

বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল এবং বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই হস্তিনা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন; মহর্ষি বেদ-ব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিত দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশসমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামহকে প্রণাম পূর্ব্বক দ্বৈপায়নপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়নপ্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণপরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও আমার ভ্রাতৃগণ, কুরুজাঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে অবলোকন করুন। আমি তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে; আমি তোমারে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদায় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস আমার শতবর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক

দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ। সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। অতএব, শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট ত সমুদায় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ? ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল। অতএব, তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত, ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্রগদাধারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। অতএব, তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না; সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা উভয়ে পূর্ব্বে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরম গতি লাভ করিতে পারি।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি দেহত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক প্রাপ্ত হইবেন। আপনার কিছুমাত্র পাপ নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যবৎ আপনার অনুগত রহিয়াছে।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহামতি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি; অতএব, তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর, সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কদাচ বিচলিত না হয়; সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। শান্তনুপুত্র এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি প্রত্যহ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিকগণের সবিশেষ সৎকার করিবে।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়। ১৬৮।

মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এই কথা কহিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক যথাক্রমে মূলাধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদায় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় নভোমার্গে উত্থিত হইল। তখন দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ভীষ্মদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই শান্তনুনন্দনের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশি সর্ব্বসমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভরতকুলধুরন্ধর মহাত্মা ভীষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিলে, বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোকসমুদায় দর্শকশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইহাঁরা উভয়ে মহামূল্য পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ এবং ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান এবং মাদ্রীতনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করি-

লেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ,ও হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক চিতার বাম পার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথীতীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসীগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদিগুণে বিভূষিত, গুরুজনগণের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীর স্বয়ম্বর সময়ে সমুদায় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবীমধ্যে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজি সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত।

মহানদী ভাগীরথী এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আর শোক করিবেন না; আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে এক জন; মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপ প্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরক্ষেত্রে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ কর

কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্র ধারণ করিলে দেবরাজপ্রমুখ দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

ভগবান বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে গঙ্গাকে এইরূপ নানা-প্রকার আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী মহাত্মা বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে গমন করিলেন।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

অনুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত।